উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৩৪৮.০৬ (+৮৯৯.০১)

নিফটি : ২৩,১৯০.৬৫ (+২৮৩.০৫)

নিহত ৩০ মাওবাদী

আবার ছত্তিশগড়ে মাওবাদী দমন অভিযানে বড় সাফল্য পেল যৌথবাহিনী। বস্তার অঞ্চলে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। » ৭

খামচালেও ধর্ষণ নয়!

একটি মেয়ের স্তন খামচে ধরা, তার পায়জামার দড়ি ছিঁড়ে ফেলাকে কোনওভাবেই ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা বলা যায় না। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ ঘিরে বিতর্ক। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	১৮°	৩৩°	১৮°	৩৪°	১৯°	৩৪°	১৮°

তিন ব্যাটে মহড়া শুরু কোহলির » ১২

শিলিগুড়ি ৭ চৈত্র ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 21 March 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 300

উত্তরের খোঁজে

ভুল নামের মণিমুক্তোয় শিলিগুড়ির ধোঁয়া-ধোঁয়া

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এনজেপি স্টেশনের ফাঁকা পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এক নামগোত্রহীন ট্রেন দাঁড়িয়ে। আসলে মিলিটারি ট্রেন। সেনারা বলেন, রোলিং স্টক।

বুধবার রোদ্দুরমাখা সকাল। ইঞ্জিন লাগোয়া গোটা পাঁচেক এসি কম্পার্টমেন্ট সবুজ-মেরুন-সাদা রংয়ের। তারপর অনেকগুলো কোচ দরজা-জানলাবিহীন, অন্য রং। গায়ে লেখা, হাই ক্যাপাসিটি পার্সেল ভ্যান।

শেষ কম্পার্টমেন্টটা আবার সেই সবুজ-সাদা-মেরুন। তবে এসি নয়। যাত্রীরা সবাই মিলিটারি কর্মী।

কোচের বাইরে প্ল্যাটফর্মে তরুণ জওয়ান দাঁড়িয়ে। হাতে স্টেনগান। অচেনা লোক দেখে এক চোখে সন্দেহ, অন্য চোখে মৃদু হাসি।

তাঁকেই প্রশ্ন করি, ট্রেনটা যাবে কোথায়? এক লাইনের উত্তর, 'আমরা যেখানে যাব।' কোথা থেকে আসছেন? এক লাইনের জবাব ঃ 'অনেক দূর থেকে।' তিনি জানেন, বেশি কথা বলতে নেই। বেশি বললেই যত বিতর্ক। শুধু নিজেদের লক্ষ্যে স্থির থাকলেই হল। আমাদের কাজ কথা বলা নয়।

আমাদের নেতারা জওয়ানদের নীতিতে বিশ্বাসী নন। অযথা বেশি বলতে গিয়ে নিজেরাই জড়িয়ে পড়েন নিজের জালে। সব গুলিয়ে একাকার। ভুল তথ্যের বন্যা ছেড়ে দিন, নামেই কত বিভ্রাট।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সুনীতা উইলিয়ামসের প্রশংসা করতে গিয়ে সুনীতা চাওলা বলে ফেললেন। কল্পনা চাওলার সঙ্গে গুলিয়ে। শুভেন্দু অধিকারী আবার মমতাকে 'মূর্খমন্ত্রী' কটাক্ষ করতে গিয়ে প্রবল উত্তেজনায় সুনীতার পদবিই ভুল বলে দিলেন দু-দু'বার। পাশের সতীর্থ ভুল ধরিয়ে দিলে সুনীতা হয়ে গেলেন সনিয়া। উইলিয়ামস রাতারাতি উইলিয়াম।

ভুলের খেলায় এমন আত্মঘাতী গোল চলেই নেতাদের।

এরপর দশের পাতায়

দেশ-বিদেশের পর্যটকের কাছে অন্যতম গন্তব্য আগ্রার তাজমহল। অথচ ঐতিহাসিক এই স্থাপত্যের পেছনেই যে আস্তাকুঁড়, তা জানেন ক'জন? নিয়মিত নর্দমার নোংরা জল ও আবর্জনা এসে মিশছে যমুনায়। -পিটিআই

এডিশন স্পেশাল

বৈঠকের ছবি তোলায় হুমকি

» তিনের পাতায়

ফের প্রতারিত নারীরা

» চারের পাতায়

ধুন্ধুমার বিধানসভায়

» পাঁচের পাতায়

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড

» সাতের পাতায়

হাসপাতালে বহাল আয়ারাজ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ মার্চ : সমস্যা মেটাতে নোটিশ ঝোলানো হয়েছে। কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা ওই পর্যন্তই। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে 'আয়ারাজ' চলছেই। সাধারণ মানুষকে তার খেসারত দিতে হচ্ছে। আয়াদের আড়ালে হাসপাতালে দালালচক্রের দৌরাত্ম্যের চর্চাও তুঙ্গে। একাধিক নার্সিংহোম ও প্যাথলজিকাল ল্যাবের সঙ্গে আয়াদের যোগাযোগের বিষয়টি স্পষ্ট বলে অভিযোগ। ওষুধের দোকানের সঙ্গেও মোটা অঙ্কের টাকা কমিশন হিসেবে লেনদেন হয় বলে হাসপাতালে চত্বরে কান পাতলেই শোনা যায়। রোগীর ছুটি হলে বকশিশ নিয়েও পরিজনদের উপর চাপ তৈরির অভিযোগ আয়াদের বিরুদ্ধে উঠেছে। আরও অভিযোগ, একজন আয়া একসঙ্গে একাধিক রোগীর দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে ফেলছেন। ফলে স্বভাবতই শুশ্রূষার কাজে ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। জরুরি বিভাগে রোগীর দখল নিতে আয়াদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। অভিযোগ উঠছে, এই সুযোগে নার্সদের একাংশ অক্সিজেন, স্যালাইনের চ্যানেল খোলা সহ অন্যান্য কাজে আয়াদের ব্যবহার করছেন। কর্তৃপক্ষ অবশ্য সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছে। হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নোটিশ টাঙিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে বারবার এই মর্মে আলোচনা হয়েছে। তবে আমরা সুরাহা করতে পারিনি। নার্সদের বিষয়ে যে অভিযোগ উঠেছে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে।'

ইসলামপুর বাজারের বাসিন্দা রাজা খান গত বুধবার অসুস্থ মাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে রাজা বলেন, 'আয়া রাখতে কার্যত আমাকে বাধ্য করা হয়েছে। একটি শিফটের জন্য ২০০ টাকা দিয়েছি। ভোর হতেই আরও একজন আয়া এসে দিনের শিফটের জন্য তাঁকে রাখতেই হবে বলে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু আমি রাজি হইনি।' এরপরেই রাজার আরও সংযোজন, 'মাকে স্যালাইন দেওয়া হয়েছিল। তার জন্য নার্সরা মায়ের হাতে চ্যানেল করেছিলেন। বৃহস্পতিবার মাকে ছুটি দেওয়া হয়।

এরপর দশের পাতায়

অভিযুক্ত নার্সরাও

- বহু ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আয়াদের দাপট অব্যাহত
- নানা কারণে নার্সদের একাংশও আয়াদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ
- সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে ভুক্তভোগী রোগীরা সরব হয়েছেন
- গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে কর্তৃপক্ষের আশ্বাস

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

সর্দারের হাতে খুন বাগানে

সহকারী সিনিয়ার ম্যানেজারের ঘাড়ে কোপ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২০ মার্চ : চা বাগানের কর্মকর্তা খুন। পদমর্যাদায় সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। ঘাড়ে কোপ মেরে খুন করা হয়েছে তাঁকে। বৃহস্পতিবার ভরদুপুরে তাঁর রক্তাক্ত দেহ পড়ে ছিল ফাঁসিদেওয়া ব্লকে জয়ন্তিকা চা বাগানের ভেতর কাঁচা রাস্তায়। তখনও বাঁ হাতে ধরা ছিল তাঁর মোবাইল। প্রায় ৮ ফুট দূরে পড়ে ছিল তাঁর মোটরবাইক। তাতেও ছিল রক্তের ফোঁটা। নিহতের নাম নীলাঞ্জন ভদ্র।

নাটকীয়ভাবে ওই খুনের দায় স্বীকার করেছে বাগানেরই সর্দার পদে কর্মরত এলথ্রিয়াস এক্কা। ঘটনার পর বাগানে পুলিশ, জনতা জড়ো হতেই হইচই শুরু হয়। হঠাৎই ভিড় থেকে এলথ্রিয়াস বলে ওঠে, 'আমি খুন করেছি'। অপ্রকৃতিস্থ থাকায় কেউই তার কথাকে প্রথমে গুরুত্ব দিতে চায়নি। কিন্তু পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে পরে সে জানায়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিনিয়ার সহকারী ম্যানেজারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তার। একথা সেকথা থেকে শুরু হয় বচসা। তারপর স্রেফ রাগের মাথায় হাতে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে সে কোপ বসায় নীলাঞ্জনের ঘাড়ে। তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

রাতেই এলথ্রিয়াসের দেখানো জায়গা থেকে খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে, তার সঙ্গে নীলাঞ্জনের কী এমন কথা হচ্ছিল যে খুন করতে হল, তা ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

ঘটনাটি ফিরিয়ে এনেছে চা বাগানে কর্মকর্তা খুনের অতীত কিছু স্মৃতি। কার্সিয়াংয়ের কাছে অম্বুটিয়া চা বাগানেও একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার খুন হয়েছিলেন ২০০৬-এ। তাঁকেও কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল। অভিযুক্ত ছিল ওই বাগানেরই এক শ্রমিক। তারও আগে আটের দশকের গোড়ায় ডুয়ার্সের কৈলাসপুর চা বাগানে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল এক ম্যানেজারকে। বাগানের অফিস থেকে টেনে বের করে তাঁকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। অভিযুক্ত ছিল একদল শ্রমিক।

চা বাগানে বারবার ম্যানেজার পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের খুনে হয় দলবদ্ধভাবে নাহয় ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকদের জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে চা শিল্প মহলে স্বাভাবিকভাবে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। মনে করা হচ্ছে, শাসনের কারণেই এই হত্যাকাণ্ড। যদিও এলথ্রিয়াসের সঙ্গে নীলাঞ্জনের আগে কোনও ঝামেলা হয়েছিল কি না, তা কেউ নিশ্চিত করেনি। বরং চা বাগানটির গ্রুপ কমার্স ম্যানেজার অরবিন্দ মিশ্র বিকেলেও বলেছেন, 'বাগানের শ্রমিক কিংবা কারও সঙ্গে কোনও ঝামেলা ছিল না নীলাঞ্জনের। কেন এই ঘটনা ঘটল, বুঝতে পারছি না।'

এরপর দশের পাতায়

জয়ন্তিকা চা বাগানের অকুস্থলে হাজির পুলিশ। বৃহস্পতিবার।

যা ঘটেছে

- মোটরবাইক নিয়ে বাগানে তদারকি করতে যাচ্ছিলেন সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
- রাস্তায় তাঁর দেখা হয় বাগান সর্দার এলথ্রিয়াস এক্কার সঙ্গে
- এলথ্রিয়াসের দাবি, দুজনের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়
- মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় এলথ্রিয়াস তাঁর ঘাড়ে কোপ বসায়

দায় নাকি জঞ্জাল বিভাগের!

শহরে যত্রতত্র ফাস্ট ফুডের দোকান, নজরদারিতে প্রশ্ন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ফাস্ট ফুডের স্টলে নজরদারি নেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের। কোথাও রাস্তার ধারে ঠ্যালা নিয়ে বসে ব্যবসা চলছে, তো কোথাও ছোট দোকান ভাড়া নিয়ে। কিন্তু এই ফুড স্টলগুলির খাবারের গুণগত মান পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থাই নেই। রাস্তার ধারে ধুলোবালির মধ্যেই খোলা অবস্থায় বিক্রি হচ্ছে খাবার। এতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

এই সমস্ত বিষয়ে নজরদারির জন্য শিলিগুড়ি পুরনিগমে স্যানিটারি ইনস্পেকটররা রয়েছেন। কিন্তু এঁদের কাউকে বসিয়ে রাখা হয়েছে বরো অফিসে তো কাউকে অন্য দপ্তরের কাজে ব্যস্ত রাখা হয়েছে। খাবারের দোকানের উপর নজর রাখবে কোন বিভাগ তা নিয়ে পুরনিগমের মেয়র পারিষদদের মধ্যেই দায় ঠেলাঠেলির পালা চলছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বলছেন, তাঁর পরিবেশ বিভাগের বিষয়টি দেখার কথা। আবার পরিবেশ বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায়ের দাবি, বর্জ্য অপসারণ বিভাগ বিষয়টি দেখে। বর্জ্য অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে-র অবশ্য বক্তব্য, পুরনিগম থেকে নাকি এখন আর বিষয়টি দেখা হয় না। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এসিএমওএইচ-এর অফিস থেকে একজন ফুড ইনস্পেকটর নিয়োগ করা হয়। ওই ফুড ইনস্পেকটরই নাকি নজরদারি করে থাকেন। বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিক্রিয়া জানতে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন।

পুরনিগমে তিনটি বিরোধী দল থাকলেও তাদের কাউন্সিলারদেরও কোনও হেলদোল নেই। প্রতিবাদ না থাকায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের বর্তমান বোর্ড গা-ছাড়া মনোভাব নিয়ে চলছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের যুক্তি, 'আমরা এখনও বলিনি, তবে পুরনিগমের নিজের থেকে তো নজর রাখা প্রয়োজন।' সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তীর দাবি, 'আমরা প্রতিটি বোর্ড মিটিংয়েই বিষয়টি নিয়ে বলে এসেছি।' একমাত্র কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটকের বক্তব্য, 'আমি তিনদিন আগেই সচিবের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি।'

এরপর দশের পাতায়

রাস্তায় উঠে এসেছে খাবারের দোকান। মান দেখবে কে?

দেবদূত সেনা, হাতির হানায় তবু মৃত্যু তরুণের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : যা হল তা অনায়াসে সিনেমার টানটান স্ক্রিপ্টকে হার মানাবে। শেষটায় অবশ্য করুণ পরিণতিতে মন ভেঙেচুরে একাকারও হবে।

মাটিতে পড়ে থাকা তরুণকে একেবারে শেষ করে দেওয়ার জন্য ক্ষিপ্ত হাতি পা শূন্যে তুলেছিল। সেই পা তরুণের ওপর পড়ার আগেই দুই সেনা সেখানে দেবদূতের মতো হাজির হয়ে তাঁকে কোনওমতে সরিয়ে নেন। দেখে হাতির রাগ চরমে। ওই তরুণের পাশাপাশি দুই সেনা জওয়ানও তখন তার 'টার্গেট'। ওই সেনাকর্মীরা ওই তরুণকে নিয়ে যখন শিবিরের দিকে ছুটে চলেছেন তখন রাগে উন্মত্ত ওই হাতি তাঁদের পিছনে ধাওয়া করল। হাতিটি অবশ্য শেষমেশ তাঁদের পাকড়াও করতে পারেনি। সেনা শিবিরের হাসপাতালে ওই তরুণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ বেতগাড়ার বাসিন্দা বিকাশ পাসোয়ান (২৭) নামে ওই তরুণকে বাঁচানো যায়নি। সেনার কাছে খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ওই তরুণের দেহ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ওই তরুণের ময়নাতদন্ত হবে।

বেলা সাড়ে ৪টা নাগাদ এদিনের ঘটনার সূত্রপাত। জঙ্গলের কাঠ সংগ্রহ করেই বিকাশের পরিবারের চলে। সেই উদ্দেশ্যেই ওই তরুণ এদিন জঙ্গলে হাজির হয়েছিলেন। শালুগাড়া সেনা শিবিরের পিছন দিকে কাঠ কুড়ানোটা ঠিকঠাকই চলছিল। একটি হাতি হঠাৎই সেখানে হাজির হওয়ায় বিপত্তি। হাতিকে সামনে দেখে বিকাশ চিৎকার করে পালানোর চেষ্টা করেন বলে সেনার তরফে পুলিশকে জানানো হয়েছে। তরুণের চিৎকার শুনতে পেয়ে দুই সেনাকর্মী সাতপাঁচ কিছু না ভেবেই ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যান। এরপর দশের পাতায়

হারল জীবন

- শালুগাড়া সেনা শিবিরের পিছন দিকে এক তরুণ কাঠ কুড়োচ্ছিলেন
- সেই সময় একটি হাতি হামলা চালালে ওই তরুণ চিৎকার করে ওঠেন
- দুই সেনা জওয়ান ওই তরুণকে কোনওমতে উদ্ধার করে শিবিরে নিয়ে যান
- হাসপাতালে তড়িঘড়ি চিকিৎসা শুরু করলেও ওই তরুণকে শেষপর্যন্ত বাঁচানো যায়নি

এল সবুজ সংকেত, হাইড্রোজেনে ছুটবে টয়ট্রেন

দূষণকে বাই বাই

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : হর্নের মৃদু শব্দ আছে, কিন্তু ধোঁয়া নেই। পাকদণ্ডি বেয়ে এগিয়ে চলছে খেলনা গাড়ি, পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে। কল্পনায় ভাসে এমন ছবি। কিন্তু বিজ্ঞানের জয়গাথায় এক সময়ের কল্পনা বর্তমানে বাস্তবের মাটি ছোঁয়ার প্রতীক্ষায়। পুজোর সময় যদি হাইড্রোজেন ইঞ্জিনে টয়ট্রেনের চাকা গড়ায় শৈলরানির পথে, অবাক হবেন না। রেলমন্ত্রকের সবুজ সংকেতে যার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল (ডিএইচআর)-এ। রেললাইন থেকে শুরু করে স্টেশন, রিফুয়েলিং স্টেশন, পরিকাঠামোর উন্নতিতে কী কী করতে হবে তাও খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। আগামী মাসে রেলমন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ একটি দলের দার্জিলিং পাহাড়ে আসার কথা। তারপরই শুরু হবে চূড়ান্ত প্রস্তুতি।

ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলছেন, 'হাইড্রোজেন ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে, নির্দিষ্টভাবে কবে থেকে ট্রেন চলবে, সেই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। পরিকাঠামোগত উন্নতিতে আমরা জোর দিয়েছি।'

জলে ছুটবে ট্রেন। শুনতে অবাক লাগলেও চলতি বছর এটাই বাস্তবের পথ ধরবে। রেল যা পরিকল্পনা নিয়েছে, তাতে ট্রেন ছোটানোর জন্য আর প্রয়োজন নেই ডিজেল বা বিদ্যুতের। জল থেকে তৈরি হওয়া হাইড্রোজেন শক্তি টেনে নিয়ে যাবে আস্ত একটি ট্রেনকে। জল এবং বাষ্প থেকে তৈরি হবে হাইড্রোজেন। এই ট্রেন চলাচলের জন্য প্রথম পর্যায়ে নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে, কালকা-সিমলা এবং দার্জিলিং হিমালয়ান রেলকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি যখন ভাবনার পর্যায়ে ছিল, তখনও প্রথম এই আভাস দিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেটা বছরখানেক আগে।

গত মাসে এই সংক্রান্ত একটি বৈঠক হয়েছে রেলের সদর দপ্তরে। সেখানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্তাদের পাশাপাশি ডিএইচআর-এর আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পরে একটি বৈঠক হয় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মালিগাঁওয়ের সদর কার্যালয়ে। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে কোথায় কী পরিবর্তন করতে হবে, কোথায় কোথায় রিফুয়েলিং স্টেশন তৈরি করতে হবে, ইঞ্জিন এবং কোচ রাখা হবে, এই সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে সেখানে।

রেল সূত্রে খবর, নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ এবং দার্জিলিংয়ে ট্রেনটি রাখার জন্য বিশেষ পিটলাইন তৈরি করা হবে। যেহেতু প্রতি ঘণ্টায় ৪০ হাজার লিটার জলের প্রয়োজন, তাই এই তিনটি জায়গা ছাড়াও প্রাথমিকভাবে রংটং, কার্সিয়াংয়ে রিফুয়েলিং স্টেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্টেশনের আধুনিকীকরণ এবং কয়েকটি জায়গায় ট্র্যাক পরিবর্তন করা দরকার। ডিএইচআর সূত্রে খবর, রেলমন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ দলটির পরিদর্শনের পর তাদের পরামর্শমতো কাজে হাত দেওয়া হবে।

ভারতকে দূষণমুক্ত করতে ২০৭০ সালকে লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০৩০ সালের মধ্যে রেলকে কার্বনমুক্ত করতে পরিকল্পনা নিয়েছে অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক। হাইড্রোজেন ট্রেন থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরি না হওয়ায় প্রথম পর্যায়ে পাহাড়ি অঞ্চলকে বেছে নিয়েছে রেল। পাশাপাশি, ১২০০ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন হলেও এই ট্রেনের নয়েজ বা শব্দ কম। ফলে বায়ু দূষণের পাশাপাশি শব্দ দূষণ হবে না বলে রেলকর্তাদের বক্তব্য।

চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে ট্রেনটি, যার সামান্য কাজ বাকি। সমস্ত কিছু ঠিক থাকলে আগামী ৩১ মার্চ হরিয়ানার জিন্দ ও সোনিপতের মধ্যে ট্রায়াল রান হবে। এই পরীক্ষামূলক যাত্রা সফল হলেই কালকা-সিমলায় ছুটবে হাইড্রোজেন ট্রেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন ও দার্জিলিংয়ে চাকা গড়াবে হাইড্রোজেন খেলনা গাড়ির।

ছবি : এআই

মউ স্বাক্ষর

নিউজ ব্যুরো

২০ মার্চ : দ্য ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট-স্কুল অফ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলকাতা ক্যাপেগমিনি'র সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষরের কথা ঘোষণা করল। দুই প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতা শিল্প-শিক্ষার উন্নতিকরণ এবং পড়ুয়াদের জন্য আরও কর্মসংস্থান তৈরি করবে বলে আশাবাদী কর্তারা।

আইইএম-এর নিউটাউন ক্যাম্পাসে মউ স্বাক্ষর উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আইইএম-ইউইএম গ্রুপের প্রেসিডেন্ট বনানী চক্রবর্তী, গ্রুপের ডিরেক্টর ডঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী, ক্যাপেগমিনির এগজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট-ইন্ডিয়া অভীক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

টিফিনে বাড়ল বরাদ্দ

খুশি উদ্যোক্তারা

- রক্তদান শিবিরগুলিতে টিফিন বাবদ রক্তদাতা পিছু ৫০ টাকা মেলে
- ১ এপ্রিল থেকে তা বাড়িয়ে ১০০ টাকা করে দেওয়া হবে
- ইতিমধ্যেই রাজ্য থেকে নির্দেশিকা প্রতিটি জেলাতে পাঠানো হয়েছে

কোচবিহার, ২০ মার্চ : রক্তদাতাদের জন্য রাজ্য সরকার 'রিফ্রেশমেন্ট চার্জ'-এর বরাদ্দ বাড়াল। এতদিন রক্তদান শিবিরগুলিতে টিফিন বাবদ রক্তদাতা পিছু ৫০ টাকা করে দেওয়া হত। ১ এপ্রিল থেকে তা বাড়িয়ে ১০০ টাকা করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্য থেকে সেই নির্দেশিকা প্রতিটি জেলাতে পাঠানো হয়েছে। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বললেন, 'নির্দেশিকা পেয়েছি। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ করা হবে।' সরকারি উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজকরাও খুশি।

কেউ স্বেচ্ছায় রক্তদান করলে তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য 'রিফ্রেশমেন্ট চার্জ' দেওয়া হয়। সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই টাকা দেওয়া হয়। ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের তরফে মাঝেমধ্যেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রাজা বৈদ্যের কথায়, 'একটি রক্তদান শিবির করতে হলে অন্ততপক্ষে সাড়ে তিন-চার হাজার টাকা খরচ হয়। খরচের জন্য অনেকের ইচ্ছে থাকলেও শিবির করার প্রতি আগ্রহ দেখান না। রিফ্রেশমেন্ট চার্জ বাড়ানোর সুবিধা হল। এখন অনেকে রক্তদানের প্রতি আগ্রহ দেখাবেন। এতে সকলেরই সুবিধা হবে।'

এমজেএন মেডিকেলের ব্লাড সেন্টার গত এক বছরে রক্তদান শিবির থেকে সাড়ে তিন হাজার ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করেছে। এছাড়াও প্রায় ৪৫০ জন সেন্টারে এসে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে রিফ্রেশমেন্ট চার্জ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কোচবিহারে চাহিদার তুলনায় রক্ত কম পাওয়া যায়। এই জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ারের রোগীদেরও রক্ত সরবরাহ করতে হয়। অবশ্য শুধু কোচবিহারই নয়, সর্বত্রই রক্তের সংকটের সমস্যা রয়েছে। শিবিরের সংখ্যাও তুলনামূলক কমছে বলে রক্তদানের আয়োজকরা জানাচ্ছেন। ফলে সেই সংখ্যা বাড়ানো হলে রক্তের সংকটও কমবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কোচবিহারের একটি ক্লাবের তরফে অভীক বর্মন বললেন, 'আমরা মাঝেমধ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। সরকারি সহযোগিতার পরিমাণ বাড়ানোয় স্বাভাবিকভাবেই সুবিধা হবে।'

আজ টিভিতে

পুতুল টিটিপি সন্ধে ৭.০০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সখী তুমি কার, ১০.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.৩০ বাদশা-দ্য ডন, রাত ১০.৩০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, ১.০০ রোগা হওয়ার সহজ উপায়
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মায়ের অধিকার, বিকেল ৩.০০ পাপী, ৫.৩০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, রাত ১.৩০ শেষ পাতা
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.০০ মজনু, সন্ধে ৬.৪০ হিরোগিরি, রাত ১০.০০ বিক্রান্ত রোমা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জীবন রহস্য
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বারুদ, রাত ৯.০০ তিতলি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কাদম্বরী
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৪৪ হম আপকে হ্যায় কওন! বিকেল ৪.৪৪ বীরা : দ্য পাওয়ার, রাত ১১.০০ অপারেশন জাভা
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২৬ কালীবীরা, দুপুর ১.৪১ রোডসাইড রাউডি, বিকেল ৪.২৮ দিব্য শক্তি, সন্ধে ৭.৩০ রাবণাসুরা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৮ ফিতুর, দুপুর ১.৩৩ রুস্তম, বিকেল ৪.০৭ দোনো, সন্ধে ৬.৪৪ আর্টিকেল ১৫, রাত ৯.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১১.২০ মুক্কাবাজ
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ চরিত্রহীন, বিকেল ৩.০০ স্টেয়িং অ্যালাইভ, বিকেল ৪.৩০ ম্যাডাম চিফমিনিস্টার, সন্ধে ৬.৪৫ সাত উচক্কে, রাত ৯.০০ বধাই হো, ১১.১৫ তেজ

মজনু বিকেল ৪.০০ জলসা মুভিজ

রুস্তম দুপুর ১.৩৩ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

সাত উচক্কে সন্ধে ৬.৪৫ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

ফ্রোজেন প্ল্যানেট টু সন্ধে ৬.১৫ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা

নিউজ ব্যুরো

২০ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর মঞ্চে রাইস এডুকেশনের তরফে পড়ুয়াদের নিয়ে একটি কর্মশালা করা হয়। স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে। রাইসের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সমিত রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নূপুর দাস এবং অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ রায় পড়ুয়াদের সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি, স্থায়ী কর্মসংস্থান ও দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য কৌশল নিয়ে পথ দেখিয়েছেন।

ওই কর্মশালায় ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। পড়ুয়ারা সব আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। কীভাবে ওই কর্মশালা তাঁদের নিজেদের লক্ষ্য পৌঁছাতে সাহায্য করল তা নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাঁরা।

বন্ধন ব্যাংকের সঙ্গে এল সেলসফোর্স

নিউজ ব্যুরো

২০ মার্চ : বন্ধন ব্যাংকের সঙ্গে এবার পার্টনারশিপ ঘোষণা করল সেলসফোর্স। ব্যাংকের লোন ওরিয়েন্টেশন সিস্টেমকে আরও উন্নত করতে ও গ্রাহকদের ডিজিটাল এক্সপেরিয়েন্স মসৃণ করতে এই উদ্যোগ। সেলসফোর্সের হাউজিং ফিন্যান্স লোন ওরিয়েন্টেশন সিস্টেম এবং কমার্সিয়াল লোনের জন্য সেলস ক্লাউড বন্ধন ব্যাংকের গ্রাহকদের লোন লাইফসাইকেলটিকে আরও সহজ করে তুলেছে। সেলসফোর্সের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও অরুন্ধতী ভট্টাচার্য বলেন, 'ব্যাংকিং এখন অটোমেটেড, কাস্টমারসেন্ট্রিক এবং আরও উন্নত হয়ে উঠছে। ব্যাংকের লোন সিস্টেমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে জোর দিচ্ছি।' বন্ধন ব্যাংকের সিইও রতনকুমার কেশ বলেন, 'সেলসফোর্সের সঙ্গে পার্টনারশিপ আমাদের লোন পরিষেবাগুলোকে আরও সহজ করে দিয়েছে। দ্রুত লোন অ্যাপ্রুভাল থেকে শুরু করে ব্যাংকের অপারেশনাল এক্সিলেন্সে সেলসফোর্সের গুরুত্ব অপরিসীম। এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়া আরও সহজ হয়ে উঠবে।'

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

ধীনা স্টেশনে ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি দানাপুর ডিভিশনের ধীনা স্টেশনে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সময়সূচী অনুযায়ী থামবে :—

ট্রেন নং ও নাম	স্টপেজের সময়সূচী (পৌঁ.)	স্টপেজের সময়সূচী (ছা.)	যে তারিখ থেকে থামবে
১৩০০৫ হাওড়া-অমৃতসর মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৩.২৫ থেকে কার্যকর)	০৬.২১	০৬.২৩	২৪.০৩.২০২৫
১৩০০৬ অমৃতসর-হাওড়া মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০৩.২৫ থেকে কার্যকর)	১৮.২৪	১৮.২৬	২৩.০৩.২০২৫
১৫৭৩৩ বালুরঘাট-ভাটিন্ডা জং. ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৩.২৫ থেকে কার্যকর)	০৮.১৫	০৮.১৭	২৫.০৩.২০২৫
১৫৭৩৪ ভাটিন্ডা জং.-বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০৩.২৫ থেকে কার্যকর)	১৮.৪০	১৮.৪২	২৩.০৩.২০২৫

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : সি/৪৪২/এপি/এসটিবিএ/পিটি। তারিখ : ১৭-০৩-২০২৫
নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ (০৩) তিন বছর সময়সীমার জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের "ই" ক্যাটাগরির এনএসজি-৬ স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার জন্য স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) হিসেবে কাজ। স্টেশনগুলির নাম : (১) গৌরীপুর (জিইউপি)। (২) ডামডিম (ডিডিএম)। (৩) বক্সিরহাট (বিএক্সএইচটি)। (৪) শামুকতলা রোড (এসএমটিএ)। (৫) নিউ চ্যাংরাবান্ধা (এনসিবিডি)। (৬) নিউ দোমোহনি (এনকিউএইচ)। (৭) বেতগারা (বিওয়াইএক্সএ)। (৮) আলতাগ্রাম (এটিএম)। (৯) কলাইগ্রাম (কেএলজিআর)। (১০) শালবাড়ি (এসএক্সএক্স)। (১১) গুমানিহাট (জিইউজেড)। (১২) মড়াডাঙা (এমআরডিজি)। (১৩) লাটাগুড়ি (এলটিজি)। (১৪) দোমোহনি (ডিওআই)। (১৫) জামালদহ গোপালপুর (জেডিজিপি)। (১৬) গুলমা (জিএলএমএ)। বায়নার ধনঃ ২,০০০/- টাকা; ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), ডিআরএম বিল্ডিং, এন. এফ. রেলওয়ে/ আলিপুরদুয়ার, ডাক ও জেলা আলিপুরদুয়ার (পশ্চিমবঙ্গ)- ৭৩৬১২৩ কার্যালয় থেকে ২৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ১৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত যে কোনো কর্মদিনে আবেদনপত্রের পাশাপাশি নিয়ম ও শর্তাবলি পাওয়া যাবে। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), ডিআরএম বিল্ডিং, এন. এফ. রেলওয়ে/আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ের অ্যাসিস্টেন্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/II-এর চেম্বারে ২৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ২১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা করার জন্য আবেদন বাক্স রাখা থাকবে এবং ২১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), ডিআরএম বিল্ডিং, এন. এফ. রেলওয়ে/আলিপুরদুয়ার ডিভিশন কার্যালয়ে আবেদন বাক্স খোলা হবে। আবেদনপত্র সহ নিয়ম ও শর্তাবলি www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করেও পাওয়া যাবে এবং উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আলিপুরদুয়ার, এনএফআর-এর কার্যালয় থেকেও পাওয়া যাবে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
মালদা ডিভিশনে মড্যুলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা
নং. সি২৮-সিপিআরও-এমএলডিটি-২৫ তারিখ :১৯.০৩.২০২৫
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস ভবন, পোস্ট ঝলঝলিয়া, জেলা মালদা, পিন ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) [illegible]
... যেকোনো বা সমস্ত টেন্ডার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষিত। ৬. এই বিড নথিতে প্রদত্ত মূল্যায়নের মানদণ্ডের ভিত্তিতে যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী টেন্ডারদাতাকে মূল্যায়ন করা হবে। ৭. এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরণের কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। ৮. যোগাযোগের ঠিকানা ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-৭৩২১০২, জেলা- মালদা (প.ব.)। MLD-255/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০১ তারিখঃ ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১০

টেন্ডার নং. সিইসিওএন/এলটিডিইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১০ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং প্রজেক্ট-মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রেলনেট/ইন্টারনেট সংযোগ এবং টেলিকম সুবিধার ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসএডটি_সিওএন_২০২৫_০৪, তারিখ : ১৮-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডারের আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. : ডিওয়াইসিএসটিই_সি_এনজেপি_২০২৫_০৪_০২_আরটি; কাজের নাম : ডেপুটি সিই/সিওএন-১/কাটিহার, ডেপুটি সিই/সিওএন-২/কাটিহার ও ডেপুটি সিই/সিওএন-৩/কাটিহার -এর অফিসগুলিতে সিসিটিভি সিস্টেমের ব্যবস্থা সহ নতুন ভবনে (অফিস কাম রেস্ট হাউস), রেলনেট/ইন্টারনেট সংযোগ ও টেলিকম সুবিধার ব্যবস্থা এবং এসএসই/এসআইজি/ সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি এবং এসএসই/ টেলি/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন-এ সিসিটিভি সিস্টেমের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৪০,২৮,১৫৬.৮০/- টাকা; বায়না মূল্য : ৮০,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৮-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
ডেপুটি সিএসটিই/সিওএন, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সামগ্রীর লোডিং/আনলোডিং এবং ট্রাক/ট্রেইলার ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৮৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/রঙ্গিয়া, এডিইএন/বরপেটা রোড, এডিইএন/নিউ বঙ্গাইগাঁও এবং এডিইএন/গোয়ালপাড়া টাউনের অধীনে সামগ্রীর লোডিং/আনলোডিং এবং ট্রাক/ট্রেইলার ভাড়া করা (দুই বৎসরের জন্যে)। টেন্ডার রাশিঃ ১,৪৮,১২,৭৬০.৫৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২৪,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকা: দরপত্রের যে কোনও শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্য জমা করার পূর্বে মূল দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট / সংবাদপত্র / সংশোধনী পরীক্ষা করুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

যোগানের কাজ

নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার নং. এনবি২৫৫১৫৪এ। কাজের নামঃ সিরিজ৬৬৫০ এর যোগান- ২ টি আইটেম থাকা প্রত্যেক সেট এবং সেটে কির্লোস্কার/গ্রীভস ইঞ্জিন (এইচএসএন কোড ৯০২৬১০১০), মেক: ফ্লুইডাইন, মডেল: ৬৬৫০-ডিএন১৫-এএল-এসটিডি-ডিসি-এমওডি-আইএনসি এর জন্যে ফুয়েল কনজাম্পশন মনিটর (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশিঃ ১,৬৭,০৯০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার নং. এনবি২৪৬০৯৪এ। কাজের নামঃ ইন্টার সেল, এণ্ড সেল কানেক্টর এবং ফাস্টেনার সহিত আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/টিএল/০০০১/৯৮, আরইভি.০ সম্পূর্ণ অনুসারে প্রত্যেক ৮ভি ক্ষমতা থাকা ৩ টি ২৪ ভি, ২৯০ এএইচ এর ডিজেল ইঞ্জিন লীড এসিড স্টার্টার ব্যাটারি। (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশিঃ ৬৪,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
উপ. সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
শিলিগুড়ি মহানন্দাপাড়া শাখা : বীরেন ম্যানসন, বিধান রোড কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের নিকট, শিলিগুড়ি
টেলি: ৯৫০৮৮৬১২০০, ই-মেল : S694@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট-IV-A* (রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
[illegible]
তারিখ : ১৯.০৩.২০২৫, স্থান : শিলিগুড়ি অনুমোদিত আধিকারিক
কিউআর কোড: ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি
যোগাযোগের ব্যক্তি : কুমার কৌশিক কাশ্যপ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯৫০৮৮৬১২০০

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 1266/KCK-IIIP SI No-01 to 14, Dated-20.03.2025, invited by the B.D.O Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. Last date of application on 27.03.2025 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Development Block
Baishnabnagar, Malda

e-Tender Notice

DDP/N-45/2024-25
e-Tenders for 7 (Seven) no. of works under SBM (G) invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-45/2024-25 is 28.03.2025 at 12.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

কর্মখালি

Siliguri-তে Courier Service-এ Delivery man চাই। 10th pass. Cont - 9832061242. (C/113444)

কোচবিহারে একটি প্রতিষ্ঠিত নার্সিংহোমে কম্পিউটার অনলাইনে কাজ জানা ম্যানেজার/ক্যাশিয়ার চাই। বায়োডাটা পাঠান। pfvp.cob@gmail.com। M : 9434028924. (11 A.M.- 8 P.M.) (C/114659)

VACANCY FOR TEACHERS

Applications are invited for the Post of TGT (Eng), PRT & Yoga Teacher purely as contractual basis. Honorarium Negotiable, apply within 7 days to the Principal, Caesar School, P.O.- Mal, Dist- Jalpaiguri, 735221. Apply through Email- caesar1_school@rediffmail.com (C/115669)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড নং WB/02/009/396778 এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-63 2001 0939757 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 04-03-25, Tufanganj, Cooch Behar, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Uttam Kumar Debnath, S/o. Khagendra Ch. Debnath এবং Uttam Kumar Debnath, S/O. Khagendra Chandra Debnath এবং Uttam Debnath, S/o. K. Debnath এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ভানুকুমারী-III, ভানুকুমারী, বক্সিরহাট, কোচবিহার। (C/114658)

আমি এম. ডি. আব্দুল লতিফ আহমেদ পিতা- মজিরুদ্দিন আহমেদ। গ্রাম - দক্ষিণ নুনখাওয়াডাঙ্গা, পোঃ লক্ষ্মীকান্তপাড়া থানা- বানারহাট, জেলা- জলপাইগুড়ি, Executive Magistrate (Sadar) জলপাইগুড়ি W.B, এর Affidavit দ্বারা আব্দুল লতিফ আহমেদ নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 2615 Dt. 07/02/2025. এম. ডি. আব্দুল লতিফ আহমেদ এবং আব্দুল লতিফ আহমেদ একই ব্যক্তি। (A/B)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
BAIDA
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.
from 30th March 2025
SIKANDAR

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৯৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আস্থার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তি। **বৃষ :** অজান্তে প্রতারকের পাল্লায় পড়ে প্রচুর টাকা ক্ষতি হতে পারে। বিদ্যার্থীদের শুভ। **মিথুন :** ভোগবিলাসে অহেতুক অর্থব্যয় করে আর্থিক সমস্যা। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **কর্কট :** অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। নতুন সম্পদ কিনে লাভবান। **সিংহ :** সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হতে পারে। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। **কন্যা :** নতুন কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ। তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ক্ষতি। **তুলা :** সারাদিন অহেতুক শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা। বিদেশে পাঠরত সন্তানের কাছ থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি। কোনও মহৎ ব্যক্তির কাছ থেকে সঠিক উপদেশ পেয়ে উপকৃত। **ধনু :** মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। বাবার সহায়তায় ব্যবসার অগ্রগতি। **মকর :** ব্যবসায় মন্দাভাব চলবে। অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকুন। প্রেমে শুভ। **কুম্ভ :** হঠাৎ নতুন কোনও সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা পড়তে পারেন। কাজে বিভ্রান্তি। **মীন :** ভাইয়ের সঙ্গে অহেতুক মনোমালিন্য। মায়ের হস্তক্ষেপে সাংসারিক সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ৩০ ফাল্গুন, ২১ মার্চ, ২০২৫, ৭ চ'ত, সংবৎ ৭ চৈত্র বদি, ২০ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৬, অঃ ৫।৪৪। শুক্রবার, সপ্তমী রাত্রি ১২।১। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৯।৫৯। অসৃকযোগ দিবা ৩।৩০। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।২৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১২।১ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৯।৫৯ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১২।১ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ১২।১ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৮।৪৫ গতে ১১।৪৫ মধ্যে। শুভকর্ম-বিক্রয়বাণিজ্য হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ৭।৫৫ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৩ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ৩।৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৯ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।৪৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গাড়ি শিলিগুড়িতে, নম্বর প্লেট বিভ্রাটে কেস হাওড়ায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : গাড়ি রয়েছে শহরের দশরথপল্লিতে থাকা আসল মালিকের বাড়ির সামনে। অথচ সেই গাড়ির নম্বর কখনও নো পার্কিং জোনে গাড়ি রাখার কারণে কেস দেওয়া হচ্ছে ব্যারাকপুরে! আবার কখনও পলিউশন ফেলের কারণে কেস দেওয়া হচ্ছে হাওড়াতেও। একের পর এক কেসের মেসেজ আসায় রীতিমতো হতভম্ব গাড়ির আসল মালিক। পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে কেসের টাকা না দেওয়ায় বর্তমানে ব্ল্যাকলিস্টও হয়ে পড়েছে সেই গাড়ি। আর এই অবস্থায় কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শহরের দশরথপল্লির বাসিন্দা গৌতম সূত্রধর।

তাঁর কথায়, 'আমার গাড়ি বাড়ির সামনে রয়েছে। কোনওদিন রায়গঞ্জের বেশি যায়নি। তাহলে আমি কেসের টাকা দিতে যাব কেন?' চালানের ছবি দেখে আরও অবাক ওই তরুণ। তিনি বলছেন, 'চালানে গাড়ির যে ছবি দেখা যাচ্ছে, সেটা অন্য অথচ নম্বর প্লেটে আমার গাড়ির নম্বর দেওয়া। কেউ আমার নম্বর প্লেটের ডুপ্লিকেট নম্বর প্লেট লাগিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে।'

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দোরে দোরে ঘুরলেও কোনও লাভ হয়নি। গৌতম বলছেন, 'ব্ল্যাকলিস্ট হওয়ায় আমি ফিটনেস দিতে পারছি না। সিকিমের পারমিট পর্যন্ত ফেল হয়ে গিয়েছে। আরটিও অফিস থেকে শুরু করে, কমিশনারেট, সব জায়গায় ঘুরেছি, শেষমেশ বুধবার রাতে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

যত দোষ ~~নন্দ~~ গৌতম...

- গাড়ি পার্কিং রয়েছে শিলিগুড়িতে, কেস দেওয়া হচ্ছে ব্যারাকপুরে
- পলিউশন ফেলের কারণে কেস দেওয়া হয় হাওড়ায়
- চালানে গাড়ির যে ছবি দেখা যাচ্ছে, সেটা অন্য অথচ নম্বর প্লেট এক
- কেসের টাকা না দেওয়ায় বর্তমানে ব্ল্যাকলিস্ট হয়ে পড়েছে সেই গাড়ি

প্রশ্ন উঠছে, এর পেছনে তাহলে কি রয়েছে ভুয়ো নম্বর প্লেট চক্র? শহরে গত কয়েকমাসে এধরনের একাধিক ঘটনা এসেছে, যেখানে ভুয়ো নম্বর প্লেটের হদিস মিলেছে। পানিট্যাঙ্কি মোড়ে এমনই এক ভুয়ো নম্বর প্লেটের হদিস পেয়েছিল পুলিশ। এমনকি ভুয়ো নম্বর প্লেটের একটি বড় চক্রকেও পাকড়াও করেছিল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। সেখানে দক্ষিণবঙ্গের লিংকও পাওয়া গিয়েছিল। তবে গৌতমের গাড়ির নম্বর প্লেট কীভাবে, কোথা থেকে ডুপ্লিকেট হল সেটা বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। গৌতম বলছিলেন, '২০১৫ সালে আমার মালিক প্রথম গাড়ি কিনেছিল। ২০১৯ সালে সেই গাড়ি আমি কিনে কমার্সিয়ালি নিজে চালাতে শুরু করি।' যাবতীয় ঘটনার সূত্রপাতই হয় গতবছরের জুলাই থেকে। গৌতম বলেন, 'প্রথমে ব্যারাকপুর থেকে নো পার্কিংয়ের কারণে কেস হয়েছিল। অতটা বুঝতে না পারায়, সেই কেসের ফাইন আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে দেখছিলাম একের পর এক বিভিন্ন এলাকা থেকে আমার গাড়ির নম্বরের ডুপ্লিকেট নম্বরের গাড়ির কেস দেওয়া হচ্ছে।'

এখনও পর্যন্ত ব্যারাকপুরে নো পার্কিংয়ে গাড়ি ঢোকানোর কারণে কেস, বিরাটিতে দু'বার ও হাওড়ায় একবার পলিউশন কেস দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'যেখানে গাড়ির কেস দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকেই সূত্র ধরে ওই ডুপ্লিকেট নম্বর প্লেট লাগানো গাড়িটিকে ধরতে হবে।'

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু... *বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জে। ছবি : বাসুদেব সরকার*

বৈঠকে নেই উপপ্রধান, ছবি তোলায় হুমকি

খড়িবাড়ি, ২০ মার্চ : উন্নয়ন নিয়ে ডাকা বৈঠকের ছবি তুলতে দেখেই সাংবাদিকের দিকে তেড়ে এলেন পঞ্চায়েত সদস্য। ফোটো ডিলিট করা না হলে মারধরেরও হুমকি দিলেন। আর দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যের সুরেই সুর মেলাতে দেখা গেল তৃণমূলের প্রধানকে। তবে বুড়াগঞ্জ পঞ্চায়েতে প্রধানের এমন কাজকর্মের সঙ্গে মোটেই সহমত নন শাসকদলেরই উপপ্রধান। আদপে প্রধান-উপপ্রধান বিরোধে পঞ্চায়েতের উন্নয়ন শিকেয়। আর এর পিছনে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দেখছেন অনেকে।

বৃহস্পতিবার বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের মিটিং হলে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, পিএইচই সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে সাধারণ সভা ডেকেছিলেন পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি। বৈঠক শুরু হয় দুপুরে। মিটিং হলে ঢুকতেই দেখা গেল প্রধান অনীতা রায় সেক্রেটারিকে নিয়ে বসে আছেন। সামনে বসে আছেন অন্য পঞ্চায়েত সদস্যরা। তবে বৈঠকে তৃণমূলের প্রধান থাকলেও দেখা পাওয়া যায়নি উপপ্রধান সহ অন্য সঞ্চালকদের।

বৈঠকের ছবি তুলতেই প্রদীপ মিশ্র নামে এক সদস্য তেড়ে আসেন এবং হুমকি দিতে থাকেন। তাঁর সুরে সুর মেলান প্রধান অনীতা রায়। চিৎকার শুনে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য কর্মীরা মিটিং হলে ছুটে আসেন। তাঁরাও ঘটনা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন। বিষয়টি নিয়ে প্রধান অনীতা রায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি বলেন, এখন আসবেন না। পরে আসুন। তবে পরে আর কথা বলতে চাননি তিনি।

বুড়াগঞ্জে গোষ্ঠীকোন্দল

বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের মিটিং হলে সাধারণ সভা ডেকেছিলেন সেক্রেটারি

প্রধান, সেক্রেটারি এবং কিছু পঞ্চায়েত সদস্য থাকলেও, ছিলেন না উপপ্রধান

দুর্নীতি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই সরব উপপ্রধান সহ অন্য সঞ্চালকরা

অভিযোগ, অর্থ হোক বা জেনারেল বডি মিটিং- সব কিছুতেই একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন প্রধান

এই পঞ্চায়েতে প্রধানের দুর্নীতি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই সরব উপপ্রধান সহ অন্য সঞ্চালকরা। ৬ মাস ধরে অফিসে যাচ্ছেন না সঞ্চালকরা। প্রধানকে সরাতে সরব হয়েছেন তৃণমূলের অন্য পঞ্চায়েত সদস্যরা। ইতিমধ্যে খড়িবাড়িতে তৃণমূল ব্লক সভাপতিকে চিঠিও দিয়েছে পঞ্চায়েত সদস্যদের একটি দল। তাঁদের অভিযোগ, অর্থের মিটিং হোক বা জেনারেল বডি মিটিং, সবকিছুতেই প্রধান একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন। সঞ্চালক ছাড়াই চলছে গোটা পঞ্চায়েত।

অবশ্য বিবাদের সূত্রপাত ছয় মাস আগে উপপ্রধানের এলাকার একটি রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে। তারপর থেকেই প্রধানকে সরাতে একজোট হয়েছেন অন্য সদস্যরা। বিষয়টি নিয়ে উপপ্রধান পঙ্কজ বর্মন বলেন, প্রধান একনায়কতন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন। সঞ্চালক সহ অন্য পঞ্চায়েত সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। যার ফলে আমরা অফিস যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছি। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনীতা রায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ অবশ্য বলেন, সঞ্চালক ছাড়াও মিটিং করা যায়। প্রধানের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ রয়েছে, সেগুলি রাজনৈতিক বিষয়। তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লকের সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, প্রধানের সঙ্গে সঞ্চালকদের বিবাদের বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। খুব শীঘ্রই আমরা ফের মিটিংয়ে বসব এবং সমস্যার সমাধান করব।

ধর্ষণের চেষ্টায় গ্রেপ্তার এক

খড়িবাড়ি, ২০ মার্চ : ঘরে একা পেয়ে এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাটি বুধবার বিকেলের। খড়িবাড়ি এলাকার একটি গ্রামের ওই নির্যাতিতা জানান, ঘর ফাঁকা পেয়ে পঞ্চাশোর্ধ্ব ওই অভিযুক্ত তাঁকে ধর্ষণ করতে গেলে তিনি চিৎকার শুরু করেন। তাতে সেই অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। রাতেই ওই মহিলা খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

তারপর পুলিশ রাতেই হরি সাহানি নামের অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। নির্যাতিতাকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, প্রাথমিক তদন্তের পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

খবরের জেরে বসল ফিল্টার

চোপড়া, ২০ মার্চ : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে চোপড়া হাইস্কুলে পানীয় জলপ্রকল্পে বসানো হল ফিল্টার। খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, জেলা পরিষদের তহবিল থেকে স্কুলের পানীয় জলের প্রকল্পের জন্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। কাজ শেষ হয় গত ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু ফিল্টার না বসানোয় সমস্যা থেকে যায়। এই স্কুলের পাশাপাশি এলাকার চার জায়গায় একই প্রকল্পে ফিল্টার বসানো হয়েছে।

মুখস্বাস্থ্য দিবস

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজে বিশ্ব মুখস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় দত্ত সহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান সহ অন্য চিকিৎসক ও পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কলেজের পাবলিক হেলথ ডেন্টিস্ট বিভাগের প্রধান ডাঃ সৌমিক কাবাসি বলেন, 'একটি সুস্থ মুখ, একটি সুস্থ মন।' সাধারণ মানুষের মধ্যে দাঁত এবং মুখের যত্ন নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর ওপরে এদিন বক্তারা জোর দিয়েছেন।

সেবক রোডে পাহারায় বনবস্তিবাসী। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

জঙ্গল পাহারায় বনবস্তিবাসী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : 'ঘর'কে আগলে রাখার গুরুদায়িত্ব পেলেন বনবস্তিবাসী। জঙ্গলে আগুন লাগানো ঠেকাতে তাঁদের সহযোগিতা নিচ্ছে বন দপ্তর। হাজিরার ভিত্তিতে এই নিয়োগ। বৈকণ্ঠপুর ডিভিশনে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছেন বনবস্তিবাসীরা। ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে চারদিকে কড়া নজর রাখছেন তাঁরা। সারুগাড়ার রেঞ্জ অফিসার স্বপনকুমার রাউত বললেন, 'আমরা সব ছুটি বাতিল করে ২৪ ঘণ্টা কাজ করছি। বাড়তি লোক রাখা হয়েছে।'

বনাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড নিয়ে কার্সিয়াং বন বিভাগের কর্তারাও বেশ উদ্বিগ্ন। হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে বিভাগের তরফে। কোথাও আগুন লাগলে বা কাউকে আগুন লাগানোর চেষ্টা করতে দেখলে ওই নম্বরে ফোন করে জানানো যেতে পারে। কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডের ব্যাখ্যায়, 'আমরা হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছি। বাড়তি কর্মীদের ব্যবহার করা হয়েছে। ছুটি বাতিল করে ২৪ ঘণ্টা কাজে লাগানো হচ্ছে সবাইকে।'

বন দপ্তর তৎপর হলেও হুঁশ নেই পুরনিগমের। বনকর্তারা জঙ্গলে আগুন ধরানোর প্রবণতা রুখতে নিজেদের মতো করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিযোগ, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পোড়া বর্জ্য থেকে যে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, সেদিকে নজর দিচ্ছে না পুর প্রশাসন। জঙ্গাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে'র অবশ্য দাবি, 'আমাদের জলের গাড়ি গিয়ে আগুন নেভায়। প্রয়োজনে আমরা দমকলকে খবর দিই।'

বৃহস্পতিবার রাতেও ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছে। শিখা চোখে পড়েছে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে। আশপাশের এলাকা ঢেকে যায় ধোঁয়ার চাদরে। স্থানীয় সুপ্রিয়া দেবনাথের কথায়, 'ধোঁয়ার কারণে চারপাশের কিছুই দেখা যায় না। চোখ জ্বালা করে, শ্বাসকষ্ট হয়। আমাদের সমস্যা মেটানোর কেউ নেই।'

ক্যানাল সংলগ্ন এলাকায় প্রায়ই হাতির পাল দেখা যায়। আগুন আর সেই থেকে বের হওয়া ধোঁয়ায় বন্যপ্রাণীর অসুবিধে হতে পারে। সমস্যা হয় সংশ্লিষ্ট জায়গা দিয়ে উড়ে বেড়ানো পাখিরও।

আইআইটি জ্যাম-এ সাফল্য ঐশ্বর্যর

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : আইআইটি জয়েন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট ফর মাস্টার্স (জ্যাম)-এ সর্বভারতীয় স্তরে ভূবিদ্যায় (জিওলজি) ১৪ র‌্যাংক করেছেন শিলিগুড়ির ঐশ্বর্য বসু। কলকাতার আশুতোষ কলেজের ছাত্রী ঐশ্বর্য। বাবা প্রদীপকুমার বসু শিলিগুড়িতে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মঙ্গলবার আইআইটি জ্যামের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরেই খুশির হাওয়া বসু পরিবারে। ঐশ্বর্যর বাবা বললেন, 'কলকাতায় ভাড়া থেকে পড়াশোনা করছে মেয়ে। অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমরা জানতাম ও ভালো কিছু করবে। প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েই সর্বভারতীয় স্তরে ১৪ র‌্যাংক করেছে। আমরা সবাই ওকে নিয়ে গর্বিত।'

আইআইটি বম্বেতে ভূবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পর্বের পড়াশোনা করার ইচ্ছে রয়েছে ঐশ্বর্যর। ফোনে বললেন, 'কলেজের শিক্ষকরা আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। এছাড়াও অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে প্রস্তুতি নিয়েছি। র‌্যাংক দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি।'

ট্রলি চাপা পড়ে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

গোয়ালপোখর, ২০ মার্চ : পঞ্জাবের লুধিয়ানায় কাজ করতে গিয়েছিলেন গোয়ালপোখরের বাসিন্দা মহম্মদ আজমাইল। কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। গত সোমবার জমি থেকে আখ কেটে ট্র্যাক্টরে বোঝাই করছিলেন তিনি। সেইসময় আচমকা ট্রলি উলটে পড়ে। তাতে চাপা পড়েন আজমাইল। স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার সকালে আজমাইলের নিথর দেহ এসে পৌঁছায় সাভুজ্ঞির বাড়িতে। কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার।

মৃতের স্ত্রী রেণুকা বিবি বলেন, 'আমার দুই ছেলে। একজনের বয়স দুই বছর। আর একজন নয় মাসের। জমিজায়গা কিছুই নেই। স্বামীর উপার্জনের ওপর নির্ভর করে এতদিন সংসার চলছিল।' এখন সন্তানদের কীভাবে মানুষ করবেন, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না তিনি। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল এদিন পরিবারটিকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

পর্যালোচনা অনুষ্ঠান

বাগডোগরা, ২০ মার্চ : বৃহস্পতিবার বাগডোগরার সেবায়ন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের ১০টি পিস ক্লাবের সদস্য, স্বনির্ভর দলের সদস্যদের নিয়ে বার্ষিক পর্যালোচনা অনুষ্ঠান হয়েছে। সমাজে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে পাঁচ বছর ধরে কাজ করে চলেছে এই সংগঠনটি। পাশাপাশি নারীসুরক্ষা নিয়েও কাজ করছে তারা। নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি ব্লকে তাদের সহযোগিতা করছে মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি। পিসক্লাবগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। পিসক্লাবের সদস্যরা গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানও করছেন।

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

নকশালবাড়ি, ২০ মার্চ : বর্ধমানে পাচারের পথে নকশালবাড়ি স্টেশনে উদ্ধার হল গাঁজা। জিআরপি ওই গাঁজা উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার ওই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে এক তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি করে জিআরপি। তাতে প্রায় ৫ কেজি গাঁজার হদিস মেলে। ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত তরুণের নাম ঋত্বিক রায়। প্রাথমিক তদন্তে জিআরপি জানতে পারে, মাদকদ্রব্য কোচবিহার থেকে সড়কপথে আনা হয়েছিল।

সাধনায় মগ্ন। শান্তিনিকেতনে ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ির অর্ঘ্য চক্রবর্তী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শিলিগুড়ির আদালতে জামিন

নিজেদের ভুলে ফিরে যাচ্ছে গুজরাট পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : পথের ধুলো উড়িয়ে, লিটারের পর লিটার তেল পুড়িয়েও 'শিলিগুড়ি অভিযান' কাজে এল না। আইনি ভুলে খালি হাতেই গুজরাটে ফিরতে হচ্ছে ভূপেন্দ্র প্যাটেলের পুলিশকে। অন্যদিকে, আদালতের নির্দেশে জামিন পেয়ে গুজরাট পুলিশের চোখের সামনে ড্যাং ড্যাং করে আদালত চত্বর থেকে বেরিয়ে গেলেন অভিযুক্ত।

আর্থিক প্রতারণার মামলায় এক অভিযুক্তকে ধরতে শিলিগুড়িতে এসেছিল গুজরাট পুলিশের একটি দল। তিনদিনের চেষ্টার পর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের সহযোগিতায় অভিযুক্ত সজনকুমার বারেলিকে সোমবার প্রধাননগর থানার সহযোগিতায় বান্দ্রিজোত থেকে ধরতে সমর্থ হয় গুজরাট পুলিশ। কিন্তু অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি থেকে গুজরাটে নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রানজিট রিমান্ড চাইতেই ঘটে বিপত্তি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো অ্যাডিশনাল চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে 'গ্রাউন্ড অফ অ্যারেস্ট'-এর নোটিশের কপিই দিতে পারেনি গুজরাট পুলিশ। বিচারকের এই সংক্রান্ত প্রশ্নে গুজরাট পুলিশ জানায়, এরকম কিছু দিতে হয় না তাঁদের ওখানে। কিন্তু নির্দিষ্ট আইন তো অমান্য করা যায় না। তাই জামিন পেয়ে যায় অভিযুক্ত।

জানা গিয়েছে, ১৬ জানুয়ারি গুজরাটের গান্ধিধাম থানায় ৩৪ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন শুল্ক দপ্তরের এক আধিকারিক। অভিযোগের তদন্তে নেমে গুজরাট পুলিশ বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে গান্ধিধাম থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে অন্য একটি অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে গত রবিবার সজনকে ধরতে শিলিগুড়ি আসে তদন্তকারীদের একটি দল। পুলিশ কমিশনারেটের অফিসে যোগাযোগ করার পর তদন্তকারী দল প্রথমে ভক্তিনগর থানা, পরবর্তীতে প্রধাননগর থানায় গিয়ে অভিযুক্তের এলাকায় খোঁজ করে সফল হয়। কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশমতো গ্রাউন্ড অফ অ্যারেস্টের কপি সজনকে ওই সময় দেয়নি গুজরাট পুলিশ।

আসামি অধরা

তিনদিনের চেষ্টায় অভিযুক্ত সজনকে ধরে গুজরাট পুলিশ

সজনকে দেওয়া হয়নি গ্রাউন্ড অফ অ্যারেস্টের কোনও কপি

ট্রানজিট রিমান্ডের পরিবর্তে জামিনের নির্দেশ বিচারকের

লিটারের পর লিটার তেল পুড়িয়েও 'শিলিগুড়ি অভিযান' কাজে এল না

আইনি ভুলে খালি হাতেই গুজরাটে ফিরতে হচ্ছে পুলিশকে

সরকারি আইনজীবী সুদীপ বাসুনিয়া বলেন, 'এজলাসে ফরওয়ার্ডের জন্য গ্রাউন্ড অফ অ্যারেস্টের ফর্ম রয়েছে। কিন্তু আসামির মামলা ওঠার পর বিচারক দেখেন, গ্রাউন্ড অফ অ্যারেস্ট নেই। চেকলিস্টও ঠিকঠাক নেই। যা নিয়ে বিচারক প্রশ্ন করেন। তাঁদের ওখানে এরকম কোনও কিছু হয় না বলে জানায় গুজরাট পুলিশ। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ তো গোটা দেশেই বলবৎ। তাই বিচারক অভিযুক্তর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন।' শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অলোক ধাড়া বলেন, 'নতুন তিনটে আইনে গ্রেপ্তারির প্রক্রিয়া পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সজাগ না থাকলে জামিনের ঘটনা ঘটবেই।'

লুকিয়ে স্নানের ভিডিও, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস

ফের প্রতারিত নারীরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : শহরে ফের নারীদের সঙ্গে প্রতারণা। দুটি ঘটনায় শিলিগুড়িতে ছিছিক্কার।

প্রথম ঘটনায় তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবার করে তরুণ। পরে তরুণী জানতে পারেন, তার 'প্রেমিক' বিবাহিত।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও মারাত্মক। লুকিয়ে এক তরুণীর স্নানের ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেয় এক তরুণ। ডিলিট করতে বললেও সে তা করেনি।

দুই ঘটনায় ফের প্রমাণিত হল, শহরে এখনও ঘৃণ্য মানসিকতার বীজ অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। অভিযুক্ত দুই তরুণকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

প্রথম ঘটনাটি প্রধাননগর থানা এলাকার। বিশ্বাসের এমন প্রতিদান মিলবে, তা কল্পনাও করেননি তরুণী। দুজনের বাড়ি সিকিমে। কর্মসূত্রে তাঁরা প্রধাননগর থানা এলাকায় ভাড়া থাকতেন। কাজের সূত্রেই তাঁদের আলাপ। তারপর সেই আলাপ থেকে ধীরে ধীরে প্রেম।

তরুণী পুলিশকে জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের শেষের দিকে তাঁরা সম্পর্কে আসেন। অভিযুক্ত পূর্ণকুমার সুব্বা তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার সহবাস করেন। এতদিন সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। এমনকি 'প্রেম' এতটাই গভীর ছিল, পূর্ণ তাঁকে ফ্ল্যাট উপহার দিয়ে বসে। কিন্তু চলতি বছরেই ঘটে বিপত্তি। তরুণী জানতে পারেন, তাঁর 'প্রেমিক' বিবাহিত। তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তারপরেই শুরু হয় দুজনের মধ্যে টানাপোড়েন।

তরুণীর অভিযোগ, বিষয়টা যাতে জানাজানি না হয়, সেই জন্য পূর্ণ তাঁকে বিভিন্ন সময় শাসাতে শুরু করে। শেষমেশ চলতি মাসের ১৮ তারিখ তরুণী প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়ের হতেই পূর্ণ পালিয়ে যায়। অবশেষে বুধবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

একদিকে যখন বিশ্বাসভঙ্গের শিকার তরুণী, অন্যদিকে ব্ল্যাকমেলিংয়ের জাঁতাকলে পিষছিলেন আর এক তরুণী। বুধবার তিনি অভিযোগ দায়ের করেন আশিঘর ফাঁড়িতে। তরুণী পুলিশকে জানান, কয়েকদিন আগে স্নান করার সময় হঠাৎ তাঁর নজরে আসে, শৌচালয়ের ভেন্টিলেশনে একটি মোবাইল। এরপর সেটা নিতে গেলে এলাকারই এক তরুণ তা নিয়ে পালিয়ে যায়।

এরপর তরুণী খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ওই তরুণ তাঁর স্নানের ভিডিও করেছে। বিষয়টা এলাকায় জানাজানি হয়ে যায় বলে দাবি তরুণীর। এরপর ওই তরুণের কাছে গিয়ে ভিডিওটি ডিলিট করে দেওয়ার অনুরোধ করেন তিনি। অনুরোধে মোম গলে না। উলটে হুমকি ধেয়ে আসে। শুরু হয় ব্ল্যাকমেল। ভাইরাল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি।

কিছুদিন চুপ থাকার পর শেষমেশ বুধবার তরুণীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। সাহস করে আশিঘর ফাঁড়িতে চলে যান। অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তে নামে পুলিশ। ওই রাতে মধ্য শান্তিনগরের বাসিন্দা ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দাবি, ভিডিও করার বিষয়টি স্বীকার করেছে তরুণ।

বৃহস্পতিবার তাকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। অন্যদিকে, পূর্ণকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাকেও জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। দুই ঘটনা জানাজানি হতেই শহরে ছিছি পড়ে গিয়েছে।

অশোক ভট্টাচার্য।

পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধি নন অশোক

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : বয়সের 'অজুহাতে' প্রথমে জেলা কমিটি, পরে রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়েন তিনি। এবার সিপিএমের পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধি করা হল না বর্ষীয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্যকে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে দলের অন্দরে।

এপ্রিলের ২ তারিখ থেকে মাদুরাইতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস। সেখানে কারা প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন, তা ঠিক করে রাজ্য কমিটি। এবার দার্জিলিং জেলা থেকে পাঁচজনকে প্রতিনিধি করা হয়েছে। জীবেশ সরকার, সমন পাঠক, গৌতম ঘোষ, মুন্সী নুরুল ইসলাম ও দিলীপ সিং যোগ দেবেন পার্টি কংগ্রেসে। কিন্তু তালিকায় নাম নেই শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়রের।

এবার রাজ্য কমিটিতে প্রাক্তন মেয়রের থেকে বেশি বয়সের বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র কিংবা অশোকের সমবয়সি রবিন দেবকে আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়। তাহলে অশোক বাদ কেন? এই প্রশ্ন ওঠে। কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন বাম আমলের মন্ত্রী। সেই 'শোক' কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই এবার পার্টি কংগ্রেস থেকে বাদ পড়লেন অশোক।

পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হতে গেলে রাজ্য কমিটির সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। তাই অশোকের মতো একজন পোড়খাওয়া রাজনীতিককে পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধি করা যেতেই পারত। এমনটাই মনে করছেন অশোক-ঘনিষ্ঠরা। এদিকে, বিষয়টি জানেন না বলে মন্তব্য করেছেন অশোক। তাঁর কথা, 'আমাকে কেউ এই ব্যাপারে কিছু বলেওনি। আর আমিও উপযাচক হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিনি। আসলে আমি তো এখন কোনও কমিটিতে নেই, সেই কারণে হয়তো বাদ দেওয়া হয়েছে।'

দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন বলেন, 'পার্টি কংগ্রেসে কারা প্রতিনিধি হবেন, তা ঠিক করে রাজ্য কমিটি।' এর বেশি তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তাহলে আলিমুদ্দিন কি অশোককে ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন করে দিচ্ছে? ঘটনাক্রম অন্তত সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

বস্ত্রদান

ইসলামপুর, ২০ মার্চ : ইদ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর থানার পাটাগড়া পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে বস্ত্রদান করা হয়। বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) ধ্রুব প্রধান সহ বিভিন্ন স্তরের পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাকির হুসেনও অনুষ্ঠানে শামিল হন।

পাম্পে চুরি

চোপড়া, ২০ মার্চ : চোপড়া থানার ভৈষপিটায় পেট্রোল পাম্প থেকে লক্ষাধিক টাকা চুরি হল। বুধবার রাতে পাম্প বন্ধ করে পাশে থাকা ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন এক কর্মী। বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন টাকা উধাও। খবর পেয়ে পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ। সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় অভিযোগ জমা পড়েনি।

বিজেপির পথ অবরোধে যানজট

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : বারুইপুর কাণ্ডের আঁচ পড়ল শিলিগুড়িতেও। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার অভিযোগ তুলে পৃথকভাবে হাসমি চক এবং আশিঘর মোড়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে পথ অবরোধ করল বিজেপি। বারুইপুরের ঘটনার প্রতিবাদে এদিন হাসমি চক থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা। মিছিলটি পুনরায় হাসমি চকে ফিরে আসার পর অরুণ মণ্ডল, নান্টু পাল, রাজু সাহার নেতৃত্বে

বারুইপুর কাণ্ডের আঁচ শিলিগুড়িতে

বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। হঠাৎই তাঁরা পথ অবরোধ করেন। বন্ধ হয়ে যায় চারদিকের রাস্তায় যান চলাচল। সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। দলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ বলেন, 'রাজ্যে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। রাজ্যে বিরোধীরা কোনও কর্মসূচি করতে পারে না। শুভেন্দু অধিকারীর উপর আক্রমণকারীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' অন্যদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিজেপির তরফে আশিঘর মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। আহ্বায়ক চন্দন রায়, ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মালতী মালাকারের নেতৃত্বে মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আশিঘর মোড়ে ফিরে আসে। তারপর শুরু হয় পথ অবরোধ। কিছুক্ষণ পর পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়।

চা পর্যটনের প্রতিবাদে উত্তরকন্যা অভিযান

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : চা বাগানের অব্যবহৃত ৩০ শতাংশ জমি পর্যটনের জন্য ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবার ক্ষোভ উগরে দিলেন পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের চা শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার কয়েক হাজার শ্রমিককে নিয়ে উত্তরকন্যা অভিযান করে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম ফর আদিবাসী রাইটস। এই অভিযানে সহযোগিতা করে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি।

চা বাগানের জমিতে পর্যটনের বিরোধিতার পাশাপাশি ৫ ডেসিমাল জমির মালিকানা নিয়ে রাজ্যের নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবি করা হয় সংগঠনের তরফে। এদিন শ্রমিকদের উত্তরকন্যা অভিযানে কোনও অশান্তি হয়নি। তিনবাত্তি মোড়ে বিরাট পুলিশবাহিনী আগেই মোতায়েন করা ছিল। এই মোড় থেকে মিছিলটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। পরে বিক্ষোভকারীদের একটি প্রতিনিধিদল উত্তরকন্যায় গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়।

বাগানের অব্যবহৃত ৩০ শতাংশ জমিতে চা পর্যটন প্রকল্প গড়ে তুলতে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ব্যবসায়ীদের ল্যান্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের যুক্তি, পর্যটনের মাধ্যমে শ্রমিকদের আয়ের পথ সুগম হবে। কিন্তু রাজ্যের সেই যুক্তি মানতে চাইছে না শ্রমিক সংগঠনগুলি। জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির আহ্বায়ক আশিস কুজুরের

বাগানের জমি পর্যটনে ব্যবহারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মিছিল। -সূত্রধর

কথায়, 'রাজ্য সরকার নির্দেশিকায় জানিয়েছে, বাগানের অব্যবহৃত জমিতে পর্যটন প্রকল্প হবে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সমস্ত বাগানে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, কোথাও এমন অব্যবহৃত জমি নেই। খালি জায়গা যদি থেকেও থাকে, তা আমাদের বাড়িঘর আর চাষের জমি। সেই কারণে এই নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি আমরা।'

ডুয়ার্সের শ্রমিক নেতা বিকাশ ওরাওঁ চাঁদমণি চা বাগানকে উদাহরণ হিসেবে মনে করিয়ে বলেন, 'পর্যটনের নামে পুঁজিবাদীদের জমি দিলে তাতে শ্রমিকদের কোনও লাভ হবে না। যার জলজ্যান্ত উদাহরণ চাঁদমণি চা বাগান। সেখানে উপনগরী গড়ে তোলার আগে বলা হয়েছিল ৮০ শতাংশ বাগানের শ্রমিক কাজ পাবেন। কিন্তু শেষে দেখা গেল তা হয়নি।'

৩০ শতাংশ জমির পাশাপাশি উঠে আসে ২০২৩ সালে রাজ্য সরকারের দেওয়া নির্দেশিকার প্রসঙ্গ। যেখানে চা শ্রমিকদের ৫ ডেসিমাল জমির পাট্টা দেওয়ার কথা উঠে এসেছিল। সেই প্রসঙ্গ টেনে শ্রমিকরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এদিন। তাঁদের দাবি, মাত্র ৫ ডেসিমাল জমির পাট্টা দেওয়া চলবে না।

অখিল ভারতীয় আদিবাসী মুক্তি মোর্চার আহ্বায়ক হেমন্ত খালকোর বক্তব্য, 'চা শ্রমিকরা যে ঘরে থাকেন, তার আশপাশেও কিছুটা জায়গা থাকে। সবমিলিয়ে সেই জমির পরিমাণ ৫ ডেসিমালের বেশি। শ্রমিকরা যতটা জায়গার মধ্যে থাকেন, কিংবা চাষাবাদ করেন, সেই সম্পূর্ণ জমির পাট্টা দিতে হবে। মাত্র ৫ ডেসিমাল জমির পাট্টার নির্দেশিকা বাতিল করতে হবে।' এদিন উত্তরকন্যা অভিযানে চা শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবিও তোলেন।

শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার প্রতিবাদে বিজেপির মিছিল। -সূত্রধর

ফাঁকা বাড়িতে চুরি চার লক্ষ

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : বাড়ি ফাঁকা থাকায়, সর্বস্ব লুট করে পালাল দুষ্কৃতীরা। ঘটনার জেরে ফুলবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা আলমারি ভেঙে প্রায় চার লক্ষ টাকার সোনার অলংকার ও নগদ ৪০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। ইতিমধ্যে এনজেপি থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ব্যক্তিগত কাজের জন্য বাড়ির মালিক বিশ্ব ঘোষ দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে, বিশ্বর স্ত্রী দীপালি ছেলেকে নিয়ে গত শনিবার লোয়ার ভানুনগরে তাঁর বাবার বাড়িতে চলে যান। সেখানে কয়েকদিন থেকে দীপালি বুধবার রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের দরজা ভাঙা। পাশাপাশি আলমারি, শোকেস, খাট ভাঙা পড়ে রয়েছে। মহিলার কথায়, 'তিনটি সোনার চেন, আংটি, বালা নিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়েছে। বাড়ির ওপর নিশ্চিতভাবে দুষ্কৃতীরা নজর রেখেছিল।' বুধবার রাতে এনজেপি থানায় বিষয়টি জানানো হয়। পুলিশও ঘটনাস্থলে আসে। বাড়ির মালিক বিশ্বর কথায়, 'এর আগেও আমরা বাড়ি ফাঁকা রেখে বাইরে গিয়েছিলাম। কিন্তু কখনও এমন ঘটনা হয়নি। নিশ্চিতভাবে গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।'

বিজেপি বিধায়কের গাড়িতে হামলা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ২০ মার্চ : দিনহাটায় পুরোনো মামলার সাক্ষ্য দিতে যাওয়া বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-কে চরম হেনস্তার অভিযোগ উঠল। তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে অভিযোগের আঙুল। অভিযোগ, ঘাসফুল শিবিরের নেতা-কর্মীরা দিনহাটার মধ্যে বিধায়ককে কার্যত তাড়া করে বেড়ান। বিধায়কের গাড়ির কাচ ভাঙার পাশাপাশি চাকার হাওয়া ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম, ইট ছোড়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। কোচবিহার শহরের মরাপোড়া চৌপথিতে বিজেপির তরফে প্রায় আধ ঘণ্টা পথ অবরোধ করা হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর মদতেই বিজেপি বিধায়কের উপর হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

নিখিলের বক্তব্য, 'এদিন যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে ও আমাকে হেনস্তা করেছে তারা উদয়ন গুহর ছায়াসঙ্গী। ওর প্ররোচনায় এই ঘটনা ঘটেছে। আদালত চত্বরে যেতে হলে তৃণমূলের অনুমতির প্রয়োজন হয় সেটা জানা ছিল না।' অন্যদিকে, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই বলে উদয়নের দাবি। তিনি বলেন, 'সকাল থেকে

আমি দিনহাটার বাইরে রয়েছি। ওখানে কী হয়েছে জানা নেই। নিখিলবাবুদের কাজই হল আমার বিরুদ্ধে বলা। তাই উলটোপালটা কথা বলছেন।' যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনায় দলের কেউ যুক্ত নেই। এদিন আদালতে আসা তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের দাবি, 'সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এতে তৃণমূলের কোনও হাতই নেই।'

২০১৭ সালে দিনহাটার-১ ব্লকের ভেটাগুড়িতে রাজনৈতিক সংঘর্ষে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা (তৎকালীন বিজেপি নেতা) জয়প্রকাশ মজুমদার, নিখিলরঞ্জন দে সহ প্রায় ৩৭ জনের নামে মামলা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার দিনহাটা আদালতে সেই মামলার শুনানি ছিল। একই কাজে নিখিল ও জয়প্রকাশ সেখানে এসেছিলেন।

কুনকিদের ঘেরাটোপে ঘরে ফিরল রামি

লাটাগুড়ি, ২০ মার্চ : চারদিন পর গরুমারার নিখোঁজ হাতি রামিকে পিলখানায় ফেরাতে সক্ষম হল বন দপ্তর। বৃহস্পতিবার গরুমারার অন্তত ১০টি কুনকি হাতি দিয়ে ঘিরে রামিকে ফেরানো হয় পিলখানায়। গর্ভবতী রামিকে সুস্থ অবস্থায় ফেরাতে পেরে স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বনকর্তারা।

গরুমারার মাদি কুনকি হাতি রামির বয়স ২২। ছোটবেলায় মেদিনীপুর জঙ্গলে সে দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় তাকে উদ্ধার করে আনা হয় জলদাপাড়ায়। কয়েকদিন সেখানে রাখার পর তাকে নিয়ে আসা হয় গরুমারায়। ধীরে ধীরে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে কুনকি হাতি তৈরি করে বন দপ্তর। জঙ্গল পাহারা থেকে লোকালয়ে কোনও বন্যপ্রাণী বেরিয়ে এলে তাকে ফেরত পাঠানোর মতো কাজ একাধিকবার দক্ষতার সঙ্গে করেছে রামি। তবে এর আগেও নিজের পিলখানা ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে থাকার রেকর্ড রয়েছে তার।

পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু বলেন, 'যতই প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কুনকি হাতিদের আটকে রাখা হোক না কেন, সুযোগ পেলেই জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা এদের মধ্যে দেখা যায়। বিভিন্ন জায়গায় থাকা কুনকি হাতিদের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে বারবার। রামির ক্ষেত্রে চিন্তার বিষয় ছিল সে গর্ভবতী। জঙ্গলে যখন কোনও বুনো হাতি প্রসব করে তখন তাকে দলের অন্যান্য হাতিরা বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। তবে রামি যেহেতু কুনকি হাতি সেক্ষেত্রে তার বিপদ ছিল বেশি।'

রামিকে আগে থেকেই সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখা হয়েছিল। প্রতিদিনের মতো রবিবারও তাকে মূর্তি নদীতে স্নান করাতে নিয়ে গিয়েছিল তার মাহুত। ফেরার সময় হঠাৎই মেজাজ বিগড়ে যায় রামির। মাহুত কোনওকিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে রেখে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যায় রামি। তারপর থেকেই শুরু হয় রামিকে খোঁজার পালা। গত কয়েকদিন ধরেই দিনরাত এক করে রামিকে জঙ্গল থেকে পিলখানায় ফেরত আনার চেষ্টা করে যাচ্ছিল বন দপ্তর। কিন্তু তার কাছেপিঠে বনকর্মী, মাহুত অন্য কুনকি হাতিরা গেলেই সে দূরে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাই গত কয়েকদিন ধরে তাকে দূর থেকে অন্য কুনকি হাতি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল।

তবে বৃহস্পতিবার রামশাইয়ের মেদলা ক্যাম্প থেকে জলঢাকা নদী পেরিয়ে নাথুয়ার জঙ্গলের কাছাকাছি এলাকায় অপারেশন শুরু করে বন দপ্তর। ১০টি কুনকি হাতি নিয়ে রামির চারপাশের বৃত্ত ক্রমশ ছোট করে আনা হয়। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় এদিন দুপুরে তাকে ফিরিয়ে আনা হয় পিলখানায়। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানান, তাকে ফিরিয়ে আনার পর পশু চিকিৎসক দিয়ে তাকে পরীক্ষাও করা হয়েছে। দিনকয়েক তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

স্পিভাকের চিঠি

আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর তরফে পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তার জবাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চিঠি দিলেন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক সাহিত্যিক ও দার্শনিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক।

ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু

বুধবার নিউটাউনে বহুতল থেকে ঝাঁপ দেওয়া তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর বৃহস্পতিবার মৃত্যু হল। তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই তিনি মারা যান।

মামলা

ওবিসি চিহ্নিত করতে নতুন করে সমীক্ষা শুরুর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন এক আইনজীবী। প্রধান বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন।

দিলীপের আর্জি

৬ এপ্রিল ইডেন গার্ডেনে আইপিএল ম্যাচ রয়েছে। ওই ম্যাচের দিন পরিবর্তনের জন্য সিএবিকে চিঠি দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। রামনবমীর শোভাযাত্রার জন্য দিন পরিবর্তনের আর্জি।

বিরোধীদের ‘গণশত্রু’ বলে কটাক্ষ মমতার

কলকাতা, ২০ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ নিয়ে কটাক্ষ করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই নিয়ে সমাজমাধ্যমে প্রচুর ট্রোলও হয়েছিল। লন্ডন সফরে যাওয়ার আগের দিন বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে এই নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের গণশত্রুর সঙ্গে তুলনা করে মমতা বলেন, ‘প্রয়োজনে আমাকে অসম্মান করুন। কিন্তু বাংলার মাকে অসম্মান করবেন না। মনে রাখবেন, আমি যখন দেশের বাইরে যাই, তখন আমি ভারতবাসী হিসেবে যাই। আমাকে অপমান করা মানে দেশমাতৃকাকে অপমান করা।’

বিদেশের মাটিতে আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করলে আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এতে তো আমিই বেশি প্রচার পাব। মনে রাখবেন ঈর্ষার কোনও ওষুধ নেই। এদের জবাব মানুষ দেবে।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরোধীদের এই ‘কুৎসা’র জবাব দিতে গিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান বলেন, ‘আমাদের দেশের কোনও নেতা যখন বাইরে যান, তখন আমরা কোনও কুৎসা করি না। কিন্তু এটা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই যে, বিরোধী শিবির থেকে ই-মেল করে আমার নামে বদনাম করা হয়েছে। আমার হাতে সেইসব ইমেল এসেছে। যাঁরা এসব করছেন, তাঁরা জেনে রাখুন, আমাদেরও অনেকে বিদেশে থাকেন। আমরাও অনেক কুৎসা করতে পারি। কিন্তু আমরা সেসব করি না। বিদেশের মাটিতে দেশের সম্মান সবার আগে।’

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পাননি বলে অভিযোগ করেছিল বিজেপি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত একটি কলেজে তিনি ভাষণ দিতে যাচ্ছেন বলেও দাবি করেছিল বিরোধীরা। কিন্তু এদিন মমতা বিরোধীদের পালটা নিশানা করে বলেন, ‘গণশত্রুরা কী ভাবেন? বিদেশের মাটিতে আমাদের কেউ পরিচিত নেই? চাইলে আমরাও এমন পন্থা নিতে পারি। কিন্তু তাতে বাংলারই অসম্মান হবে।’ বিরোধীদের এই কুৎসার জবাব বাংলার মানুষ দেবে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২০১৫ সালে আমি যখন সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম, তখনও এই ধরনের অপপ্রচার করা হয়েছিল। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। আবার ২০২৫ সালে এই অপপ্রচার করা হচ্ছে। বাম, উগ্র বাম ও সাম্প্রদায়িক শক্তি এসব করছে। ২০২৬ সালে মানুষ এর জবাব দেবে। গণশত্রুদের বলব, আমাদের এই সফরকে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়পত্র দিয়েছে। আমি যতবার বাইরে গিয়েছি, কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র নিয়েই গিয়েছি।’

বিদেশের মাটিতে মুখ্যমন্ত্রীকে বিক্ষোভ দেখানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কেউ কেউ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিদেশের মাটিতে আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করলে আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এতে তো আমিই বেশি প্রচার পাব। মনে রাখবেন ঈর্ষার কোনও ওষুধ নেই। এদের জবাব মানুষ দেবে।’

বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর একটি বক্তব্যও টেনে আনেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘নীতি আয়োগের একটি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বিদেশ সফর প্রয়োজন রয়েছে। তাতে দেশের লগ্নি টানা যায়। আমি প্রধানমন্ত্রীর সেই কথা সম্মান জানিয়েই যাচ্ছি।’

বারুইপুরে বিরোধী দলনেতার সভায় বিক্ষোভের জের

অধিবেশন শুরু হতেই ধুন্ধুমার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মার্চ : বুধবার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি কেন্দ্র বারুইপুরে সভা করতে গিয়ে তৃণমূলকর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় বিধানসভার অধিবেশন শুরু হওয়া মাত্র বারুইপুরের ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিবৃতি দাবি করে প্রস্তাব রাখেন বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ। কিন্তু অধ্যক্ষ সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ায় ফের তুমুল ধুন্ধুমার হল বিধানসভায়। পকেট থেকে কালো রুমাল বের করে পতাকা হিসেবে ব্যবহার করে ‘বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাই’ স্লোগান দিতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার কার্যক্রমের কাগজ ছিড়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পালটা স্লোগান দিতে শুরু করেন শাসকদলের বিধায়করা। দু-পক্ষের মধ্যে প্রায় ৩৫ মিনিট তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। এরপর বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করে বিধানসভার বাইরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পোড়ানো হয় অধ্যক্ষের কুশপুতুল।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অধ্যক্ষ বলেন, ‘বিধানসভার গরিমাকে নষ্ট করছেন বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার বাইরে ঘটে যাওয়া কোনও বিষয় আলোচনায় আনা যায় না।’ পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বিধানসভায় অধ্যক্ষের নাম করে তাঁর ইস্তফা চাওয়ার ঘটনা অত্যন্ত লজ্জার।’ বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেছেন, ‘বারুইপুরে বিরোধী দলনেতার প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। এর আগে আমাকে মার্শাল দিয়ে অধিবেশন কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেদিনও আমরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিনি। কিন্তু বিরোধী দলনেতার ওপর যেভাবে প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে, তার প্রতিবাদেই আমরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছি।’

কালো পতাকা দেখিয়ে পদ্ম বিধায়কদের বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার।

এদিন অধিবেশন শুরু হওয়া মাত্রই উত্তপ্ত হতে শুরু করে বিধানসভা। বিজেপি বিধায়করা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল পেশ করছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিজেপি বিধায়কদের চিৎকারে বারবার ভাষণ থামিয়ে দিতে বাধ্য হন চন্দ্রিমা। বিজেপি বিধায়কদের রণংদেহি মূর্তি দেখে বিধানসভার কর্মীরা অধ্যক্ষের চেয়ার ঘিরে রেখে দেন। চন্দ্রিমার সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন শংকর ঘোষ। চন্দ্রিমা বলেন, ‘এইভাবে বিধানসভার কাজকে আপনারা বিঘ্ন করতে পারেন না।’ শংকর তখন বলেন, ‘বারুইপুরে বিরোধী দলনেতার সভায় যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। বিরোধী দলনেতা সহ ৫০ জন বিধায়কের প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল।’ জবাবে চন্দ্রিমা বলেন, ‘এইভাবে আপনারা গণতন্ত্রের চেয়ারে বসতে পারবেন না। আপনারা গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করুন।’ অধ্যক্ষ তখন তাঁর আসনে বসে বলেন, ‘ওঁরা আর অপেক্ষা করতে পারছেন না। এখনই ক্ষমতার স্বাদ চাইছেন।’ বিধানসভার অধিবেশন থেকে বেরিয়ে বাইরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা। তাঁরা অধ্যক্ষের কুশপুতুল পোড়ানোর পাশাপাশি কাগজ ছিঁড়ে বিক্ষোভ দেখান। এরপর এদিন আর অধিবেশন কক্ষে তাঁরা যাননি। এবারের প্রস্তাবিত বাজেট ও অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল (১) ও (২) এদিন ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায়। বিরোধী একমাত্র বিধায়ক আইএসএফ-এর নৌশাদ সিদ্দিকী অধিবেশনে উপস্থিত থাকলেও বাজেট ও অপ্রোপ্রিয়েশন বিলের বিরোধিতা তিনি করেননি। তবে ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েননি নৌশাদ। তিনি বলেন, ‘প্রধান বিরোধী দল বিজেপি যেভাবে গোটা বাজেট অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকল, তা অনভিপ্রেত। বিরোধী দল বিরোধিতা করবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আলোচনায় অংশ নেওয়া উচিত ছিল।’

শুভেন্দুর আশা ১৮০

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ মার্চ : ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে ১৮০ আসন জেতার দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার তমলুকে প্রতিবাদ মিছিলের শেষে শুভেন্দু বলেন, ‘লোকসভা ভোটে এই জেলার ২টি লোকসভা আসনই নরেন্দ্র মোদিকে উপহার দিতে পেরেছি। ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে অন্তত ১৮০টি আসনে বিজেপি জিতবে।’ বারুইপুর কাণ্ডের জেরে এদিন রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে বিজেপি। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে তমলুকে মিছিল করেন শুভেন্দু।

বিধানসভার অধিবেশন থেকে বিজেপি বিধায়কদের অনৈতিকভাবে সাসপেন্ড করে রাখার অভিযোগ তুলে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি কেন্দ্র বারুইপুরে বুধবার মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি করতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে গিয়েই বিরোধী দলনেতাকে তৃণমূলি হামলার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। বুধবারের সেই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন রাজ্যজুড়ে ধিক্কার মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। তমলুক জেলা বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত সেই মিছিলে এদিন নেতৃত্ব দেন শুভেন্দু নিজেই।

সেখানে শুভেন্দু বলেন, ‘রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায় তৃণমূল। একদলীয় শাসন কায়েম করতে চায় রাজ্যে। সেই কারণেই বিধানসভা ও বিধানসভার বাইরে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতেই এই হামলা। রাজ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফেরাতে হলে এই সরকারকে উচ্ছেদ করতে হবে। ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপি রাজ্যে অন্তত ১৮০ আসন জিতে রাজ্যে বিজেপির সরকার গড়বে।’

সম্প্রতি দলীয় বৈঠকে শুভেন্দুর জেলার তৃণমূল নেতৃত্বকে বিধানসভা ভোটে অন্তত ১২টি আসন জেতার লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহে এদিন শুভেন্দুর এই দাবি।

’২৬-এর ভোটে ধর্মীয় মেরুকরণের কৌশলে রাজ্যে ক্ষমতা দখলই লক্ষ্য পদ্মের। সেক্ষেত্রে একশো শতাংশ হিন্দু ও সংখ্যালঘু ভোটের বিভাজন না হলে এই লক্ষ্য কার্যত অসম্ভব। তবে ধর্মের ভিত্তিতে ভোটের বিভাজনের লক্ষ্যেই যে এগোতে চান শুভেন্দু, এদিনের মিছিল থেকে তা আবারও স্পষ্ট হয়েছে। বিজেপি বিধায়কদের সাসপেন্ডের প্রতিবাদ মিছিলে আরও বেশি বেশি করে নজরে পড়েছে ‘হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই ’২৬-এ বিজেপি চাই’ লেখা প্ল্যাকার্ড।

এদিন শুধু তমলুকই নয়, বিরোধী দলনেতার ওপর হামলার প্রতিবাদে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা মিছিল হয়েছে সর্বত্র। কলকাতার বরানগরে সজল ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সামনে পৌঁছোলে বারুইপুরের মতোই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। মুখোমুখি তৃণমূল-বিজেপির মিছিলের জেরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়। হুগলির চুঁচুড়াতেও আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিজেপি।

ওয়াকআউট নিয়ে বেসুরো বিজেপির বঙ্কিম

কলকাতা, ২০ মার্চ : বিধানসভার বাজেট অধিবেশন বয়কট করা নিয়ে বিজেপি পরিষদীয় দলের মধ্যেই এবার প্রশ্ন উঠল। চলতি অধিবেশনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ মোট প্রায় ৮টি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের বাজেট বিতর্কে গরহাজির থেকে বিধানসভার বাইরে ধর্না-বিক্ষোভের মতো প্রতিবাদে শামিল হয়েছে বিজেপি। পরিষদীয় দলের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের বিধায়কদের মধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার তারই প্রমাণ মিলল চাকদার বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষের কথায়। তিনি বলেন, ‘আমি বলব, এটা আমাদের ভুল হয়েছে। বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাজেট বিতর্কে অংশ না নেওয়া সঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। অধিবেশন বয়কট না করে অন্য কোনও ভাবে আমাদের প্রতিবাদ জানালে ভালো হত।’ সংবাদমাধ্যমে বঙ্কিমের এই বার্তা যাওয়ার পরই অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি। ‘বেফাঁস’ মন্তব্যের জন্য সতর্ক হয়ে যান বঙ্কিম নিজেও।

দ্বিতীয় দফার বাজেট অধিবেশনে বিভাগীয় দপ্তরের বাজেট অনুমোদনকে ঘিরে বিতর্কের শুরুতেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির ৪ বিধায়ককে সাসপেন্ড করেছিলেন অধ্যক্ষ। শুভেন্দু অধিকারীর সাসপেনশনের মেয়াদ ছিল ১৭ মার্চ পর্যন্ত। বিরোধী দলনেতা সহ দলীয় বিধায়কদের বিরুদ্ধে এই শাস্তির প্রতিবাদে বাজেট অধিবেশন বিতর্কে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি পরিষদীয় দল। ফলে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পঞ্চায়েত, পুর ও নগরোন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের বাজেট বিতর্কে অংশই নেয়নি দল। দলীয় বিধায়কদের একাংশের মতে, ‘সরকারের প্রস্তাবিত নীতির সমালোচনা ও ভুলত্রুটি শুধরে দেওয়ার জন্যই বাজেট বিতর্কে অংশ নেওয়া দরকার ছিল। বিধানসভার বাইরে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সমালোচনা বিধানসভায় নথিভুক্ত করা বিরোধীদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন না করে অধিবেশন বয়কট চালিয়ে যাওয়ায় আমরা সুযোগ হারালাম।’ এদিন চাকদার বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ বলেন, ‘মানুষ আমাদের ভোট দিয়ে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন তাঁদের কথা বলার জন্য। অধিবেশনের পুরো সময়টা বিধানসভায় না থেকে আমরা যদি বাইরে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করি তাহলে বোধহয় সঠিক ভূমিকা আমরা পালন করতে পারব না। আমি বলব এটা আমাদের ভুলই হয়েছে। বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো দপ্তরের বাজেটে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিধানসভায় আমাদের যে ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল তা আমরা করতে পারিনি। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে পরিষদীয় দলনেতার সঙ্গে আমাদের আলোচনা করতে হবে।’ যদিও এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরই চাপে পড়ে মুখ বন্ধ করতে বাধ্য হন বঙ্কিম। পরিষদীয় দলের কাছে এই মন্তব্যকে ‘ব্যক্তিগত’ বলে দাবি করলেও তা ধোপে টেকেনি। তবে বিজেপি পরিষদীয় দলের একাংশের মতে, চাকদার বিধায়ক প্রকাশ্যে যা বলেছেন, তা দলের অনেক বিধায়কেরই মনের কথা। বঙ্কিম শুধু বিধায়ক নন, তিনি বাম জমানায় প্রাক্তন মন্ত্রীও ছিলেন। তাই হয়তো পরিষদীয় রাজনীতিতে ধারাবাহিকভাবে এই বয়কটের রাজনীতিকে সমর্থন করতে পারেননি।

সরকার চালাবে মন্ত্রী ও অফিসারদের টাস্কফোর্স

কলকাতা, ২০ মার্চ : বিদেশ সফরে গেলে প্রতিবারই কয়েকজন মন্ত্রী ও অফিসারকে ভার দিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবারই আটদিনের সফরে লন্ডন যাচ্ছেন মমতা। তাঁর সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও যাচ্ছেন। এই সময়কালে রাজ্যের যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় ১০ জনের একটি কমিটি গঠন করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচ মন্ত্রী ও পাঁচ অফিসারকে নিয়ে ওই কমিটির ১০ জন সদস্য রোজ নবান্নে বসবেন।

এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মুখ্যসচিবের ফোন রোমিং করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ করা যাবে। তা সত্ত্বেও ১০ জনকে আমি দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। কোনও সমস্যা হলে তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।’

ওই কমিটিতে রয়েছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বিবেক কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাত মিশ্র, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মা, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস ও ফিরহাদ হাকিম। তবে শুধু প্রশাসনিক ভার নয়, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে দলের সমস্ত দিক দেখার দায়িত্ব দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে দিয়ে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, ‘নীতিগত বা বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। আমি দেশে না থাকলেও লন্ডন থেকেই প্রতি মুহূর্তে রাজ্যের খবর রাখব।’

বিশ্ব চড়ুই দিবসে। বৃহস্পতিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

শোভনদেব ও নির্মলকে সতর্কবার্তা

কলকাতা, ২০ মার্চ : বিধানসভায় বিধায়ক ও মন্ত্রীদের উপস্থিতির হার নিয়ে বারবার সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তা সত্ত্বেও বিধানসভায় বিধায়ক ও মন্ত্রীদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক নয়। বৃহস্পতিবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন ধন্যবাদজ্ঞাপক ভাষণে অধ্যক্ষ এই নিয়ে ফের রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষকে কড়া ভাষায় সতর্ক করলেন।

অধ্যক্ষ উপস্থিতির হার নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করে বলেন, ‘অধিবেশনের প্রথমার্ধে উপস্থিতির হার এতই কম থাকে যে, দেখে লজ্জা লাগে। কোনও কোনও দিন ভাবি, মার্শালকে ডেকে মাথা গুনিয়ে দেখি কতজন আছেন। মাথায় রাখতে হবে, নির্দিষ্ট সংখ্যক বিধায়ক ও মন্ত্রী উপস্থিত না থাকলে কোরাম হবে না। সেক্ষেত্রে বিধানসভা চলতেও পারে না।’

ক্ষোভের সঙ্গে অধ্যক্ষ বলেন, ‘আমি এর আগে এই নিয়ে বারবার সতর্ক করেছি। কিন্তু দেখেছি, প্রথমার্ধে খুব কম সংখ্যক বিধায়ক ও মন্ত্রী আছেন। ৩০ জন বিধায়ক ও সাতজন মন্ত্রীকে উপস্থিত থাকতেই হয় বিধানসভায়। তা না হলে কোরাম হয় না। আমি আশা করব, পরবর্তী অধিবেশনে এই ব্যাপারে পরিষদীয় মন্ত্রী ও মুখ্যসচেতক আরও বেশি সতর্ক হবেন।’

বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে ও বাজেট অধিবেশনে পরিষদীয় দলকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও বিধানসভায় উপস্থিতি নিয়ে বিধায়কদের বারবার সতর্ক করেছিলেন। বিধায়ক বা মন্ত্রীরা অনুপস্থিত হলে আগে থেকে তার কারণ মুখ্যসচেতককে জানানো বাধ্যতামূলক বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিধানসভায় অনুপস্থিত

তারপরও অধিবেশনে শাসকদলের বিধায়ক ও মন্ত্রীদের উপস্থিতির নিয়মানুবর্তিতা সঠিক নেই। এবারের অধিবেশনে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, সুজিত বসু, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন বলে তাঁদের ধন্যবাদও জানান অধ্যক্ষ। মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, ‘বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে আমরা ফের সতর্ক করে দেব।’

অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে অভিযোগ

কলকাতা, ২০ মার্চ : বিজেপি বিধায়ক ও রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পলের বিরুদ্ধে তথ্য গোপন করার অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রপতি ও নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠানো হল। সম্প্রতি মেদিনীপুরের বাসিন্দা জনৈক শ্যামল রায় এই চিঠি দিয়েছেন। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে মেদিনীপুর আসন থেকেই বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন অগ্নিমিত্রা। চিঠিতে শ্যামলের অভিযোগ, লোকসভা ভোটের সময় প্রার্থী হতে কমিশনকে দেওয়া হলফনামায় প্রকৃত সম্পত্তি চেপে গিয়েছিলেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর দাবি, অন্তত সাড়ে ৩ কোটি টাকার সম্পত্তির কথা উল্লেখ করেননি অগ্নিমিত্রা তাঁর হলফনামায়।

অভিযোগ, অগ্নিমিত্রার দেওয়া নথিতে তাঁর বালিগঞ্জে ১৩০০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাটবাড়ি যা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে রয়েছে, তার কোনও উল্লেখ করেননি অগ্নিমিত্রা। এব্যাপারে অগ্নিমিত্রা জানিয়েছেন, এবিষয়ে তাঁকে কমিশন বা কোনও তরফ থেকেই কোনও কিছু জানানো হয়নি। জানতে পারলে তার জবাব দেব। বিজেপির মতে, রাজনৈতিক কারণেই বেনামে তৃণমূল এই অভিযোগ করেছে।

অনিশ্চিত নিগম

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ মার্চ : বছর খানেকের বেশি আগে রাজ্য মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই নিগম তুলে দেওয়ার। কিন্তু কাজ ছাড়াই এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছে হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। নতুন কোনও কাজই নেই নিগমের হাতে। পুরোনো দুটি প্রকল্পের কাজ নিয়েই চলছে কর্পোরেশন। অথচ রাজ্যের পূর্ত ও সড়ক দপ্তরের চাপ কমাতে এক দশকের বেশি আগে রাজ্যজুড়ে সড়ক উন্নয়নের কাজে গড়া হয়েছিল এই নিগম। এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সহ প্রায় জনা পঞ্চাশেক অফিসার ও কর্মচারী নিয়ে পরিকাঠামোও গড়া হয়েছিল। কাজের উপযোগী পরিকাঠামো থাকলেও সড়ক নির্মাণ, সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ সহ উন্নয়নের কাজ দিনে দিনে কমতে থাকায় এক বছর আগে রাজ্য মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নেয়, হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন তুলে দেওয়া হবে। পূর্ত ও পূর্ত সড়ক দপ্তরই আবার সব কাজের সামাল দেবে।

বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রে খবর, মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত থাকলেও নিগমের অবলুপ্তি এখনও হয়নি। দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার ও কর্মচারীদের কাজের চাপও নেই। অথচ নতুন সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারের চাহিদা রয়েছে। বহু জায়গায় স্থানীয় মানুষের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। অনেকেই মনে করছেন, সরকারের গড়া এই নিগমকে কাজে লাগানো হলে একাধিক সমস্যার সুরাহা সম্ভব হত। নবান্ন সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে রাজ্য হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের হাতে মাত্র দুটি প্রকল্পের কাজ রয়েছে। কল্যাণীর কাছে গঙ্গার ওপর সেতু নির্মাণ ও বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ। নতুন কোনও প্রকল্পের কাজই আসেনি তাদের হাতে। রাজ্যের পূর্ত ও সড়ক দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’কে এদিন জানালেন, অন্তত ১০ থেকে ১২টি প্রকল্পের কাজ একসঙ্গে হাতে নেওয়ার পরিকাঠামো রয়েছে কর্পোরেশনের।

পার্থর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন জামাইয়ের মামা

কলকাতা, ২০ মার্চ : প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে মেডিকেল বোর্ড গঠন করতে চিঠি দিয়েছে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। কোনও কিছুর সাহায্য ছাড়া তিনি দাঁড়াতে পারছেন না। কী কারণে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা, তা জানতে মেডিকেল বোর্ড গঠন করতে বলে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এসএসকেএম ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাঁকে আবার সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। পার্থর বিরুদ্ধে তাঁর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যের মামা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর বয়ান রেকর্ড করেছেন ইডি আধিকারিকরা। এদিকে, জামাই যে অভিযুক্ত নন এদিন আদালত তা গ্রাহ্য করেছে।

ক্রিকেটে দিলীপের সঙ্গী তন্ময়

কলকাতা, ২০ মার্চ : ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ঘিরে আবার একমঞ্চে বাম-বিজেপি। বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের দাসপুরে একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে একইসঙ্গে অংশ নিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও সিপিএমের সাসপেন্ড হয়ে থাকা নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য। বিধানসভা ভোটের আগে বাম ও বিজেপির দুই নেতার একমঞ্চে আসার ঘটনায় নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

এদিন দিলীপের কর্মসূচিতে ছিল একটি ফুটবল ও একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দাসপুরের হরিরামপুরের একটি ক্লাবের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এদিন কখনও দিলীপ ব্যাট করছেন তো উইকেটকিপিং করেছেন তন্ময়। আবার কখনও উইকেটকিপার দিলীপ, ব্যাট করেছেন তন্ময়। যা দেখে রাজনীতির কারবারিরা ভ্রূ-কুঁচকে তাকাচ্ছেন। কেউ কেউ বলছেন, তাহলে কি এবার বাম থেকে রামে যোগ দিতে চলেছেন তন্ময়? লোকসভা ভোটের সময় এক মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে গর্হিত আচরণ করার অভিযোগ ওঠে তন্ময়ের বিরুদ্ধে। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। এরই মধ্যে তন্ময়কে সাসপেন্ড করেছে তাঁর দল সিপিএম। এই আবহে সম্প্রতি কলকাতা বইমেলায় গেরুয়া শিবিরের বুক স্টলে তন্ময়ের দেখা মিলেছিল। তার জেরেই তন্ময়ের বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছিল। যদিও সেইসময় সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন তন্ময়। তারপর এদিন আবার ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দিলীপের পার্টনার হয়ে নতুন করে জল্পনা উসকে দিলেন তিনি। যদিও উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের এই টুর্নামেন্টে শুধু সিপিএম - বিজেপি নয়, তৃণমূলকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘আমিও জানতাম না তন্ময় ওখানে খেলতে যাচ্ছে। টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়ে তন্ময়কে দেখি। ভালোই হল পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখাও হল, খেলাও হল। এরমধ্যে রাজনীতি বা দলবদলের কোনও সম্ভাবনা নেই।’ দিলীপের মতে, আমাদের রাজ্যে এই রাজনৈতিক শুচিবাইয়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছিল বামেরাই। এখন তৃণমূল তার উত্তরসূরি।

দিলীপ বলেন, ‘আমার কাছে রাজনীতি রাজনীতির জায়গায়। সিপিএম বা তৃণমূল বলে তাঁর সঙ্গে চা খাওয়া যাবে না, ক্রিকেট খেলা যাবে না, এটা হতে পারে না।’ তন্ময়ের সঙ্গে অবশ্য যোগাযোগ করা যায়নি।

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০০ সংখ্যা, শুক্রবার, ৭ চৈত্র ১৪৩১

অনগ্রসরতা ও রাজনীতি

ওবিসি (আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস) মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। মামলাটি পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত। রাজ্য সরকারের দেওয়া লক্ষাধিক ওবিসি শংসাপত্র হাইকোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। এতে ওবিসি হিসাবে নানা সুযোগসুবিধার অধিকারীরা হঠাৎ আতান্তরে পড়েছেন। সরকারেরও বিড়ম্বনার শেষ নেই। এক বছর পরেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সমস্যাটির হিল্লে না হলে ওবিসিভুক্তরা বেঁকে বসতে পারেন। অর্থাৎ ওবিসি'দের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য ছাপিয়ে রাজ্য সরকারের তাগিদটা রাজনৈতিক।

তবে শুধু পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অন্য রাজনৈতিক দল, এমনকি ধর্মীয় সংগঠনগুলিরও হেলদোল নেই। লক্ষাধিক শংসাপত্র বাতিল মানে ওই সম্প্রদায়গুলির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনেও অনিশ্চয়তা। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে সংরক্ষণে জটিলতার আশঙ্কা। সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে দেশজুড়ে হইচই চলছে। বিরোধীরা প্রতিবাদী। যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠালেও কেন্দ্রীয় সরকার বিলটি পাশ করাতে মরিয়া। ধর্মীয় সংগঠনগুলিও সভা-মিছিল করে বিলটির বিরোধিতায় সরব।

ওবিসি শংসাপত্র বাতিল নিয়ে কিন্তু সেই তাগিদ দেখা যাচ্ছে না। হাইকোর্টের ওই শংসাপত্র বাতিলের রায়ে আসলে ক্ষতি বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের। কিন্তু মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনগুলিও এ নিয়ে প্রতিবাদে তেমনভাবে এগিয়ে আসছে না। অথচ এটা তো ঘটনা যে সাচার কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ওবিসি সংরক্ষণের কারণে পশ্চাৎপদ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে কিছুটা আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছিল। তাতে এই জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ছোট হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠছিল।

আলোকপ্রাপ্ত এই জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে হিন্দুর পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মুসলমান ছিল। শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে বেনিয়মের অভিযোগ ছিল বলেই হাইকোর্ট বাতিল করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় সংগঠনগুলি রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কোনও আন্দোলন করছে না। বরং মনে হচ্ছে, সরকারি দলের মতো অন্যরাও চায় যেভাবে হোক, হাইকোর্টের রায় বাতিল হোক। শংসাপত্রধারীরা নিয়মানুযায়ী সুযোগসুবিধা পেতে থাকুক।

বাস্তবে ওয়াকফের সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ জড়িত। এই বিষয়টি সামনে রেখে একপক্ষ মেরুকরণের পথে হাঁটতে পারে। অন্যপক্ষ সেই আবেগ ব্যবহার করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জনরোষ উসকে দিতে পারে। দুই পক্ষেরই লক্ষ্য ভোট। এই আবেগকে হাতিয়ার করে নিজেদের ভোটব্যাংক গুছিয়ে নেওয়া। ওবিসি সংরক্ষণ বা শংসাপত্রের সঙ্গে আবেগের চেয়ে বেশি জড়িত অনগ্রসর শ্রেণিগুলির রুটিরুজির সংস্থান ও সামাজিক ন্যায়ের অংশীদারিত্ব।

ভোটের তাগিদের কাছে এই আর্থিক, সামাজিক দিকটি লঘু হয়ে যাচ্ছে। শংসাপত্র বাতিল নিয়ে অনগ্রসর শ্রেণিগুলির মধ্যে উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রচণ্ড রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠনের সেদিকে নজর নেই। সমস্যাটি বেশি করে মুসলমান সম্প্রদায়গুলির। কিন্তু মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনগুলিতে তেমন আলোচনা নেই এ নিয়ে। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে অনেকগুলি স্তর আছে। সেটাও একধরনের বিভাজন। ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে হইচই করলে সেই বিষয়টি সামনে এসে যেতে পারে। সম্ভবত সেই কারণে এমন পাশ কাটিয়ে চলা।

ভারতীয় রাজনীতিতে অনেকদিন ধরে তোষণ শব্দটি প্রচলিত। যা আসলে মুসলিম ভোটব্যাংকের ধারণাকে পুষ্ট করে। একইরকমভাবে আদিবাসী, দলিত, তপশিলি ইত্যাদি ভোটব্যাংক তৈরির মরিয়া চেষ্টা চারদিকে। এই ব্যাংকে মুসলিমদের পাশাপাশি অনগ্রসর হিন্দুরাও আছে। রাজনৈতিক দলগুলি সেই ব্যাংক সংরক্ষণে যত না আগ্রহী, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীগুলির আর্থিক, সামাজিক বিকাশে ততটা নয়।

নিঃশর্ত আনুগত্যের মানসিকতা এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংক্রামিত করার কৌশল এখন প্রকট। অন্যদিকে, রাজনৈতিক পেশিশক্তির আস্ফালনে নিম্নবর্গের একাংশকে লেঠেল বাহিনী হিসাবে ব্যবহার ভারতে অপরিচিত ছবি নয়। এতে সামাজিক ন্যায়ের মূল প্রশ্নটি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। প্রশ্নটি যাতে তেমনভাবে আলোচিত না হয়, তার প্রয়াসও ভয়ংকরভাবে আছে। শংসাপত্র বাতিল নিয়ে তাই হইচই তেমন নেই। অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলি নিজেরা উদ্যোগ না নিলে এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকারের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে

বড় টান হে। সাহিত্যিকের চোখে বিজ্ঞানের আরেক অবিশ্বাস্য ঘটনা। মহাকাশ রূপকথায় সুনীতা উইলিয়ামস।

বিপুল দাস

হ্যাঁ, নামটা সুনীতা বলেই হয়তো মনে হচ্ছে স্বর্গভ্রষ্ট এক দিগবালিকা ফিরে এসেছে ধরার ধূলায়। সুনীতা, অনীতা, বিনীতা, নমিতা– এরা তো চিরকাল আমাদের ঘরের মেয়ে। সে যতকাল এই শ্যামল সবুজ ঘরের টান এড়িয়ে মহাশূন্যে ভেসে ছিল, আমাদের ভাবনা হয়েছে। ওঁর জন্য দুশ্চিন্তা হয়েছে। ঘরের মেয়ে দূর প্রবাসে গেলে যেমন হয় বাপমায়ের। আহা, মেয়েটা কবে ফিরবে। কেমন আছে অনি।

ন'মাস পৃথিবীর আকর্ষণ অগ্রাহ্য করে আশ্চর্য এক শারীরিক, মানসিক অবস্থায় কাটাল সুনীতা। চিরকালের চেনাজানা সংসারের বাইরে, ধুলো ও ধোঁয়ার বাইরে, ট্রেন-ট্রাম-বাস নেই, নেই আশপাশে পরিচয়জ্ঞাপক কোনও চিহ্ন, হলুদ বিল্ডিং নেই, স্কুল-কলেজ-থানা-পোস্টাপিস-হাসপাতাল নেই, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে যাপন, সঙ্গে নিজের পরিচিত ভুবনে ফিরে যাওয়ার অনিশ্চয়তা, এমন কথা ভাবলে আমাদেরই বুকের ভেতরে 'হারিয়ে গেছি আমি' এমন সতর্কবার্তা লাগু হয়। শীতল ভয়ের একটা শিরশিরে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে বুকের ভেতরে। কোথাও কোনও পরিচিত চিহ্ন খুঁজে না পেলে এই মহাবিশ্বে হারিয়ে যাওয়ার ভয় বিপজ্জনক কেরোসিন তেলের মতো ছড়িয়ে পড়ে অস্তিত্বজুড়ে। তখন কূলহারা, কম্পাসহীন নাখোদা একটা লাইটহাউসের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। আমাদের মেয়ে সুনীতারও কি তেমন মনে হয়েছিল। সুনীতাকে আমরা কখন যেন অবচেতনেই আমাদের মেয়ে করে নিয়েছি। অথচ ঘরে ফিরেছে কিন্তু চারজন।

আমরা টলতে টলতে হাঁটতে শিখি। মাটির টানের সঙ্গে এই শরীরের ভারসাম্য রাখা শিখি। হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যাই কাঁটা ও কাচ ছড়ানো পৃথিবীর ধুলোপথে। বড় মায়ায় ভরা এই ভুবন। আমাদের সবুজ গ্রহ। নদী, ঝরনা, পাহাড়, পাখির গান, উজ্জ্বল ফুল, প্রিয়জনের ভালোবাসা, নক্ষত্রময় আকাশ– এসবের মাঝে বিস্ময়ে প্রাণ জেগে ওঠে। ধুলোমাটির এই পথ, এই অরণ্য, এই পলাশ বড় সুন্দর। ভালোবাসার পৃথিবীর মাটি শরীরে মাখতে ইচ্ছে করে। যেন স্নিগ্ধ চন্দনের প্রলেপ। এসব ছেড়ে কতদিন মহাশূন্যে থাকা যায়। দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে কিছুদিন বাদেই ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। চেনা জগতের বাইরে প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাওয়ার পর ক্লান্তিকর একঘেয়েমি গ্রাস করে আমাদের। তবুও আমরা নতুন জায়গাতেও হেঁটেচলে বেড়াই, দোকানে বসে চা খাই, নতুন লোকজনের সঙ্গে আলাপচারিতা হয়। কিন্তু যদি আমাদের থাকতে হয় পৃথিবী থেকে বহুদূরে মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায়, সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, সেখানে ভুঁইয়ের টান নেই, পরিচয়ের কোনও চিহ্ন নেই, আর কোনওদিন ঘরে ফেরা হবে কি না– তার নিশ্চয়তা নেই, তবে কেমন লাগবে আমাদের। আমাদের তো সেই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার অনুশীলন করা নেই। সুনীতার ছিল, তাই সে পেরেছে। আমরা যা পারি না, অন্য কেউ সে কাজ পারলে আমাদের বীরপুজোর প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। তার ওপর যদি সে হয় ভারতীয় বা বাঙালি নামের কোনও মেয়ে, মুহূর্তেই তাকে আপন করে নিই আমরা। যেন এই দমদম, বাঁকুড়া বা শিলিগুড়ির কোনও মেয়ে। তার নিরাপদ ঘরে ফেরার জন্য ভেতরে ভেতরে অবচেতনেই আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। সুনীতা উইলিয়ামসের জন্য এই কারণেই সমস্ত ভারতবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল। শুধু ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে নয়, তাকে কখনও ভারতীয়ই মনে করেছি হয়তো।

কতদিন পর সুনীতাকে পৃথিবী আবার তার কেন্দ্রের দিকে টানবে। দ্বিতীয় শৈশবে ফিরে গিয়ে আবার সে হাঁটা শিখবে। চেনা জগতে ফিরে আবার সে দেখবে ওই তো তার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ওই যে চেনা গাছের সারি, মাথার ওপরে চিরকালের চেনা নীল আকাশ, বড় মায়ার টান মাটির। স্বাগতম সুনীতা। তুমি তো আমাদেরই মেয়ে।

২০১২

২০২৫

আজ

১৯১৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সানাইবাদক উস্তাদ বিসমিল্লা খান।

১৯৭৮

অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

দিল্লিতে বইমেলা শুরু হয়েছে। এই বইমেলায় আমি ব্রাত্য। যে কেউ কবিতা পাঠ করতে পারবে, শুধু আমি ছাড়া। কারণ এই বইমেলা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানে হচ্ছে। বেসরকারি বইমেলায় আমি প্রায় অংশগ্রহণ করি, কিন্তু সরকারি অনুষ্ঠানে আমার অংশগ্রহণ নৈব নৈব চ।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

পাকিস্তানের ৬ বছরের সোনিয়া খানের ব্যাটিংয়ে মজে নেট দুনিয়া। একজন বল ছুড়ছেন মেয়েটিকে, আর সে স্ট্রেট ড্রাইভ, কভার ড্রাইভ করে বাউন্ডারিতে পাঠাচ্ছে। রোহিত শর্মার স্টাইলে মারল পুল শটও। একজনের মন্তব্য, পাকিস্তান দলের থেকে সে ভালো খেলছে।

ভাইরাল/২

মুম্বইয়ের মাহিম স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে। যাত্রীরা দৌড়োদৌড়ি করে উঠলেও ট্রেন ছাড়ার সময় এক মাতাল সামনের বাফারে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছুতেই নামে না। পাইলট লাঠি নিয়ে ভয় দেখালে নামে। কিন্তু লাইনে আবার বসে পড়ে। মাতালের কীর্তিতে ট্রেন চলাচল ব্যাহত। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

সুনীতার সেই উজ্জ্বল হাসিটা

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'হোম সুইট হোম'। বাড়ি থেকে দু'দিন দূরে গিয়ে অনেকে বাড়ি ফেরার জন্য হাঁফিয়ে ওঠেন। দু'তিন মাস নিজের বাড়ি, নিজের ঘর ছেড়ে থাকলে বাড়ির জন্য মন কাঁদে অনেকের। কর্মসূত্রে যাঁরা বিদেশে চলে যান, বছরে অন্তত একবার দেশে ফিরতে চান প্রিয়জন বা প্রিয় জায়গার টানে। নিজের বাড়ি, নিজের জায়গা আসলে এমনই প্রিয় হয় মানুষের। সেখানে ঘরবাড়ি, দেশ নয়, পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে সুদীর্ঘ নয় মাস কাটিয়ে ফিরলেন সুনীতা উইলিয়ামস।

মহাকাশে এক-একটা দিন কাটানো অসম্ভব চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার। মানসিক বা শারীরিক চ্যালেঞ্জের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, প্রতিনিয়ত জীবন নিয়ে যে একটা অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠার দোলাচল চলে, সেটা সামলানোই তো অসম্ভব ব্যাপার। মহাকাশে কখন কী হবে কেউ বলতে পারে না, মহাকাশ থেকে ফেরার সময়েও যে কোনও সেকেন্ডের ভুলে ঘটে যেতে পারে মারাত্মক পরিণতি। কল্পনা চাওলা ফিরতে পারেননি, সেই ক্ষত আজও বর্তমান।

মাত্র কয়েকদিনের জন্য গিয়ে সুনীতা আটকে গিয়েছিলেন মহাকাশে। কবে ফিরবেন দীর্ঘদিন এর কোনও উত্তর ছিল না। তাই যেদিন জানা গেল সুনীতা ফিরছেন, সুনীতার ফেরা দেখতে মধ্যরাতে না ঘুমিয়ে জেগে বসেছিলেন অনেকে। আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। সুনীতার ফেরার পর তাঁর মুখের হাসিটা দেখে স্বস্তি পেয়েছি।

অরিন্দম ঘোষ
মাস্টারপাড়া, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

নীল গ্রহে স্বাগতম

দীর্ঘ নয় মাস মহাকাশে কাটিয়ে নীল গ্রহ পৃথিবীতে ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন করলেন সুনীতা উইলিয়ামস সহ অন্য মহাকাশচারীরা। মহাকাশবিজ্ঞান গবেষণায় এক অভূতপূর্ব সাফল্যের সাক্ষী থাকল সারা বিশ্ব। সকল মহাকাশচারী সুস্থ হয়ে অবিলম্বে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন এই কামনা করি। এই গবেষণার সঙ্গে জড়িত সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতা উইলিয়ামসকে ভারতরত্ন পুরস্কারে সম্মানিত করার প্রস্তাব রাখা যেতে পারে।

ধনঞ্জয় পাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

০.৩৭ শতাংশ জল নিয়েই যত লড়াই

বিশ্ব জল দিবসের আগে একসূত্রে বাঁধা পড়ছে কেপ টাউন, বেঙ্গালুরু এবং শিলিগুড়ি। চিন্তার বিষয় পানীয় জলের ঘাটতি।

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়

হতে পারে লুটপাট। মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ আর আধাসেনা।

সোনাদানা-হিরেমোতি নয়, জলের লুটপাট ঠেকাতে এত আয়োজন!

ক্রিকেটপ্রেমী হিসেবে কেপ টাউন আমাদের পরিচিত নাম। ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ টিভিতে অনেক দেখেছি কেপ টাউনে। সেই কেপ টাউন এখন জলহীন শহর! শহরের মানুষ জলের অভাবে ধুঁকছেন। ট্যাপগুলি রয়েছে কিন্তু জলধারা প্রায় শূন্য। শুকিয়ে যাচ্ছে জলের সকল উৎসমুখ। হাঁসফাঁস করছে মহানগর কেপ টাউন।

কেপ টাউনের তিনদিকে সমুদ্র। কিন্তু তাতে কী? ব্যবহারযোগ্য মিষ্টি জলের চাহিদা তো তাতে মেটে না। মনে পড়ে কোলরিজের বিখ্যাত কবিতা। Water, water, everywhere/And all the board's did shrink;/Water, water, everywhere/Nor any drop to drink.

কেপ টাউনে এখন স্নানে পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারির আশঙ্কা। যেভাবে পেট্রোল পাম্প থেকে পেট্রোল কিনতে হয়, কেপ টাউনে লাইন দিয়ে জল কিনতে হবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের বেশি বরাদ্দ করা হবে না। জলের লুটপাট ঠেকাতে রয়েছে পুলিশ আর আধাসেনা।

তবে দূরের কেপ টাউন নয়, ভারতের সিলিকন ভ্যালি বেঙ্গালুরুও তীব্র সমস্যায় পানীয় জলের জন্য। কোনও সফটওয়্যার নেই, যা বেঙ্গালুরুকে এই সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারে। এমনটা নয় যে ওখানে বৃষ্টির অভাব। বরং পশ্চিমঘাট পর্বতের ফাঁক গলে ধেয়ে আসা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু

ভালোভাবেই বৃষ্টিস্নাত করে ভারতের উদ্যান শহরকে। তবুও গরম পড়লে তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে বেঙ্গালুরুর বাসিন্দাদের। ব্যর্থমনোরথে ঘুরে বেড়াচ্ছে জলের ট্যাংকার। শুষ্ক হ্রদগুলো তাদের আশ্বস্ত করতে পারছে না। অনেকে বৃষ্টির জল ধরার চেষ্টায়।

আসলে মোট সঞ্চিত জলরাশির মধ্যে মাত্র ২.৭% পানযোগ্য স্বাদু জল- এই সত্যটা আমরা প্রায়শই ভুলে যাই। তার মধ্যে আমাদের ব্যবহারযোগ্য মাত্র ০.৩৭%! বাকি হিমবাহ, মেরু, দুর্গম ঝরনা বা এমন কিছু, যা ব্যবহারযোগ্য নয়!

ওই ০.৩৭% নিয়েই যাবতীয় লড়াই...সচেতন না হলে এই বিপদ আমাদের সবার! শিলিগুড়িতেও দেখি পানীয় জলের সমস্যা মেটে না।

মানুষ যত আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছে, গড়েছে আকাশচুম্বী অট্টালিকা। আর রাস্তার ধারে অনবরত ঝরে যাওয়া মুখ খোলা ট্যাপের জলে মিশেছে মানুষের সত্তা, তত সরে গেছে প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দ থেকে।

পুরাতন জীবনে মানুষ নদী, পুকুর, দিঘি, ঝরনার জলে স্নান করত। চাষাবাদ হত বৃষ্টি, বাঁধ, নদী, খাল, বিলের জলে। মাটির তলার জলের ভাণ্ডার ছিল অক্ষত। কিন্তু এখন বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে জলকষ্ট। আগামীতে তা আরও বাড়বে।

আপনার-আমার পাড়ায়, শহরে যে কোনও দিন নেমে আসতে পারে কেপ টাউন বা বেঙ্গালুরু।

কাল বিশ্ব জল দিবসে নতুন করে জলের জন্য চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘ প্রতিবছর বাইশে মার্চ গুরুত্ব সহকারে পালন করে। এর মূল উদ্দেশ্য স্বাদু জলের সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। ১৯৯৩ থেকে প্রতিবছর এই বিশ্ব জল দিবস পালিত হয়। স্থিতিশীল উন্নয়নের ষষ্ঠ লক্ষ্য হল পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা ও সক্রিয় সহযোগিতাই রক্ষা করতে পারে বিশ্বের জলসম্পদ।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৪

পাশাপাশি : ১। চাঁদের আলো ৩। স্বয়ং, নিজে, খাস ৫। হাট-বাজার, গোলা, বাণিজ্য স্থান ৬। সুন্দর, নিপুণ, পেশিবহুল,বলিষ্ঠ ৮। সংক্রামক রোগে বহু মানুষ কিংবা পশুপাখির মৃত্যু ১০। যাচাই ও পরীক্ষা, দোষগুণ বিচার ১২। যে উনুনের তিনটি ঝিক ১৪। চামড়ায় ছাওয়া বড় বাদ্যযন্ত্র, পটহ ১৫। ভাগ্যবান,পয়মন্ত ১৬। নিরুপায়, অক্ষম ।

উপর-নীচ : ১। নির্বিচারে আদেশ মেনে চলে এমন ২। কল্পিত পাতাল ৪। ডাঁশ, বন্য মশা ৭। অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটানা, সংস্রব ৯। মুক্তো ১০। কাচ, আরশি ১১। কর্কশতার ভাব প্রকাশ ১৩। ভেলা,ডোঙা, নৌকা।

সমাধান ■ ৪০৯৩

পাশাপাশি : ১। চারুতা ৩। আরক্তিম ৪। মদিরা ৫। ত্রিভুবন ৭। তরু ১০। কটু ১২। করসেবা ১৪। গোলাম ১৫। জনসেবা ১৬। কণ্টক।

উপর-নীচ : ১। চালিয়াত ২। তামস ৩। আরাত্রিক ৬। বণিক ৮। রুধির ৯। হাবাগোবা ১১। টুকটাক ১৩। গমক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শিক্ষিত স্ত্রীর খোরপোশের দাবি মেনে নেওয়া যায় না

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : চাকরির পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। চাইলে আবার উপার্জন করতে পারেন। এরকম একজন শিক্ষিত মহিলার কেবলমাত্র স্বামীর থেকে খোরপোশের টাকা পাওয়ার জন্য বেকার হয়ে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। ভরণপোষণের আইনটা সহায়সম্বলহীন বিবাহবিচ্ছিন্নাকে সাহায্য করার জন্য তৈরি হয়েছে। কাউকে অলসভাবে অন্যের ঘাড়ে বসে খাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য এই আইন নয়। সম্প্রতি এক দাম্পত্য কলহের মামলায় এমনটাই জানিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট।

ওই দম্পতির ২০১৯ সালে বিয়ে হয় এবং বিয়ের পরই তাঁরা সিঙ্গাপুরে চলে যান। কিন্তু সেখানে মহিলা নিষ্ঠুরতার শিকার হন বলে অভিযোগ। তাই ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতে ফিরে আসেন ওই মহিলা। পরে স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে পারিবারিক আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। স্বামীর থেকে মাসে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার করে ভরণপোষণের আর্জি জানান। কিন্তু সেখানে মহিলার অন্তর্বর্তী খোরপোশের আর্জি খারিজ হয়ে যায়। পারিবারিক আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মহিলা। হাইকোর্টেও মহিলার আর্জি প্রত্যাখ্যাত হয়। এই রায় দেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রধারী সিং।

দিল্লি হাইকোর্ট

ভরণ-পোষণের আইনটা সহায়সম্বলহীন বিবাহবিচ্ছিন্নাকে সাহায্য করার জন্য তৈরি হয়েছে। কাউকে অলসভাবে অন্যের ঘাড়ে বসে খাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য এই আইন নয়।

এই মামলায় অভিযোগকারী মহিলা যথেষ্ট শিক্ষিত। ২০০৬ সালে স্নাতকোত্তর পাশ করেন তিনি। ২০০৫ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত দুবাইয়ে কাজ করতেন তিনি। তবে এরপর থেকে তিনি আর কোনও কাজ করেননি। মহিলার দাবি, তাঁর ডিগ্রি, শেষ চাকরি এবং বিয়ের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় তিনি চাকরি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও মহিলার স্বামীর পালটা যুক্তি, স্ত্রী উচ্চশিক্ষিত এবং নিজে উপার্জন করার ক্ষমতা রাখেন। তাই বেকারত্বের কারণ দেখিয়ে তিনি খোরপোশ চাইতে পারেন না।

দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে আদালত জানিয়েছে, স্ত্রী যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত এবং শারীরিকভাবে সক্ষম। এই ঘটনার ক্ষেত্রে মহিলা যেভাবে নিজেকে পেশ করেছেন, তাতে মনে হয়েছে আদালতকে বোঝাতে চাইছেন যে, তিনি উপার্জনে অক্ষম। এই মামলায় মহিলা অন্তর্বর্তী ভরণপোষণ পাওয়ার যোগ্য নন বলেই মনে করছে আদালত। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং চাকরির পূর্ব অভিজ্ঞতা দেখে এমন কিছু ভাবার কারণ নেই যে, তিনি ভবিষ্যতে নিজের খরচ বহন করতে পারবেন না।

খামচানো, পাজামা ছিঁড়ে টানাটানি ধর্ষণ নয়

এলাহাবাদ, ২০ মার্চ : এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি পর্যবেক্ষণ ঘিরে ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টার সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে আইন বিশারদদের মধ্যে। সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রামমনোহর নারায়ণ মিশ্রের বেঞ্চ বলেছে, একটি মেয়ের স্তন খামচে ধরা, তার পায়জামার দড়ি ছিঁড়ে ফেলা এবং তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাকে কোনওভাবেই ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা বলা যায় না।

হাইকোর্টের মতে, প্রাথমিকভাবে এই ধরনের কার্যকলাপকে গুরুতর যৌন হয়রানি বলা যেতে পারে। এই মর্মে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা (ধর্ষণ) এবং পকসো আইনের ১৮ নম্বর ধারায় (কোনও অপরাধ সংঘটিত করার চেষ্টা) পবন ও আকাশ নামে দুই অভিযুক্তকে নিম্ন আদালত যে সমন পাঠিয়েছিল, তা বদলে দিয়েছে হাইকোর্ট। উচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪-বি (নগ্ন করার উদ্দেশ্যে অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ বা আক্রমণ) এবং পকসো আইনের ৯ ও ১০ নম্বর ধারায় (গুরুতর যৌন হয়রানি) অভিযুক্তদের বিচার করতে হবে।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪-বি (নগ্ন করার উদ্দেশ্যে অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ বা আক্রমণ) এবং পকসো আইনের ৯ ও ১০ নম্বর ধারায় (গুরুতর যৌন হয়রানি) অভিযুক্তদের বিচার করতে হবে।

জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে ১১-১২ বছর বয়সি এক নাবালিকার স্তন খামচে ধরেছিল ওই দুই অভিযুক্ত। এরপর আকাশ নামে এক অভিযুক্ত ওই নাবালিকার পায়জামার দড়ি ছিঁড়ে ফেলে এবং একটি কালভার্টের নীচে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নাবালিকার চিৎকার শুনে পথচলতি মানুষজন এগিয়ে এলে দুই অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের কাসগঞ্জের। সেখানকার নিম্ন আদালতের নির্দেশে ওই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও পকসোর ১৮ নম্বর ধারায় মামলা রুজু হয়। কিন্তু তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে অভিযুক্তদের আইনজীবীরা যুক্তি সাজান, এই মামলাটি কোনওভাবেই ধর্ষণের চেষ্টা অভিযোগে করা যায় না। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪, ৩৫৪-বি এবং পকসোর কিছু ধারায় বড়জোর এই মামলা করা যায়।

হাইকোর্ট বলেছে, আকাশের বিরুদ্ধে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি নির্যাতিতাকে কালভার্টের নীচে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার পায়জামার দড়ি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। সাক্ষীরাও একথা বলেনি যে অভিযুক্ত নির্যাতিতাকে নগ্ন করেছিল। হাইকোর্ট এও জানিয়েছে, তথ্যপ্রমাণ এবং সাক্ষীদের বয়ান থেকে এই অভিযুক্ত যে ধর্ষণ ঘটাতে সংকল্পবদ্ধ ছিল, এমনটা কোনও তথ্যপ্রমাণ বা সাক্ষীদের বয়ান থেকে পাওয়া যায়নি।

নিভৃতবাসে সুনীতারা

ওয়াশিংটন, ২০ মার্চ : সুনীতা উইলিয়ামস, তাঁর সঙ্গী নভশ্চর বুচ উইলমোর এবং আরও দুই মহাকাশচারী আপাতত নিভৃতবাসে রয়েছেন। সুনীতা এবং বুচ ৪৫ দিনের নিভৃতবাসে থাকবেন। দীর্ঘ দিন মাধ্যাকর্ষণবিহীন মহাকাশে থাকার পর তাঁরা পৃথিবীর জল-হাওয়ার সঙ্গে আর পাঁচটা মানুষের মতোই অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন কি না, সেদিকে নজর রাখবেন চিকিৎসকরা। অন্যদিকে, সুনীতাদের মহাকাশ থেকে ফেরাতে কত টাকা খরচ হয়েছে, তা প্রকাশ্যে এসেছে।

এলন মাস্কের মালিকানাধীন সংস্থা স্পেসএক্স-এর ফ্যালকন ৯ রকেট মহাকাশযান ড্রাগন ক্যাপসুলকে পৌঁছে দিয়েছিল নির্দিষ্ট কক্ষপথে। ২০২৪ সালে কেবল এই রকেট উৎক্ষেপণের খরচ ছিল ৬৯ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫৯৫ কোটি টাকা। তবে সুনীতারা যে যানে সওয়ার হয়ে পৃথিবীতে নেমেছেন, সেই ড্রাগন ক্যাপসুলের খরচ ধরলে মোট খরচের পরিমাণ হয় প্রায় ১,৪০০ কোটি মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় ১২ হাজার কোটি টাকারও বেশি। মজার ব্যাপার, আগামী অর্থবর্ষে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত দপ্তরের বার্ষিক বাজেট ১২,৪১৬ কোটি টাকা।

'ভারতে গেলে মরে যাব'

ওয়াশিংটন, ২০ মার্চ : ২৬/১১-র মুম্বই সন্ত্রাসে অভিযুক্ত তাহাউর রানাকে ভারতে বিচারের জন্য ফেরত পাঠানোর মামলায় মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়। তাতে সিলমোহর দিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তা যাতে রূপায়িত না হয় সেজন্য সর্বোচ্চ আদালতে প্রত্যর্পণ স্থগিতের আবেদন করেন রানা। আর্জি বাতিল হয়। বিচারপতি এলিনা কাগন তা নাকচ করে দেন। তারপর ফের ভারতে প্রত্যর্পণ স্থগিত করার জন্য মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন রানা। প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের এজলাসে আবেদন করা হয়েছে। আবেদনপত্রে রানা লিখেছিলেন, 'আমি পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এবং মুসলিম। তাই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমার ওপর অত্যাচার চালাবেন বলে আশঙ্কা করছি।' আবেদনের কপি বিচারকদের দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে কনফারেন্সের নির্ধারিত তারিখ হল ৪ এপ্রিল। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, তাহাউর রানা প্রত্যর্পণ স্থগিত চেয়ে আবেদন পুনর্নবীকরণ করেছেন। রানা তাঁকে ভারতে প্রত্যর্পণ না করার জন্য শারীরিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রখর দারুণ অতি দীর্ঘ দগ্ধ দিন... তাপপ্রবাহে জেরবার বেঙ্গালুরু। ছাতাই সম্বল পড়ুয়াদের। বৃহস্পতিবার।

খুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভাগ্নে

পাটনা, ২০ মার্চ : বিহারে বিধানসভা ভোটের মুখে লাগাতার খুন-জখমের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে নিশানা করছে বিরোধী দল আরজেডি এবং কংগ্রেস। এবার খুনের ঘটনা ঘটল দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের বাড়িতে। বৃহস্পতিবার সকালে ভাগলপুরের নগাছিয়ার জগৎপুর গ্রামে নিজেদের বাড়িতে ট্যাপকলের জল নিয়ে অশান্তি শুরু হয় নিত্যানন্দ রাইয়ের দুই ভাগ্নে বিশ্বজিৎ ও জয়জিৎ যাদবের পরিবারের মধ্যে। দুই ভাইয়ের স্ত্রীদের মধ্যে কলতলার ঝগড়া চলাকালীন বিশ্বজিৎ এবং জয়জিৎ মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। রাগের বশে হঠাৎই একে অন্যের দিকে বন্দুক তাক করেন তাঁরা। দুজনেই পরস্পরকে লক্ষ করে গুলি চালান। দুজনকে থামাতে ঘটনাস্থলে হাজির হন তাঁদের মা হিনা দেবী। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনজনকে স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ্বজিৎকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। জয়জিতের অবস্থা সংকটজনক। তাঁর অতীত অপরাধের খতিয়ান খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, দুই ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বনিবনা নেই।

ছত্তিশগড়ে নিহত ৩০ মাওবাদী

রায়পুর, ২০ মার্চ : আবার ছত্তিশগড়ে মাওবাদী দমন অভিযানে বড় সাফল্য পেল যৌথবাহিনী। বস্তার অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুটি অভিযানে এই সংঘর্ষ হয়। দু'পক্ষের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরও। আরও অন্তত দু'জন জখম।

বুধবার রাতে নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালায়। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা নাগাদ বিজাপুর ও দান্তেওয়াড়ার সংযোগস্থলে গভীর জঙ্গলে মাওবাদী গেরিলাদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে অন্তত ২৬ মাওবাদী নিহত হয়। উলটোদিকে প্রাণ হারান বিজাপুর জেলা রিজার্ভ গার্ডের এক জওয়ান।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ১৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং তল্লাশি অভিযান চলছে। তিনি বলেন, 'এটি বড় সাফল্য। আমাদের বাহিনী ২৬ জন মাওবাদীকে হত্যা করেছে এবং তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সংঘর্ষে আমাদের এক জওয়ান শহিদ হয়েছেন।'

উত্তর বস্তারের কাঁকেড় জেলায় আরেকটি সংঘর্ষে বিএসএফ এবং ডিআরজি'র যৌথ অভিযানে চার মাওবাদী নিহত হয়। সেখানে অবশ্য কোনও নিরাপত্তা কর্মী হতাহত হননি। এদিনের অভিযানের প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'নিরাপত্তা বাহিনী নকশালমুক্ত ভারত অভিযানে আরেকটি বড় সাফল্য অর্জন করেছে।'

চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে ১০৩ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। গত বছর বস্তারে ২১৯ জন মাওবাদী নিহত হয়। ১৯ জানুয়ারি থেকে ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা আন্তঃরাজ্য অভিযান চালাচ্ছে যৌথবাহিনী। ইতিমধ্যে সংঘর্ষে দুশোর বেশি মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে তিন রাজ্যে।

গাজাকে সমর্থন, আটক ভারতীয়

নিউ ইয়র্ক, ২০ মার্চ : প্যালেস্তাইনের সমর্থনে কথা বলার অভিযোগে আরও এক ভারতীয় গবেষককে আটক করা হল আমেরিকায়। পাশাপাশি তাঁর ভিসাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মার্কিন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দপ্তর (ডিএইচএস) জানিয়েছে, ভারতীয় ওই গবেষকের নাম বদর খান

আমেরিকা

সুরি। 'ইহুদি-বিদ্বেষ ছড়ানো' এবং প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে 'সম্পর্ক' রাখার অভিযোগে চলতি সপ্তাহের সোমবার তাঁকে ভার্জিনিয়ায় বাড়ির সামনে থেকে আটক করেন মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষের মুখোশধারী এজেন্টরা।

তারও কয়েকদিন আগে হামাসকে সমর্থন করার অভিযোগে আমেরিকা ছাড়তে বাধ্য করা হয় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রী রঞ্জিনী শ্রীনিবাসনকে।

ডিএইচএসের দাবি, রঞ্জিনী 'জঙ্গিগোষ্ঠী' হামাসের সমর্থনে আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তারপরই একই অভিযোগে গবেষক-অধ্যাপক সুরিকে ধরা হল। ভারতের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সুরি বেশ কয়েক বছর ধরে মার্কিন মুলুকের বাসিন্দা। বিয়ে করেছিলেন মার্কিন এক মহিলাকে।

সুরির আইনজীবী জানিয়েছেন, আপাতত অভিবাসন আদালতে শুনানির তারিখের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁর মক্কেল। সুরির বিরুদ্ধে মার্কিন অভিবাসন আইনের একটি খুব কম ব্যবহৃত ধারা ব্যবহার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই ধারা অনুযায়ী, যে সব অভিবাসী আমেরিকার জন্য 'ক্ষতিকর', তাঁদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে পারে বিদেশ দপ্তর।

পঞ্জাব সীমানা থেকে উৎখাত কৃষকরা

চণ্ডীগড়, ২০ মার্চ : এতদিন দেশের অন্নদাতাদের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, জল কামান ছোড়ার মতো একাধিক বলপ্রয়োগের পথে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল হরিয়ানার বিজেপি সরকারের পুলিশকে। এবার সেই পথে পা বাড়াল পঞ্জাবের আপ সরকারও। একবছরেরও বেশি সময় ধরে পঞ্জাব এবং হরিয়ানার মধ্যে শাম্ভু ও খানাউরি সীমানায় অবস্থানরত কৃষকদের বুধবার সন্ধ্যায় রীতিমতো মেরেধরে উৎখাত করল ভগবন্ত মান সরকারের পুলিশ। বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় কৃষকদের অস্থায়ী আস্তানাগুলি। আটক করা হয় সারওয়ান সিং পান্ধের, জগজিৎ সিং ডাল্লেওয়ালের মতো প্রায় ২ শতাধিক কৃষক নেতাকে। মধ্যরাতেও চলে পুলিশি অভিযান।

মান সরকারের এহেন ভূমিকাকে কৃষকবিরোধী বলে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে কংগ্রেস। সংযুক্ত কিষান মোর্চা (অরাজনৈতিক) এবং কিষান মজদুর মোর্চা বৃহস্পতিবার

দেশজুড়ে ডেপুটি কমিশনারদের দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভের ডাক দেয়। পঞ্জাবে চাক্কা জ্যাম কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে কৃষক সংগঠনগুলি। ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা সামাজিক মাধ্যমে ডাল্লেওয়ালকে আটকের একটি ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, 'পঞ্জাবে আপ সরকার কৃষকদের বিরুদ্ধে যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' হরিয়ানা সরকার আগেই কৃষকদের দিল্লি অভিমুখে যাত্রা ঠেকাতে বলপ্রয়োগের রাস্তায় হেঁটেছিল।

মার সৌরভের স্ত্রী-প্রেমিককে

লখনউ, ২০ মার্চ : মিরাটের মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুতের খুন হয়ে যাওয়া ও তাঁর দেহকে ১৫টি খণ্ড করার ঘটনায় ফুঁসছে গোটা মিরাট। বুধবার বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের আদালতে তার কিছুটা বহিঃপ্রকাশ ঘটল। আইনজীবীদের হাতে ব্যাপক ধোলাই খেলেন অফিসারের স্ত্রী ধৃত মুশকান রাস্তোগি ও তাঁর প্রেমিক সাহিল শুক্লা। ঘটনাটি ঘটেছে আচমকা। সাহিলের জামা ছিঁড়ে দিয়েছেন আইনজীবীরা। চলে কিল, চড়। কোনও রকমে সাহিল ও মুশকানকে নিয়ে পুলিশ আদালত চত্বর থেকে বেরিয়েছে। এদিন শুনানির জন্য তাদের আদালতে নিয়ে আসা হয়। মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট দু'জনকেই ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজত দিয়েছেন। মৃত সৌরভের মা জানিয়েছেন, তাঁর নাতনি পড়শিদের বার বার বলেছে, বাবাকে তো ড্রামের মধ্যে রাখা হয়েছে। তাঁর ধারণা, ছ'বছরের মেয়েটি নিশ্চয়ই কিছু দেখেছিল। রেণুদেবী বলেন, 'পড়শিরাই আমাকে একথা জানিয়েছেন।' তিনি এও জানান, যে বাড়িতে তাঁর বউমা মুশকান ভাড়া থাকতেন, সেই বাড়ির মালিক সংস্কারের জন্য বাড়ি খালি করতে বলেন।

মণিপুর এখনও থমথমে

ইম্ফল, ২০ মার্চ : দু-দিন ধরে হমার ও জোমি সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তির জেরে এখনও থমথমে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা। সেখানে কার্ফিউ জারি থাকায় নতুন করে সংঘর্ষের কোনও ঘটনা ঘটেনি ঠিকই। কিন্তু পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি সেখানে। স্কুল, কলেজ বন্ধ রয়েছে। ঝাঁপ খোলেনি কোনও দোকানেরও। চার্চের ধর্মগুরু এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও শান্তি ফেরাতে লাগাতার বৈঠক করছেন। বুধবার রাতে ফ্ল্যাগ মার্চ করে নিরাপত্তা বাহিনীও। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসার জেরে একজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন অনেকে। চূড়াচাঁদপুর শহরে মূলত জোমি সম্প্রদায়েরই বাস। তবে কিছু এলাকায় হমার এবং কুকিরাও থাকেন। মণিপুরে বর্তমানে রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে। কুকি বনাম মেইতেই সংঘর্ষে প্রায় দু-বছর ধরে অশান্ত মণিপুর।

কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস নিয়ে উত্তপ্ত সংসদ

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : তামিলনাড়ুতে কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস করা নিয়ে বিতর্কের জেরে বৃহস্পতিবার পণ্ড হল সংসদের উভয় কক্ষের কাজকর্ম। 'ফেয়ার ডিলিমিটেশন', 'তামিলনাড়ু উইল ফাইট', 'তামিলনাড়ু উইল উইন'-এর মতো একাধিক স্লোগান লেখা টি শার্ট পরে এদিন লোকসভায় এসেছিলেন ডিএমকে সাংসদরা। কেন্দ্রের সমালোচনা করে এভাবে টি শার্ট পরায় বিরোধী সাংসদদের তিরস্কার করেন স্পিকার ওম বিড়লা। সভার কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, সেই জন্য তাঁদের ওই টি শার্ট খুলে ফেলতেও বলেন তিনি। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেননি ডিএমকে সাংসদরা। স্পিকার বলেন, 'কিছু সদস্য সভার মর্যাদা এবং পবিত্রতা রক্ষা করছেন না। টি শার্ট পরে সংসদে আসা সংসদীয় মর্যাদার পরিপন্থী।'

রুল ৩৪৯-এর উল্লেখ করে স্পিকার বলেন, 'আপনারা যদি টি শার্ট পরে সভায় আসেন এবং তাতে যদি কোনও স্লোগান লেখা থাকে, তাহলে সভা পরিচালিত হতে পারে না। আপনারা যদি টি শার্ট খুলে আসেন, তবেই একমাত্র সভা চলতে পারে।' ডিএমকে সাংসদরা স্পিকারের কথায় কর্ণপাত না করে ডিলিমিটেশন নিয়ে সরব হন। কিন্তু তিনি তা শুনতে না চাইলে প্রথমে বেলা ১২টা পর্যন্ত লোকসভার কাজ মুলতুবি হয়ে যায়। পরে সভার কাজ ফের চালু হলেও হট্টগোলের জেরে দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা। একই ছবি দেখা যায় রাজ্যসভাতেও। টি শার্ট পরা ডিএমকে নেতাদের হইচইয়ের জেরে দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের উচ্চকক্ষ। সংসদের বাইরেও কানিমোঝি, তিরুচি শিবার মতো ডিএমকে নেতারা ডিলিমিটেশন বিতর্কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এদিন।

৭৬ হাজারে উঠল সেনসেক্স

মুম্বই, ২০ মার্চ : টানা চার দিনের উত্থানে সেনসেক্স ফের উঠে এল ৭৬ হাজারের ঘরে। দিনের শেষে সেনসেক্স ৮৯৯.০১ পয়েন্ট উঠে ৭৬৩৪৮.০৬ পয়েন্টে পৌঁছেছে। নিফটি ২৮৩.০৫ পয়েন্ট উঠে ২৩১৯০.৬৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন সূচকের এই উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে বিদেশি লগ্নিকারীদের শেয়ার বিক্রির হার কমে যাওয়া, কম দামে শেয়ার কেনার হিড়িক, মূল্যবৃদ্ধির হার কমে যাওয়া ইত্যাদি। এর পাশাপাশি মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের চলতি বছরে আরও দু-দফায় সুদের হার কমানোর ইঙ্গিত, ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্যবৃদ্ধিও সূচকের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সূচক উঠলেও লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকারই পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিন যে সংস্থাগুলির শেয়ারদর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে তার মধ্যে অন্যতম ভারতী এয়ারটেল, টাইটান, ব্রিটানিয়া, বিপিসিএল, বাজাজ অটো, আইশার মোটরস, ভারত ইলেক্ট্রনিক্স, হিন্দ ইউনিলিভার, টিসিএস, ইনফোসিস ইত্যাদি।

গাজায় হত ৯৫

জেরুজালেম, ২০ মার্চ : প্যালেস্তাইনের গাজা উপত্যকায় বৃহস্পতিবার হামলা অব্যাহত রাখল ইজরায়েলের আইডিএফ। গাজাজুড়ে ইজরায়েলি হানায় অন্তত ৯৫ জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার থেকে আক্রমণ জারি রেখেছে নেতানিয়াহু সরকার। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গত ১৮ মার্চ থেকে হামলায় এখনও পর্যন্ত ৭১০ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলা ও শিশু। আহতের সংখ্যা ৯০০। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেছেন গাজায়। তিনি জানিয়েছেন, অধিকৃত গাজা ভূখণ্ডে আক্রমণ তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে। গতকাল গাজায় স্থল অভিযান শুরুর ঘোষণা করেছিল ইজরায়েল বাহিনী।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা এক্স-এর

বেঙ্গালুরু, ২০ মার্চ : এলন মাস্কের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুসম্পর্কের কথা গোপন নয়। অথচ মাস্কের সংস্থা এক্স (পূর্বতন টুইটার) এবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে হঠাৎই আইনি যুদ্ধে নেমে পড়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৭৯ (৩)(বি) ধারাকে কেন্দ্র যেভাবে ব্যবহার করছে, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কর্ণাটক হাইকোর্টে একটি মামলা করেছে মাস্কের সংস্থা।

এক্সের বক্তব্য, ওই আইনের মাধ্যমে অনলাইনে বিষয়বস্তুর ওপর অবৈধভাবে নিয়ন্ত্রণ চাপানো হচ্ছে যা আগামীদিনে সেন্সরশিপের দিকে এগোতে পারে। সরকারের এমন অবস্থানে ভারতে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে বলেও জানিয়েছে এক্স। তারা জানিয়েছে, ভারতে তাদের ব্যবসা নির্ভর করছে এক্স ব্যবহারকারীরা ওই মাধ্যমে আইনগত তথ্য শেয়ার করতে পারছেন কি না তার ওপর। কিন্তু একতরফাভাবে যদি ব্লক করার নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে এক্সের প্ল্যাটফর্ম তো বটেই, ব্যবহারকারীদের আস্থাও হারাবে তারা। হাইকোর্ট বলেছে, সরকার যদি সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর পদক্ষেপ করে তাহলে তারা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক কীভাবে বিভিন্ন মন্ত্রক, রাজ্য এবং পুলিশ সংস্থাগুলিকে কনটেন্ট ব্লক করার সমান্তরাল ব্যবস্থা করতে উৎসাহ দিচ্ছে সেই কথাও জানিয়েছে এক্স। এই ব্যাপারে গত বছর ফেব্রুয়ারিতে রেলমন্ত্রকের একটি নির্দেশ উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছে তারা।

মাস্কের সংস্থার অভিযোগ, কেন্দ্রের আচরণে অনলাইনে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকারও খর্ব হচ্ছে। এক্স দাবি করেছে, আইনি প্রক্রিয়া এড়িয়ে বেআইনিভাবে অনলাইন বিষয়বস্তু আটকে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারি এজেন্সিগুলি যেমনটা চাইবে তেমনটা যদি কনটেন্ট ব্লক করা না হয়, তাহলে এক্স আইনি সুরক্ষাকবচ খোয়াবে। কীভাবে অনলাইন কনটেন্ট ব্লক করতে হবে তা সুপ্রিম কোর্ট বিস্তারিতভাবে ২০১৫ সালে শ্রেয়া সিংঘল মামলায় বলে দিয়েছিল।

ফিনল্যান্ড সবচেয়ে সুখী, ভারত ১১৮

লন্ডন, ২০ মার্চ : ফিনল্যান্ডকে দেখে বলতে ইচ্ছা করে 'তোমার মতন সুখী কে আছে... আয় সখী, আয় আমার কাছে!' তবে তাদের কাছে আসা ভারতের পক্ষে তো খুব সহজ নয়। কারণ, বৃহস্পতিবার 'বিশ্ব সুখ সূচক'-এর যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ফের এক নম্বরে স্থান

বিশ্ব সুখ সূচক ২০২৫

হয়েছে ফিনল্যান্ডের। আর ১৪৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হয়েছে ১১৮ নম্বরে।

গত বছর ভারতের স্থান ছিল ১২৬-এ। ফলে সুখের সন্ধানে গত এক বছরে ভারতও কিছুটা সফল বলা যায়! অন্যদিকে এই নিয়ে পরপর আটবার ফিনল্যান্ড শীর্ষস্থান দখল করেছে। তালিকার প্রথম কুড়িটি দেশের বেশিরভাগই ইউরোপের। আমেরিকা (২৪) এবং ব্রিটেন (২৩) আগের তুলনায় যে অসুখী হয়েছে, তার প্রতিফলন ঘটেছে সমীক্ষায়। তবে এবারই প্রথম সেরা দশে স্থান করে নিয়ে কোস্টারিকা (৬) এবং মেক্সিকো সকলকে চমকে দিয়েছে।

পড়শি দেশগুলির মধ্যে ভারতের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে চিন (৬৮), নেপাল (৯২) এবং পাকিস্তান (১০৯)। ভারতের চেয়ে বেশ খানিকটা নীচে রয়েছে শ্রীলঙ্কা (১৩৩) এবং বাংলাদেশ (১৩৪)। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ২০২৫'-এ ১৪৭টি দেশের মধ্যে ভারত রয়েছে ১১৮তম স্থানে।

সেরা ১০

১.	ফিনল্যান্ড
২.	ডেনমার্ক
৩.	আইসল্যান্ড
৪.	সুইডেন
৫.	নেদারল্যান্ডস
৬.	কোস্টারিকা
৭.	নরওয়ে
৮.	ইজরায়েল
৯.	লুক্সেমবার্গ
১০.	মেক্সিকো

তালিকায় সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। আফগান মহিলাদের বক্তব্য অনুযায়ী, কাবুলিওয়ালার দেশে জীবনযাত্রা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। আফগানিস্তানের পরেই রয়েছে সিয়েরা লিওন ও লেবানন।

সামাজিক সহায়তা, প্রতি ব্যক্তির জিডিপি, গড় আয়ু, স্বাধীনতা, উদারতা এবং দুর্নীতি—এই ছয়টি বিষয় বিবেচনা করে বিশ্ব সুখ সূচকে বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান তৈরি করা হয়। এবার ভারত 'সামাজিক সহায়তা' সূচকে অন্যান্য বারের চেয়ে তুলনামূলক ভালো স্কোর করেছে। সমীক্ষকদের বক্তব্য, ভারতের বৃহৎ জনগোষ্ঠী, সম্প্রদায়ভিত্তিক জীবনযাত্রা ও যৌথ পরিবার ব্যবস্থার কারণে এই সূচকে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তবে 'স্বাধীনতা' সূচকে ভারতের অবস্থান খুবই দুর্বল। ভারতীয়দের একটি বড় অংশ মনে করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত ও পছন্দ প্রকাশের সুযোগ কম এবং সামাজিক কাঠামোগত বৈষম্য অসন্তোষ বাড়ায়।

স্কুল শিক্ষার বেহালহকিত

শিক্ষক-পড়ুয়ার দূরত্বে বিপন্নতা বাগানে

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক মানচিত্রে সবচাইতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ অংশ, পাহাড় ও চা বাগান এলাকা। সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো আর পঠনপাঠনের মান নিয়ে অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। সেই সুযোগ নিয়ে বেসরকারি স্কুলগুলোর রমরমা। সমতলে সরকারি স্কুলে যতটুকু নজর দেওয়া হয়, ওই দুই এলাকায় আলো পড়ে তার চেয়ে কম। পাহাড় ও চা বাগানের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার কী অবস্থা, জানার চেষ্টা করলেন দুই সাংবাদিক।

শুভজিৎ দত্ত

ডুয়ার্সের চা শিল্পের বয়স দেড়শো। তরাইয়ে তার চেয়ে বেশি। প্রয়োজনের তাগিদে চা বলয়ে একের পর এক স্কুল গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ আমলেই। পরে সেসব সরকার কিংবা সরকারপোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সেইসব স্কুলের কয়েকটি শতবর্ষ পেরিয়েছে, কোনওটা বা দোরগোড়ায়। প্রাচীন সেই প্রতিষ্ঠানগুলো এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যা ছাত্র ও স্কুল, দু'পক্ষেরই।

স্কুলগুলির এই অবস্থার খোঁজখবরে বেশকিছু কারণ উঠে এসেছে। চা বলয়ের অলিগলিতে ইংরেজিমাধ্যম বেসরকারি স্কুল গড়িয়ে ওঠা একটা কারণ বটে। তবে আগের মতো আর চা বাগান মালিকদের সরকারি স্কুলের যত্ন না নেওয়া সংকটের আরেকটি দিক। সেইসঙ্গে শিক্ষকদের স্কুলের এলাকায় না থাকা, পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের সান্নিধ্যের অভাব, সন্তানের প্রতি অভিভাবকের নজরে ঘাটতি পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক না থাকা, পড়ুয়াদের মাতৃভাষা আর পড়ানোর ভাষার পার্থক্য ইত্যাদি দুর্বল করেছে চা বাগানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে।

এক-এক করে কারণগুলি আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, কিন্ডার গার্টেন, নার্সারি থেকে শুরু করে বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম হাইস্কুলের সংখ্যাধিক্য। যে স্কুলগুলি এজেন্ট নিয়োগ করে ছেলেমেয়ে জোগাড় করে। শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার বহু আগে শুরু হয়ে যায় ওই এজেন্টদের তৎপরতা। অভিভাবকরা ধারদেনা করে হলেও ঝাঁ চকচকে স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করতে মরিয়া হন। স্টাইপেন্ড বা অন্য সুযোগসুবিধার জন্য আবার কেউ কেউ নাম লিখিয়ে রাখেন সরকারি স্কুলে। লুকসানের একটি স্কুলে বছর তিনেক আগেও একাদশ শ্রেণিতে আড়াইশোর বেশি ছাত্র ছিল। চলতি বছরে সেই সংখ্যা পঞ্চাশের ঘর ছোঁয়নি।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষকের এমন অভাব যে, এক বিষয়ের শিক্ষককে অন্য বিষয়ের ক্লাস নিতে হচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একসময় বিজ্ঞান বিভাগ থাকলেও অনেক স্কুলে বন্ধ করে দিতে হয়েছে শিক্ষক ও পড়ুয়া- দুইয়ের অভাবে। চা বাগানে বাঙালির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় বাংলামাধ্যমের স্কুলগুলোতে পড়ুয়া সংখ্যায় এমনিতেই ভাটার টান। এই জনবিন্যাসগত পরিবর্তন এবং বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমের প্রতি অমোঘ আকর্ষণে বাগানের সরকারি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা কমছে।

তৃতীয়ত, আগের মতো পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক ও তাঁদের সহকর্মীদের নিয়মিত যোগাযোগ থাকছে না। আগে বাগান মালিকরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা টিআইসিদের কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে দিতেন। সেই সুবাদে ২৪ ঘণ্টা বাগানে তাঁদের উপস্থিতিতে এবং চেষ্টায় পড়ুয়ারা লেখাপড়ায় আগ্রহী হত। পড়াশোনার পরিবেশ থাকত বাগানে। এখন বহু শিক্ষক বাইরে থেকে বাগানে যাতায়াত করেন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পর তাঁদের সান্নিধ্য আর পায় না বাগানের পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। এই সান্নিধ্য বাধ্যতামূলক নয়, এর মূল্য অনেক।

চতুর্থত, ভাষার সমস্যা। বাগানের বিদ্যালয়গুলোর পড়াশোনার মাধ্যম যে ভাষা, হাতেগোনা কিছু পড়ুয়া বাদ দিয়ে বাকিদের মাতৃভাষা তার চেয়ে আলাদা। ৭৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বানারহাট হাইস্কুলে বাংলায় পড়াশোনা হলেও চা বাগান থেকে যে পড়ুয়ারা আসে, তাদের কারও মাতৃভাষা কুরুখ, কারও মুন্ডারি বা সাঁওতালি। আদিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পড়ুয়াদের সংযোগকারী ভাষা আবার সাদরি। একই কথা বলা যেতে পারে তরাইয়ের মোহরগাঁও-গুলমার ইলা পালচৌধুরী মেমোরিয়াল হাইস্কুলকে নিয়ে। মাধ্যম হিন্দি। পড়ুয়াদের সিংহভাগের মাতৃভাষা আলাদা। ফলে বাড়িতে এক ভাষার চর্চা, বিদ্যালয়ে আরেক ভাষায় পড়াশোনা।

এই সমস্যা অবশ্য অনেক আগে থেকেই। কিন্তু সেই সময় শিক্ষকদের অনেকে বাগানে থাকতেন বলে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতেন। ফলে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথোপকথন সহজ হত। এখন দুই পক্ষের মধ্যে দূরত্ব অনেক। পঞ্চম সমস্যাটিও পুরোনো। ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ তেমন নেই। অভিভাবকদের মধ্যে নজরদারির অভাব আছে। তাছাড়া বহু শ্রমিক পরিবারের কর্তা বাড়তি রোজগার করতে ভিনরাজ্যে থাকেন। স্ত্রী বাগানের কাজ করেন। সন্তানদের দিকে নজর দেওয়ার কেউ নেই।

ষষ্ঠ সমস্যাটি বরাবরের। বহুক্ষেত্রে বাড়ি থেকে স্কুলের যা দূরত্ব, তাতে পড়ুয়াদের যাতায়াত করতে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। যেমন, নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগানের ছেলেমেয়েরা দুই থেকে তিন শিফটে স্কুলগাড়িতে যাতায়াত করে। ২০ কিলোমিটার দূরের নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছুটির পর শেষ শিফটে যারা বাড়ি ফেরে, তারা এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে বইপত্র নিয়ে বসার ইচ্ছেটা থাকে না।

সমস্যা আরও বহু। চা বাগানের স্কুলগুলোতে প্রশস্ত সবুজ মাঠের হয়তো অভাব নেই। তবে নিয়মিত খেলাধুলোর চর্চা তেমন নেই। বছরে একবার শুধু ঘটা করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। খোখো থেকে কাবাডি ও হকি, এমনকি আমআদমির খেলা ফুটবলের অনুশীলনও একেবারে কম। পরিকাঠামো উন্নয়নে আর্থিক অনুদান, নিখরচায় বিদ্যুৎ সংযোগ, আলো-পাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি বাগান মালিকরা আর করে না। অথচ চা মালিকদের বৃহত্তম সংগঠন ডিবিআইটিএ একসময় স্কুলে স্কুলে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ তৈরি করে দিত। সেসব এখন অতীত।

বেসরকারি শিক্ষার ইঁদুর দৌড়ে সর্বনাশ পাহাড়ে

রণজিৎ ঘোষ

শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে নয়, বিদেশ থেকেও প্রচুর ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার গন্তব্য দার্জিলিং বা কালিম্পং। যদিও সেইসব ছেলেমেয়ের পড়াশোনার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হাতেগোনা। এর বাইরে যে সামগ্রিক সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা, তার ছবিটা অত্যন্ত শোচনীয়। প্রায় প্রত্যেকটি স্কুলের ভবনের দশা বেহাল, পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার তাগিদ নেই প্রশাসনের।

বেকারত্ব বড় সমস্যা পাহাড়ে। অন্যের জমিতে মজুরি খেটে বা পিঠে মাল বয়ে রোজগার যেখানে অধিকাংশের ভবিতব্য, সেখানে সন্তানের শিক্ষার জন্য বেসরকারি ব্যবস্থাকে বাধ্য হয়ে আঁকড়ে ধরতে হয় অনেক অভিভাবককে। যা তাঁদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। অথচ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে একটু নজর দিলেই দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিনা বা স্বল্প খরচে উন্নত শিক্ষা পেতে পারে।

দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে ৭৮৪টি প্রাথমিক এবং ৩৯৯টি উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কোথাও একজন স্থায়ী শিক্ষক থাকলে আরও চারজন স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক নিয়ে স্কুল চালাতে হচ্ছে। এই স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষকদের নিয়োগ করেছিল দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি)। বহু আন্দোলনের পরেও তাঁদের স্থায়ী শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

এর মধ্যে অনেকে বয়সজনিত কারণে কাজটি ছেড়েছেন। কেউ কেউ এখনও আশায় বুক বেঁধে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক মিলিয়ে পাহাড়ে প্রায় ১১০০ শিক্ষকপদ শূন্য। কবে পূরণ হবে, জানে না জিটিএ। স্কুল ভবনগুলির অবস্থা খুব খারাপ। ডিজিএইচসি'র আমলে অর্থাৎ ৩০-৩৫ বছর আগে তৈরি বেশিরভাগ বিল্ডিংয়ের ছাদ চুইয়ে বর্ষায় জল পড়ে। কোথাও দেওয়াল হেলে গিয়েছে, কোথাও স্কুল ভবনের দেওয়াল ভাঙা। দরজা, জানলা ভাঙাচোরা। নথিপত্র সামলে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ।

২০০৭ সাল থেকে পাহাড়ের সরকারি স্কুলের দিকে তেমন নজর পড়েনি ডিজিএইচসি বা জিটিএ'র। ২০১২ সালে জিটিএ তৈরি হওয়ার পরেও স্কুলগুলোর জন্য কোনও বরাদ্দ হয়নি। হাল ফেরাতে উদাসীন পার্বত্য প্রশাসন এবং রাজ্য সরকার। যার জেরে সব স্কুলে পড়ুয়া কমেছে। সবথেকে খারাপ অবস্থা প্রাথমিক স্কুলগুলোর। কোনও বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সংখ্যা ৪০-৫০, কোনওটিতে ৯০-১০০। চালিশধুরা, ছয় মাইল বাজার, গ্লেনবার্ন টি এস্টেট, ভাইসাতের, লাবধা ও রামজু ভ্যালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সংখ্যা ১০০-র গণ্ডিতে আটকে।

কয়েকটির অবস্থা অবশ্য তুলনামূলক ভালো। পড়ুয়া সংখ্যা ১৫০-২০০। প্রায় প্রতি শিক্ষাবর্ষে অনেক অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েকে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন বাধ্য হয়ে। সেখানে পড়াশোনায় প্রচুর খরচ। কিন্তু কিছু করার নেই অভিভাবকদের।

সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। সেদিকে নজর না দিয়ে বেসরকারি স্কুলকে নানাভাবে সুবিধা পাইয়ে দিতে তৎপর প্রশাসন। তাই পাহাড়ের অভিভাবকদের দিন-রাতের পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থের বেশিরভাগ যাচ্ছে সন্তানের লেখাপড়ায়। সম্প্রতি সমতলের মতো স্কুল ইউনিফর্মের বদলে পাহাড়ের সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের ব্লেজার দেওয়ার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। লালকুঠিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ব্লেজার বানানোর খরচের হিসাব চেয়ে পাঠিয়েছে রাজ্য। সম্ভবত আগামী শিক্ষাবর্ষ বা তার আগে পড়ুয়ারা ব্লেজার পাবে।

কিন্তু যেখানে উন্নতির পরিকল্পনা এবং আর্থিক বরাদ্দই নেই, সেখানে শুধু ব্লেজার দিয়ে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়ুয়াদের ধরে রাখা যাবে তো?

উৎসব দিল দায়িত্ববোধের বার্তা

দামিনী সাহা

নান্দনিক পরিবেশে চিন্তন ও সংস্কৃতি মিলেমিশে কীভাবে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে সেটাই 'নর্থ-ইস্ট ইউথ ফেস্টিভাল' দারুণভাবে দেখিয়ে দিল। সম্প্রতি গ্যাংটকের পিলোর স্টেডিয়ামে এই উৎসব আয়োজিত হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গকে প্রতিনিধিত্ব করতে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে একটি দল ১৬ মার্চ সিকিমে পৌঁছায়। ওই দলে আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক জয়দেব সিং, আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্রী অঙ্কিতা আইচ ও অস্মিতা বণিক, আলিপুরদুয়ার কলেজের চতুর্থ সিমেস্টারের পড়ুয়া অরূপ সেনগুপ্ত ও পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায় মহাবিদ্যালয়ের চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্র অরিজিৎ বর্মন উপস্থিত ছিলেন। এই পড়ুয়ারা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেখানে তাঁদের চিন্তাধারা উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি, বহু নতুন অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে পরবর্তী দিন থেকে চিন্তন ভবনে লাইফ স্কিল প্রোগ্রাম, কুইজ কম্পিটিশন এবং অন্যান্য সৃজনশীল কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক ও সেমিনারের সদস্যরা তরুণদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন। অধ্যাপক জয়দীপ সিং বললেন, 'উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (এনএসএস) টিমের জন্য মোটিভেশনাল ওয়ার্কশপ ও পড়ুয়াদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচি তরুণদের চিন্তাশক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত করল।' চিন্তন ভবনের লাইভ স্কিল প্রোগ্রামে যুবসমাজকে আত্ম-উন্নয়ন, দলবদ্ধ কাজ ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনার দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বলে তিনি জানান। ঠিক কী শিখলেন তাঁরা? অরূপ, অরিজিৎদের কথায়, 'বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতির বিষয়ে আগে মোটামুটি একটি ধারণা থাকলেও সে সব যে আমাদের জীবনের সঙ্গে এতটা গভীরভাবে জড়িয়ে সে বিষয়ে এতটা জানতাম না। গ্যাংটকের এই উৎসব আমাদের সেই ধারণা দিল।' কীভাবে ভালো একটি ভবিষ্যৎ গঠন সম্ভব সে বিষয়ে মোটিভেশনাল স্পিচ এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তাঁরা স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন বলে অরূপরা জানালেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পিলোর স্টেডিয়ামকে খুব ভালোভাবে সাজানো হয়েছিল। একদিকে, এনএসএস টিম নিয়ে মোটিভেশনাল ওয়ার্কশপ ও অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। তা প্রত্যক্ষ বহু দূরদূরান্তের অনেকে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। অরিজিতের কথায়, 'সংস্কৃতির মধ্যেই আমাদের দেশের বুনিয়াদ লুকিয়ে। এখানে না হলে হয়তো সেটা কোনওদিনই ভালোভাবে উপলব্ধি করা হয়ে উঠত না। এই উৎসব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকটাই বদলে দিল।' উৎসবে খেলাধুলোকেও আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র চাকরি নয়, সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা করেও যে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় এই উৎসব থেকে সেই বার্তাও দেওয়া হয়। অরূপরা সেটা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করলেন।

এসবই তাঁরা ভবিষ্যতের কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন বলে জানালেন। অন্যান্য জায়গা থেকে যাঁরা এই উৎসবে শামিল হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেরই বক্তব্য অরূপদের কথার প্রতিধ্বনি।

বর্জ্য ফেলবে কোথায়, পড়ুয়াদের সচেতনতার পাঠ

সুভাষ বর্মন

এক ভদ্রলোক রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছেন। চকোলেট খেলেন। কিন্তু যে প্লাস্টিক দিয়ে চকোলেটটি মোড়ানো ছিল সেটি রাস্তায় ফেললেন না। এদিকে আশপাশে তখন কোনও ডাস্টবিনও নেই। তিনি সেই প্লাস্টিকটা নিজের পকেটে নিয়ে নিলেন। পাঁচ কিলোমিটার হাঁটার পর চোখে পড়ল ডাস্টবিন। শেষমেশ সেখানেই প্লাস্টিক ফেললেন। জাপান ও দুবাইয়ের এরকমই একাধিক ভিডিও দেখিয়ে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করল ফালাকাটা কলেজের এডুকেশন বিভাগ। ফালাকাটা শহরের হাটখোলার সুমিষ্ঠা দে তো সব দেখেশুনে যাকে বলে অভিভূত। তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন এখন থেকে নিজেও সেই চেষ্টা করবেন। তবে শুধু সুমিষ্ঠা একাই নন। শহর ও গ্রামের বাকি পড়ুয়ারাও বিষয়টি ভিডিওগুলো দেখে বুঝতে পারেন।

গত ১৭ মার্চ এভাবেই এডুকেশন বিভাগের অ্যাড-অন কোর্স শুরু হয়। যা চলবে ২৫ তারিখ অবধি। প্রথম দিন স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে ক্লাস শুরু হয়। প্রথমে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। অধ্যক্ষের কথায়, 'কলেজে তো স্বাভাবিক পঠনপাঠন চলেই। এর পাশাপাশি পড়ুয়ারা যাতে আরও বেশি বাস্তবমুখী বিষয় জানতে পারে সেজন্যই অ্যাড-অন কোর্স।' এই ক'দিন নিয়মিত এডুকেশন বিভাগের সব সিমেস্টারের পড়ুয়াদের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ক্লাস নেবেন অধ্যাপক কর্মা শেরপা, অধ্যাপিকা ডঃ মধুপর্ণা ভট্টাচার্য, অঞ্জনা বর্মন, অধ্যাপক ডঃ পার্থ সাহা, রাজেশ বর্মন। কর্মা জানালেন, শুধু প্লাস্টিক নয়। যে কোনওধরনের বর্জ্য ফেলতে হয় কোথায়, সেসব বিস্তারিতভাবে পড়ুয়াদের বোঝানো হয়েছে।

ফালাকাটা শহরের মুক্তিপাড়ায় বাড়ি পড়ুয়া সুজয় সরকারের। তাঁর আক্ষেপ, 'ফালাকাটা পুরসভা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এখনও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে ওঠেনি। তাই শহরের যেখানে-সেখানে পড়ে থাকে আবর্জনা। এদিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা পেলাম।' অন্যদিকে, গ্রামের ছবিও একফোঁটা আলাদা নয়। ডালিমপুরে বাড়ি পড়ুয়া স্নেহাশিস বর্মনের। তাঁর কথায়, 'গ্রামেও যেখানে-সেখানে প্লাস্টিক পড়ে থাকে। এদিন যে বার্তা পেলাম, তা এখন থেকে আগে নিজে প্রয়োগ করব, তারপর পরিচিতদের সচেতন করব।'

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN • MRI • CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

আজ শহরে

■ শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি এবং ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়ার আয়োজনে দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিকেল ৪টা থেকে। পরে প্রদর্শিত হবে কাজাখস্তানের ছবি 'দ্য স্টার্ট', মণিপুরি ছবি 'অ্যানড্রো ড্রিমস' এবং বাংলা ছবি 'বেলেঘাটা টু শিয়ালদা।'

ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসবের আগে পদযাত্রা

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : শুক্রবার থেকে শিলিগুড়িতে প্রথমবারের জন্য আয়োজিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব। শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি এবং ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়ার আয়োজনে ২১ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে চলবে ওই উৎসব। এনিয়ে বৃহস্পতিবার একটি পদযাত্রা করা হয়।

পদযাত্রার নাম রাখা হয় ওয়াক ফর ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ ইন্ডিয়া। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য, আয়োজক কমিটির সমস্ত সদস্য ও শহরের ক্রীড়া ও সিনেমাপ্রেমীরা।

আয়োজক কমিটির সম্পাদক প্রদীপ নাগ বলেন, 'খেলাধুলো ও সিনেমা নিয়ে মানুষের মধ্যে উৎসাহ তৈরি করতেই এমন কর্মসূচি। আমরা চাই মানুষ খেলতে ও খেলা দেখতে মাঠে আসুক এবং সিনেমাও প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দেখুক।'

জামাই-মেয়ের বিরুদ্ধে পুলিশে নালিশ বৃদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : মেয়ে ও জামাইয়ের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ এনে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন এক বৃদ্ধা। অভিযোগ, তাঁর টাকায় কেনা ফ্ল্যাট মেয়ে নিজের নামে করে নিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। বৃদ্ধা জয়ন্তী ভৌমিকের দাবি, এমন পরিস্থিতিতে বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন মন্দির, হাসপাতালে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। তবে বিষয়টি জানতে পেরে মাকে নিজের ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন ছেলে। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধা পূর্ব ধনতলার বাড়িতেই আগে থাকতেন। কিন্তু ছেলের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রধাননগরে মেয়ের কাছে চলে আসেন। তাঁর বক্তব্য, পূর্ব ধনতলার থাকা সাড়ে তিন কাঠা জমি বিক্রি করে তিনি মেয়েকে ফ্ল্যাট কেনার টাকাও দেন। কিন্তু মেয়ে প্রধাননগরের নিবেদিতা রোডে নিজের নামে ফ্ল্যাট কিনে নেয়। মেয়ের সঙ্গে তিনিও ওই ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন আগে ফ্ল্যাটটি তাঁর মেয়ে বিক্রি করে দিয়েছে বলে ওই বৃদ্ধার অভিযোগ। বৃদ্ধার কথায়, 'আমার সব টাকা ফেরত চাই। ফ্ল্যাট বিক্রি করে মেয়ে টাকা নিয়েছে। ছেলের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে যেতাম বলে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।'

বিকাশ ঘোষ মেমোরিয়াল সুইমিং পুলে। বৃহস্পতিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

তাপ বাড়তেই জলে ঝাঁপ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : চড়ছে পারদ। তাপমাত্রার এই উত্থানে কেউ গলা ভেজাচ্ছেন ঠান্ডা পানীয়তে, কেউ আবার বেছে নিচ্ছেন ডাবের জল। তবে অনেকেই আছেন, যাঁরা ভিড় জমাতে শুরু করেছেন সুইমিং পুলে। শিশুদের সাঁতার শেখাতে অভিভাবকদের মধ্যে সময়ের সঙ্গে আগ্রহ বাড়ছে। বিকাশ ঘোষ মেমোরিয়াল সুইমিং পুল পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সংস্থার তরফে জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'গরমের সময় অনেকেই নদীতে বা পুকুরে স্নান করতে যায়। সাঁতার না জানায় দুর্ঘটনাও ঘটে। যে কারণে এখন অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। তাই প্রতিবছর সংখ্যাটা বাড়ছে।' প্রশিক্ষকের সংখ্যা বেড়ে এখন ১২।

ভিড় বেশি

■ তাপ বাড়তেই অনেকে সুইমিং পুলে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন

■ শিশুদের সাঁতার শেখাতে অভিভাবকদের আগ্রহ বাড়ছে

■ শহরে বিকাশ ঘোষ মেমোরিয়াল সুইমিং পুলে ভিড় বেশি

গরম যত বাড়ছে, ততই ভিড় বাড়ছে সুইমিং পুলে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হওয়ায় এবং পুলটি শহরের মধ্যে হওয়ায় বিকাশ ঘোষ মেমোরিয়াল সুইমিং পুলে ভিড়টা বেশি। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলটির উপর আচ্ছাদন দেওয়া যায়নি। ফলে জল যেমন অনেক সময় গরম থাকে, তেমনই স্নান শেষে গরমের জন্য অনেককে ঘামতে হচ্ছে। চারিদিকে বাড়িঘর থাকায় সাঁতার কাটার সময় অনেককেই অস্বস্তিতে পড়তে হয়। এই সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে জয়ন্ত বলছেন, 'সাঁতার শেখানোর সময় চারপাশে কাপড় টাঙিয়ে দেওয়া হলেও ফাঁকা থেকে যায় ওপরটা। এদিকে চারপাশে রয়েছে উঁচু উঁচু বহুতল। ছেলেমেয়েরা যখন সাঁতার শেখে, তখন কৌতূহলী দৃষ্টিতে আশপাশের বহুতল থেকে উঁকিঝুঁকি দেয় অনেকেই। সাঁতারের জন্য নির্দিষ্ট জামাকাপড়ে থাকা ছেলেমেয়েরা অস্বস্তির মুখে পড়ে সেইসময়। তাই সুইমিং পুলের ওপর একটি শেডের আবেদন জানিয়েছি পুরনিগমে।' শেড তৈরির বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। উল্লেখ্য, শীতের সময় বন্ধ রাখা হয় সুইমিং পুলটি। এবছর চালু হয়েছে ১ মার্চ।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাজেট পাশ

সভায় চুপ, বাইরে 'বিপ্লব' বিরোধীদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : বিরোধিতা করলেন বটে, কিন্তু প্রতিবাদী ঝড় তুলতে পারলেন না বিরোধিতা। আগের মতো বয়কট, ওয়াক-আউটের পথেও হাঁটেনি সিপিএম বা বিজেপি। ফলে বিরোধীদের উপস্থিতিতে শাসকপক্ষের ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের প্রস্তাবিত বাজেট। বক্তব্য রাখার সময় ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বললেন, 'বাজেট নিয়ে বিরোধীদের থেকে আরও গঠনমূলক, শক্তিশালী প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আশা করেছিলাম। কিন্তু তাঁরা সেভাবে গর্জাতে পারেননি।' নিজের বক্তব্যে মেয়র গৌতম দেব এক জায়গায় বলেছেন, 'অভাবের সংসারে যতটা দিতে পারছি, দিচ্ছি।' যানজট সমস্যা প্রসঙ্গে মেয়রের বক্তব্য, 'আগে শিলিগুড়ি রিকশানগরী ছিল, এখন টোটোনগরী।' রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সকলের সহযোগিতায় কাজ করতে চান বলেও মেয়র দাবি করেছেন।

বাজেট দিশাহীন এবং ভিত্তিহীন বলে তোপ দেগেছে বিজেপি এবং সিপিএম। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষায় তেমন জোর ছিল না। গত ১৮ মার্চ পুরনিগমে মেয়র ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের বাজেট এবং ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের সংশোধিত বাজেট পেশ করেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় শুরু হওয়া বাজেট আলোচনা সন্ধ্যা পর্যন্ত গড়ায়। বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন বলেন, 'এটা কাল্পনিক বাজেট। গত তিনটি বাজেটের কপি পেস্ট। পরপর তিনটি বাজেটই কার্যত অকৃতকার্য হয়েছে। কোনও পড়ুয়া একটি শ্রেণিতে পরপর তিনবার অকৃতকার্য হলে তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু মেয়র সাহেব চেয়ার ছাড়তে রাজি নন।' এই বক্তব্যে শাসকদলের কাউন্সিলাররা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। অমিত বলতে থাকেন, 'এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। বাজেট তৈরি করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার কোনও ছাপ রাখতে পারেননি মেয়র। শহরে বেআইনি নির্মাণ সহ বিভিন্ন অবৈধ কাজকর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে টাস্ক ফোর্স গঠন প্রয়োজন।'

সিপিএমের মুন্সী নুরুল ইসলাম বলেন, 'পুরনিগমের বাজেটে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে। ২০২২ থেকে পুরনিগমের যে বাজেট পেশ করা হচ্ছে, বাস্তবে তার অর্ধেকেও পৌঁছানো যাচ্ছে না। ক্ষমতায় এলে ছ'মাসের মধ্যে শহরের যানজট সমস্যা মেটাবেন বলেছিলেন। কিন্তু যানজট সমস্যা বাড়ছে। কাজেই বাজেট পুরোপুরি দিবাস্বপ্ন দেখার মতো। আমরা বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না।' কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী শহরে প্রতিদিন মাদকাসক্তের দাপট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মৌসুমি হাজরা বলেন, 'প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করতে পুরনিগম পুরোপুরি ব্যর্থ। একদিকে নদী দূষণমুক্ত করতে পুরনিগম কাজ করছে, অন্যদিকে প্লাস্টিক, থার্মোকলে নদীগুলি ভরছে। এটা বন্ধ করা প্রয়োজন।' কমবয়সিদের মোটরবাইক চালানো নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

রেলের জমি রাজ্যকে দেওয়ার দাবি তুলে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন বলেন, 'প্রচুর মানুষ রেলের জমিতে বসবাস করছেন। জমিগুলি রেল রাজ্যকে লিজ দিলে সরকার ওই জমির পাট্টা দিয়ে সেখানে বাড়ি তৈরি করে দিতে পারে। কিন্তু বিজেপির সাংসদ, বিধায়করা দিল্লিকে কিছু বলছেন না। এখানকার বিধায়ক তো কলকাতা বেশি থাকেন, বিধানসভার বিরোধী দলনেতার নিরাপত্তারক্ষীর মতো ঘুরে বেড়ান।' এই বক্তব্যের বিরোধিতায় সরব হন বিরোধী দলনেতা অমিত। ডেপুটি মেয়রের এই বক্তব্য প্রত্যাহারের জন্য চেয়ারম্যানের কাছে দাবি জানান। পরে ডেপুটি মেয়র বক্তব্য সংশোধন করে বলেন, 'বিরোধী দলনেতার সঙ্গে বন্ধু হিসাবে ঘোরেন।'

মেয়রের কথা

■ আগে শিলিগুড়ি রিকশানগরী ছিল, এখন টোটোনগরী

■ অভাবের সংসারে যতটা দিতে পারছি, দিচ্ছি

■ কাজ করতে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সকলের সহযোগিতা চাই

মেয়েদের সুরক্ষায় কিক বক্সিং

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : মলের মাঝে বক্সিং রিং করা। এই মলে এসে ফ্যাশন শো, বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট দেখতে অভ্যস্ত অনেকেই। এই প্রথম বক্সিং রিং দেখে অনেকেই উৎসাহী।

বক্সিং রিংয়ে তখন দুটি মেয়ে। তারা একে অপরের সঙ্গে বক্সিং প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এই ধরনের প্রতিযোগিতা এতদিন টিভির পর্দায় দেখতে অভ্যস্ত সকলে। এদিন তা সামনাসামনি দেখে অনেকেই অবাক। তার থেকেও বেশি অবাক হয়েছেন অনেকেই এই খেলাগুলিতে মেয়েদের উপস্থিতি দেখে। বিগত কয়েক বছরে কিক বক্সিংয়ের প্রতি মেয়েদের ঝোঁক বাড়ছে। অন্তত এমনটাই মনে করছেন আয়োজকরা। কেউ মেয়েকে আত্মরক্ষার কৌশল শেখাতে, আবার কেউ কিক বক্সিংয়ের প্রতি মেয়ের বিশেষ ঝোঁক দেখেই তাকে এই খেলায় দিয়েছেন।

এখানে তিনদিনের খেলার আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিযোগীরা আসেন। তবে, গত বছরগুলির থেকে এ বছর মেয়ের সংখ্যা যে নজর কেড়েছে তা বলছিলেন উদ্যোক্তারা। এ বছর শিলিগুড়ির মেয়ে রাধিকা বর্মন প্রথম স্থান অধিকার করেছে। রাধিকার মতো অনেক প্রতিযোগীর সঙ্গে কথা বলে উঠে এল এই খেলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নানা গল্প।

কিক বক্সিং হল কুস্তি, বক্সিং সহ নানা ঐতিহ্যশালী ধারার মিশ্রণে গড়ে ওঠা একটি সময়োপযোগী মার্শাল আর্ট। রাধিকা আত্মরক্ষার কৌশল শিখতে কিক বক্সিং শুরু করে। প্রতিদিন অনুশীলন করতে করতে এই খেলা এখন তার প্রথম ভালোবাসা হয়ে উঠেছে। একাদশ শ্রেণির রাধিকা বলছিল, 'এই খেলার প্রতি আমার বিশেষ ঝোঁক আছে। বাড়ির সকলেও অনেক বেশি সহযোগিতা করে আমার এই খেলার জগতে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে।' আজকের দুনিয়ায় মেয়ের সুরক্ষার প্রয়োজনে আত্মরক্ষার কৌশল শেখা খুবই দরকারি। তাই মেয়েকে এই খেলায় ভর্তি করিয়েছি বলে জানাচ্ছিলেন রাকেশ দে। বলছিলেন, 'প্রতিদিন দেখি খবরের শিরোনামে এমন অনেক ঘটনা যা চিন্তা বাড়িয়ে দেয়। তাই মেয়েদের গান, নাচ শেখানোর পাশাপাশি তারা যাতে নিজেদের আত্মরক্ষা কী করতে হয় তা জানে সেটাও শেখানো উচিত।'

প্রতিদিন অনুশীলন করতে করতে এই খেলা এখন প্রথম ভালোবাসা হয়ে উঠেছে। এই খেলার প্রতি আমার বিশেষ ঝোঁক আছে। বাড়ির সকলে চায় আমি এগিয়ে যাই।

ওয়েস্ট বেঙ্গল কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের কোঅর্ডিনেটর দীপক বসাক বলছিলেন, 'একটা সময় দেখতাম এই খেলায় ছেলেদের সংখ্যাটাই বেশি ছিল। তবে এখন দেখছি মেয়েরাও সমানভাবে এগিয়ে আসছে।' অভিভাবকরাও এই খেলায় মেয়েদের ভর্তি করাচ্ছেন বলে জানান সংগঠনের সভাপতি গোপাল লামা। তিনি বলছিলেন, 'মেয়েদের সংখ্যা শুধু বাড়েনি, আগ্রহটাও অনেক বেড়েছে।' ১৭ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত আয়োজিত কিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে ২০ জনেরও বেশি মেয়ে অংশগ্রহণ করে।

স্কুলের পাশে আবর্জনা

ইসলামপুর, ২০ মার্চ : ইসলামপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লি প্রাথমিক স্কুলের সীমানা প্রাচীরের গা ঘেঁষে ফেলে রাখা হচ্ছে আবর্জনা। নিয়মিত পরিষ্কার না করার ফলে যা একপ্রকার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। ফলে এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পড়ুয়াদের পড়াশোনায় প্রভাব ফেলছে বলে জানাচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কারের দাবি জানিয়েছে তারা।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অঙ্গন দেবনাথ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এখানে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এই এলাকার মানুষের পাশাপাশি অন্য এলাকার মানুষজনও এখানে আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। অনেক সময় সেই আবর্জনা রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। তখন স্কুলে যাতায়াত করতে সমস্যা হয়।'

ইসলামপুর পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর বাবলু নাথের বক্তব্য, 'পুরসভার সমস্ত এলাকায় নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। যদি রামকৃষ্ণপল্লির সেই এলাকায় আবর্জনা থেকে থাকে তাহলে সেটিও পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।'

অভিযান

ইসলামপুর, ২০ মার্চ : বৃহস্পতিবার ইসলামপুর শহরে মহকুমা প্রশাসন ও পুরসভা নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধে একাধিক স্থানে অভিযান চালায়। অভিযানে অংশ নেন মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুমিতা সেনগুপ্ত। এদিন রাজ্য সড়ক থেকে আলুপট্টি যাওয়ার রাস্তার পাশে একটি দোকানে প্রথম অভিযান চালানো হয়। ওই দোকান থেকে প্রচুর নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগ উদ্ধার করা হয়।

মহাবীরস্থানে রাস্তার মাঝে দোকান। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

নদীর চরে নেশার আসর, অতিষ্ঠ বিদ্যাচক্র কলোনি

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : নদীর চরে প্রায়ই বসছে নেশার আসর। আর তাকে ঘিরেই ঝামেলাও বাধছে মাঝেমধ্যে। শিলিগুড়ির বিদ্যাচক্র কলোনির পাশেই রয়েছে নদীর চর। সন্ধ্যার পর থেকেই এই চরে বসছে নেশার আসর। পরিস্থিতি নিয়ে ক্রমশ উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের। শহরের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাচক্র কলোনির চর এলাকায় এধরনের নেশার আসর বন্ধ করতে একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা সুনীতা সরকারের দাবি, 'প্রতিদিন নদীর ধারে মদ্যপদের দাপাদাপিতে আমরা আর পারছি না। এলাকার তরুণ প্রজন্মও এতে জড়িয়ে পড়ছে।' ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাচক্র কলোনির সমীর কর্মকারের কথায়, 'কিছুদিন আগেই নেশার আসরে কয়েকজনের মধ্যে ঝামেলা বাধে। এলাকায় এই ধরনের পরিবেশ থাকলে কী ভালো লাগে।'

পুলিশ যে টহল দেয় না, তা নয়। অনেক সময়ই পুলিশের গাড়ি টহল দেয়। তবে গাড়ি চলে গেলে আবার যে কে সেই পরিস্থিতি। এলাকার বাসিন্দা গৌরব সাহার কথায়, 'আমার বাড়ির ভাড়াটিয়ার ছোট ছেলেও এই ধরনের নেশার আসরের চক্করে পড়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ওর মা সন্ধ্যা হলেই ওকে বাড়ি থেকে বের হতে দেন না। প্রতিদিন এমন আসর বসলে এলাকার তরুণরা বিপথে যাবেই।'

স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ করলে আবার রোষের মুখে পড়তে হয় বলে জানান অনেকে। তাই ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকতে অনেকে মুখ বুঁজে সব সহ্য করে যাচ্ছেন।

> আমরা এলাকার এই জায়গাটিতে নজরদারি চালাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে বহিরাগতরাই বেশিরভাগ নেশার আসর বসাচ্ছে। পুলিশকে বিশেষ নজর দিতে বলেছি।
>
> **প্রীতিকণা বিশ্বাস**
> *কাউন্সিলার, ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড*

তবে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রীতিকণা বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আমরা এলাকার এই জায়গাটিতে নজরদারি চালাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে বহিরাগতরাই বেশিরভাগ নেশার আসর বসাচ্ছে। পুলিশকে বিশেষ নজর দিতে বলেছি।' এক পদস্থ পুলিশকর্মী বলেন, 'নেশার আসর বন্ধ করতে আমরা ওই এলাকায় তদারকি করছি।'

আইল্যান্ডের বেহাল দশায় ক্ষোভ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে যাচ্ছে মহানন্দা সেতু সংলগ্ন আইল্যান্ডের চারপাশে থাকা লোহার রেলিং। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আইল্যান্ডটি অসামাজিক কার্যকলাপের জায়গা হয়ে উঠেছে। এবারে সুযোগ বুঝে আইল্যান্ড ঘিরে থাকা রেলিং কেটে চুরি করছে দুষ্কৃতীরা।

শহরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, 'বছর তিনেক আগেও সেটির একপাশের রেলিং ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। পরবর্তীতে প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়। ওই ভাঙা অংশ সংস্কার করে।'

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য বলছেন, 'আমরা এক মাসের মধ্যে ওই জায়গাটির সংস্কার করব। এছাড়া সিসিটিভি লাগিয়ে জায়গাটির ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে।' এলাকায় যেতেই ওই আইল্যান্ডের ভগ্নদশা নজরে এল। শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছিল সেই আইল্যান্ড। অথচ সেটাই এখন হতাশার কারণ। রেলিংয়ের একাংশ উধাও হয়ে গিয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় রেলিংয়ের অংশ কাটা। কোথাও ওপরের অংশটা রয়েছে, নীচের অংশটা কেউ কেটে নিয়ে গিয়েছে। শহরের বাসিন্দা অরূপ দাসের কথায়, 'শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা আইল্যান্ডের যদি এই পরিস্থিতি হয়, তাহলে কিছু বলার নেই।' আর এক বাসিন্দা মনোজিৎ দাস ক্ষোভের সুরে বললেন, 'শুধু উৎসবের দিনগুলোতে আলো দিয়ে সাজালেই হবে না, সারা বছর নজর রাখতে হবে।'

কেবল রেলিংয়ের সমস্যা নয়, আইল্যান্ডের ভেতরেও অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। সব জায়গায় ঘাস নেই। ভেতরে মদের বোতল থেকে শুরু করে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, সবকিছু পড়ে রয়েছে। সেখানে যে প্রায়শই নেশার আসর বসে, তা দেখলেই বোঝা যায়। তাই নজরদারির দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

ঝোরা দখল করে বাড়ি, হেলদোল নেই

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২০ মার্চ : মাটিগাড়ায় ১২ নম্বর রাজ্য সড়কে খাপরাইল রোডে দুটি ঝোরা অস্তিত্ব হারিয়েছে। সেগুলির উপর রয়েছে দুটি সেতু লালপুল আর ভাঙাপুল। লালপুলের পূর্বদিকে এনবিএসটিসির ডিপো। ঝোরার মুখ বন্ধ করে পিলার তুলে তৈরি হয়েছে দোকান, বাড়ি। আর পশ্চিমদিকের ঝোরায় তৈরি হয়েছে বসতি। ফলে, অস্তিত্ব হারিয়েছে সেই ঝোরা। সেখানে ক্রমাগত আবর্জনা জমে তৈরি হয়েছে নালা। তা দিয়ে এখন আর জল যেতে পারে না। কারণ, ঝোরার মুখই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটু এগোলেই ভাঙাপুল। এর পূর্বদিকে শাসকদলের স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স বানিয়েছেন বলে স্থানীয়দের দাবি। অবৈধভাবে দখল করে তৈরি হয়েছে বাড়িঘর। এনিয়ে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। আসন্ন বর্ষায় কীভাবে জল যাবে তা নিয়ে কারও কোনও ভাবনাচিন্তা নেই।

এলাকাটি মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত। স্থানীয়দের বক্তব্য, এই রাস্তার পূর্বদিকের কয়েকটি গ্রামের, বৃষ্টিতে মাঠে জমা ও ড্রেনের জল এই দুই ঝোরা দিয়ে বালাসন নদীতে গিয়ে পড়ে। ঝোরা বন্ধ হওয়ায় আসন্ন বর্ষায় জল কীভাবে যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেরই আশঙ্কা, ভারী বৃষ্টি হলে গ্রামে জল ঢুকবে। এমনিতেই পাথরঘাটার কয়েকটি গ্রাম বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়। ঝোরার মুখ বন্ধ হওয়ায় ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত গ্রামবাসীরা।

এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, লালপুলের পশ্চিম পাশে ঝোরার দু'দিক দখল করে তৈরি হয়েছে বসতি। নতুন করে চলছে ঝোরা দখল। কেউ সেখানে মুরগি পালনের ঘর কিংবা শৌচাগারের জন্য বাঁশ দিয়ে ঘিরে দখল নিয়েছেন। এনিয়ে প্রায়ই পড়শিদের মধ্যে বিবাদ চলছে। অনীতা দেব সিংহ নামে এক বাসিন্দার কথায়, 'এখানে প্রতিবেশী ঘেরা দিয়ে দখল নিয়েছে। এনিয়ে প্রায়শই আমাদের সঙ্গে বিবাদ হচ্ছে।' জগবন্ধু বর্মন বলেন, 'আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে আমি জায়গাটা ঘিরেছি। আমিও চাই, এখানে যেন কেউ নোংরা ফেলে দূষণ না ঘটান।'

এ বিষয়ে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ শাহিদ বলেন, 'ভাঙাপুলের দু'পাশ অনেক আগেই দখল হয়েছে। এনিয়ে এখন আর কিছু করার নেই। তবে, লালপুলের ওখানে ঘেরা দেওয়া নিয়ে সাতদিন সময় দিয়েছি। এর মধ্যে না সরালে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ভেঙে দেওয়া হবে।'

মাটিগাড়ায় এভাবে ঝোরা দখল করে মাঝখানে তৈরি হয়েছে বাড়ি। –সংবাদচিত্র

3-14 Years
STUDY BUDDY
Tuitions
Karate
Dance
Computer
Music
Yoga
Phonics
Handwriting
+91 97330 67779
Guru Nanak Sarani, Punjabipara, Siliguri

হাঙরের হাঁ ছবিতেই, নির্ভয়ে সাইকেলযাত্রা। তাইপেইয়ের রাস্তায় বৃহস্পতিবার। -এএফপি

ভিড় বাড়তেই বেড়েছে ভাড়া

চিন্তায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : সুযোগের সদ্ব্যবহার বলা যেতেই পারে। বোর্ডের পরীক্ষাগুলো শেষ। সমতলে রোদের তেজ বাড়ছে। স্বস্তির খোঁজে উত্তরবঙ্গ সহ সারা রাজ্য, দেশ ও বিদেশের পর্যটকরা পাড়ি দিচ্ছেন পাহাড়ে। মার্চের মাঝামাঝি থেকে ভিড় আরও বাড়বে। বাড়তি চাহিদার সুযোগ নিয়ে নানা অজুহাত দেখিয়ে একাংশ গাড়িচালক ভাড়া হাঁকছেন মর্জিমতো।

এই পরিস্থিতিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কী কারণ? একাংশ ব্যবসায়ীর গলায় আশঙ্কার সুর, 'এভাবে লাগামছাড়া ভাড়া চাইলে তো বিপদ। মানুষ বাড়তি খরচের ভয় পেয়ে আর যদি আসতেই না চান। যদি বেছে নেন ভিনরাজ্যের কোনও গন্তব্যস্থল? তবে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটা মানুষের পেটে লাথি পড়বে।'

প্রশ্ন উঠছে, গাড়িভাড়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই কেন প্রশাসনের? হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের মতে, 'সরকার যদি গাড়িভাড়া নির্ধারণ করে দেয়, তবে বোঝা যাবে চালকরা কত টাকা বেশি নিচ্ছেন। প্রশাসনের উচিত পর্যটন মরশুমের শুরুতে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া। সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

> সরকার যদি গাড়িভাড়া নির্ধারণ করে দেয়, তবে বোঝা যাবে চালকরা কত টাকা বেশি নিচ্ছেন। প্রশাসনের উচিত পর্যটন মরশুমের শুরুতে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া।
>
> সম্রাট সান্যাল, সাধারণ সম্পাদক, হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম

ট্রেন বা প্লেনে করে এলে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন কিংবা বাগডোগরায় নেমে গাড়িভাড়া করেন পর্যটকরা। শুধুমাত্র দার্জিলিংয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছোট গাড়িগুলো কিছুদিন আগে পর্যন্ত দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা নিত। এখন চাওয়া হচ্ছে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার টাকা। বড় গাড়ির ক্ষেত্রে ভাড়া বৃদ্ধির পরিমাণ দেড় থেকে দুই হাজার টাকা।

গাড়িচালকদের কাছে এই সময়টা পৌষমাস হলেও, ভাড়ার অঙ্ক শুনে চোখ ছানাবড়া অবস্থা পর্যটকদের। চালকরা অবশ্য যুক্তি দিচ্ছেন, সারাবছর এখানে পর্যটক আসেন না। ট্যাক্সি নম্বরের গাড়ি চালাতে অনেক খরচ। তাই পর্যটন মরশুমে সামান্য বেশি ভাড়া না নিলে বাকি মাস তাঁরা চলবেন কীভাবে।

শিলিগুড়ির বাসিন্দা চন্দন ঝা-এর একটি বড় গাড়ি রয়েছে। তিনি নিজেই চালক। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে বৃহস্পতিবার কয়েকজন পর্যটককে নিয়ে সকাল সকাল রওনা হন দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দু'দিন আগে ওই গাড়ির জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা ভাড়া নিয়েছেন চন্দন। এদিন পর্যটকদের খরচ করতে হল ৫ হাজার টাকা।

একাংশ চালকের কীর্তিতে ক্ষুব্ধ পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এপ্রসঙ্গে ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া নিয়ে পরিবহণ কর্তাদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছি। স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে। বেআইনিভাবে ভাড়াবৃদ্ধিকে আমরা সমর্থন করি না।' সম্রাটের মতো তিনিও মনে করেন, সরকারের উচিত ভাড়া নির্ধারণ করে দেওয়া। নয়তো এই সমস্যার সমাধান হবে না। পর্যটকদের সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিলেন বাগডোগরা ট্যাক্সি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিলন সরকার। তাঁর কথায়, 'পর্যটন মরশুমে প্রচুর বাইরের গাড়ি বিমানবন্দরে আসে। পর্যটকরা সেই চালকদের ফাঁদে পা দিয়ে সমস্যায় পড়েন। আমাদের অনুরোধ, নিউ জলপাইগুড়ি কিংবা বাগডোগরায় নেমে পর্যটকরা যেন যাত্রীসাথী অ্যাপ বা প্রিপেড ট্যাক্সি বুথ থেকে গাড়ি ভাড়া নেন।' শুধু যাত্রীসাথী বা প্রিপেড ট্যাক্সি দিয়ে কি পর্যটকদের ভিড় সামাল দেওয়া যাবে, সেই নিশ্চয়তা অবশ্য দিতে পারেননি মিলন।

সিকিমে বাংগি জাম্পিং

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : পর্যটনে নতুন পালক জুড়ল সিকিমের মুকুটে। এবার 'বাংগি জাম্পিং এক্সপেরিয়েন্স' চালু হল পশ্চিম সিকিমের সিংহেড়ে ব্রিজে। যা অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে পাহাড়ি রাজ্যটিকে নতুন পথ দেখাবে বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। নরবাহাদুর ভাণ্ডারী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৯৩ সালে তৈরি হয়েছিল ১৯৮ মিটার লম্বা এই ব্রিজটি। ব্রিজটি শুধু দুই পাহাড়কে জুড়েছে তা নয়, সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যাঁরা পেলিং বেড়াতে যান, তাঁদের সিংহভাগ ছুটে যান সেতুটি দেখতে। এবার বাংগি জাম্পিং শুরু হওয়ায় বিদেশি পর্যটকদেরও ভিড় বাড়বে বলে মনে করছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর।

কৃষি নিয়ে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার কৃষি, কৃষি বিপণন, মাছ চাষ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হল। মহকুমা পরিষদের হলঘরে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল। জেলা শাসক এদিন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এলাকার কৃষির বিভিন্ন কাজ নিয়েও আলোচনা করেন। বৈঠকের বিষয়ে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'বীজ বিতরণ যাতে সর্বত্র আরও ভালো করে হয়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শস্যবিমা নিয়ে তৈরি হওয়া বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও হয়েছে। পাশাপাশি প্রাণী সম্পদ বিকাশের জন্য ছাগল, মুরগি বিতরণ নিয়েও কথা হয়েছে।'

ট্রাক বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : গুলমা থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর সংগ্রহ করে মাঝ রাতে শিলিগুড়ির দিকে যাওয়ার সময় বুধবার রাতে চারটি ট্রাককে বাজেয়াপ্ত করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় ট্রাকচালকদেরও। ধৃতদের নাম হিরালাল সাহানি, সুনীল ওরাওঁ, বিপুল ওরাওঁ ও আনোয়ার হুসেন। ধৃতরা প্রত্যেকেই দক্ষিণ পলাশের বাসিন্দা। ধৃতদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : একটি ডিয়ারি ফার্ম থেকে কপার পাইপ, মিক্স ক্যান, তার চুরির অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ওই ডেয়ারির তরফে এই চুরির ব্যাপারে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ সত্যম রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নেয় পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এদিন রাতে রণজয়, জ্যোতিষ নামে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে চুরি করা ওই সামগ্রীও উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

আবাসের নামে টাকা আদায়

দিনহাটা পুরসভাকে শোকজ

কলকাতা, ২০ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার নামে অনৈতিকভাবে টাকা তোলার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। এই মামলায় কোচবিহারের দিনহাটা পুরসভাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এভাবে পুরসভা টাকা তুলতে পারে না। এটা বেআইনি।' বেআইনিভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য কেন তৎকালীন ও বর্তমান পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে না এবং কেন পদক্ষেপ না করার জন্য বর্তমান পুরপ্রধানকে অপসারণ করা হবে না, তা তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তালিকাভুক্তদের থেকে ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের নামে ২০ হাজার টাকা করে নিচ্ছে পুরসভা। সেই টাকা না দিলে তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগে দিনহাটার সাতপুরা গ্রামের এক বাসিন্দা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আবেদনকারীর আইনজীবী এদিন আদালতে অভিযোগ করেন, উপভোক্তাদের থেকে ২০ হাজার টাকা করে চাওয়া হয়। কেউ কেউ টাকা দিয়ে দেন।

তিন বছরে কাজ না হলেও টাকা ফেরত চাইলে তা দেওয়া হয়নি। ২০২২ সালে নভেম্বর মাসে এই ঘটনায় অডিট করা হয়। অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী জানানো হয়, এই টাকা সংগ্রহ বেআইনি। ৪৩৯.৪২ লাখ টাকা পুরসভা জমা রেখেছে। ১৮৭ জনের নাম বাদ পড়েছে। পুরসভাকে ওই টাকা ফেরতও দিতে বলা হয়। আরটিআই করা হলে এই বিষয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের দপ্তর থেকে জানানো হয়, টাকা ফেরত দেওয়ার কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যদিও স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য বলেছিল। অতিরিক্ত সচিব এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

একজনও তপশিলি জাতির মানুষ সুবিধা পাননি। তবে পুরসভার যুক্তি, এই প্রকল্প গোটা দেশের জন্য চালু করা হয়। সেক্ষেত্রে সমস্ত রাজ্যেও চালু হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের অনেক পুরসভারই প্রকল্প চালু করতে পারেনি। অধিকাংশ পুরসভার ওই টাকা দেওয়ার ফান্ড নেই। নিকটবর্তী রাস্তা, খাল এগুলি তৈরির জন্য ওই টাকা চাওয়া হয়েছে। পুরসভা অবস্থান জানানোর জন্য হলফনামা দেওয়ার জন্য সময় চায়। তবে কেন্দ্রের আইনজীবী জানান, আবাস যোজনার টাকা রাস্তা তৈরিতে ব্যবহৃত হবে কীভাবে। এই টাকা নিয়মবিরুদ্ধ মানুষকে বাড়ি তৈরির জন্য কেন্দ্র দেয়। তবে প্রধান বিচারপতি পুরসভার উদ্দেশে বলেন, 'এই টাকা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হলেও বেআইনিভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে।' পুরসভাকে হলফনামা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়।

কোথায় বেনিয়ম

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তালিকাভুক্তদের থেকে ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের নামে ২০ হাজার টাকা করে নিচ্ছে পুরসভা
- সেই টাকা না দিলে তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে
- তিন বছরে কাজ না হলেও টাকা ফেরত চাইলে তা দেওয়া হয়নি

হাসপাতালে বহাল আয়ারাজ

প্রথম পাতার পর

সেই সময় হাতের চ্যানেল একজন আয়া খুলে দেন। তার জন্য তিনি ১০০ টাকা দাবি করতে থাকেন। হাসপাতালের সমস্ত রোগী ও পরিজনরা আয়াদের দাপটে অসহায় বোধ করছেন।' এক স্বাস্থ্য আধিকারিক তো বলেই বসলেন, 'সবাই সবকিছু জানে। আসলে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে সেটাই বড় প্রশ্ন।' অন্যদিকে, হাসপাতালের নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট সেবিকা আগসের প্রতিক্রিয়া, 'নার্সরা আয়াদের কখনোই চিকিৎসা পরিষেবার কাজে ব্যবহার করেন না। যদিও আমরা বিষয়টির উপর কড়া নজরদারি রাখতে শুরু করেছি।'

সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জোরালো হয়েছে। রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের প্রতিক্রিয়া, 'আয়াদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে ইতিপূর্বে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে যেমন এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে তেমনই নার্সদের সজাগ থাকতে হবে। রোগীকল্যাণ সমিতির আগামী বৈঠকে এই বিষয়ে আরও সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করব।'

দায় নাকি

প্রথম পাতার পর

শহরের বিভিন্ন রাস্তার ধারে কেউ ঠ্যালা নিয়ে, কেউ ছাউনি দিয়ে দোকান করছেন। প্রতিটি গলিতেই এখন বিরিয়ানির দোকান। কিন্তু আদৌ কি এই খাবারগুলি সুরক্ষিত? রাস্তার দোকানে এই ধরনের খোলা খাবার খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে বলেই জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। শিলিগুড়ির চিকিৎসক শঙ্খ সেনের বক্তব্য, 'এই রাস্তার খাবারগুলিতে ধুলোবালি এসে পড়ে। মাছি সহ পোকামাকড় বসে। তাই এইসব খাবার খেলে আন্ত্রিক, টাইফয়েডের মতো রোগ হতে পারে। এর পাশাপাশি আরও বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা হতে পারে।' কলেজ পড়ুয়া আকাশ সরকারের বক্তব্য, 'স্টেশন ফিডার রোডে তো অনেক দোকান হয়েছে। একদিন বন্ধুরা মিলে খেতে গিয়েছিলাম। কিন্তু অপরিষ্কার দেখে ফিরে এসেছি আমরা।'

গৃহবধূ বাসন্তী দে-র বক্তব্য, 'রাস্তাঘাটে খাওয়া এখন একদমই ছেড়ে দিয়েছি। যেখানে-সেখানে খাবারের দোকান। আদৌ এদের ফুড লাইসেন্স রয়েছে কি না জানা নেই। এগুলিতে নজরদারি প্রয়োজন।'

সুবর্ণকে বদলি দার্জিলিংয়ে

নির্মল ঘোষ ও রণজিৎ ঘোষ

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : ফের বদলির কোপে পড়লেন অভয়া আন্দোলনের অন্যতম মুখ সিনিয়র চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী। পূর্ব বর্ধমানের উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে সুবর্ণকে বৃধবার স্বাস্থ্য দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দার্জিলিংয়ের টিবি হাসপাতালের সুপার পদে দ্রুত যোগ দিতে বলেছে। এই বদলির পিছনে সরকারের 'প্রতিহিংসামূলক মনোভাব' দেখছেন তিনি। ইতিমধ্যেই অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস সহ চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিবকে চিঠি দিয়ে এই বদলির প্রতিবাদ জানিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর অবশ্য জানিয়েছে, এটা রুটিন বদলি। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই।

২০ বছরের চাকরি জীবনে এই নিয়ে ১৪ বার বদলি হলেন সুবর্ণ। তিনি বলেন, 'আমাদের চাকরিতে বদলি স্বাভাবিক। কিন্তু তা বলে, আমি যে পদে আছি তার থেকে নীচু পদে বদলি করা যায় না। কিন্তু রাজ্য সরকার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েই আমাকে তুলনায় কম মর্যাদাপূর্ণ সুপারের পদে বদলি করেছে।' আরজি কর কাণ্ডের পর সরকার বিরোধী আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিলেন এই চিকিৎসক। এদিন তিনি বলেছেন, 'অভয়ার মৃত্যুর বিচার না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। এজন্য সরকার আমার মুখ বন্ধ করতে চাইছে। যাঁরা অভয়া আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সবাইকেই মাঝে মাঝে লালবাজারে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হেনস্তা করা হচ্ছে। এছাড়া দার্জিলিংয়ের যে হাসপাতালে আমাকে বদলি করা হয়েছে, সেখানে খুব কম রোগী যান। কাজ করার সুযোগ খুবই কম।'

অভয়া আন্দোলনের মুখ

আরজি করের প্রাক্তনী সুবর্ণ চাকরি জীবনের শুরুতে ২০০৪ সালে বীরভূমের মেডিকেল অফিসার ছিলেন। সেই সময়ে সিউড়ি-২ ব্লকের তৎকালীন বিএমওএইচ-এর বিরুদ্ধে ওষুধ কেনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন তিনি। ফলস্বরূপ বদলির কোপে পড়েন। বাম জমানায় একাধিকবার তাঁর বদলি হয়। তৃণমূল জমানাতেও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্নীতির অভিযোগ তোলায় আটবার বদলির কোপে পড়েন সুবর্ণ। ২০২১ সালে আলিপুরদুয়ারের উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) থাকাকালীন করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা না হওয়া নিয়ে অভিযোগ তোলায় তাঁকে এখান থেকে পূর্ব বর্ধমানের উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিসাবে বদলি করা হয়েছিল। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সরকার বিরোধী চিকিৎসক আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিলেন সুবর্ণ। তার জেরেই তাঁকে এবার শাস্তিমূলক বদলি হিসাবে দার্জিলিংয়ের টিবি হাসপাতালে পাঠানো হল বলে চিকিৎসক সংগঠনগুলি মনে করছে।

এরই মধ্যে তাঁর বদলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে চিকিৎসকদের সংগঠন 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস'। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তারা বলেছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্নীতি ও 'হুমকি সংস্কৃতি'-র বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই সুবর্ণকে বদলি করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যের প্রধান সচিবকেও চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। চিকিৎসকদের অপর সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস'-এর তরফেও প্রধান সচিবকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের তরফে ডাঃ উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সাতবার সুবর্ণকে উত্তরবঙ্গে বদলি করা হল। এভাবে কণ্ঠরোধ করা যাবে না। এই বদলি রদ না করা হলে আমরা আইনি পদক্ষেপের কথা চিন্তা করব।'

অসন্তোষ

> আমাদের চাকরিতে বদলি স্বাভাবিক। কিন্তু তা বলে আমি যে পদে আছি তার থেকে নীচু পদে বদলি করা যায় না। কিন্তু রাজ্য সরকার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েই আমাকে তুলনায় কম মর্যাদাপূর্ণ সুপারের পদে বদলি করেছে।
>
> -সুবর্ণ গোস্বামী

মৃত্যু তরুণের

প্রথম পাতার পর

তৎক্ষণে অবশ্য হাতিটি ওই তরুণের ওপর চড়াও হয়েছে। শুঁড় দিয়ে তাঁকে পেঁচিয়ে আছড়াও মেরেছে। তাঁকে একেবারে শেষ করে দেওয়ার জন্য হাতিটি যখন সমস্ত শক্তি একত্রিত করে তার পা শূন্যে তুলেছে তখনই ওই দুই সেনাকর্মী বিকাশকে কোনওমতে টেনে সরান। তাঁকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে শিবিরের দিকে দৌড়াতে থাকেন। হাতিটির নাগাল এড়াতে এঁকেবেঁকে দৌড়ে তাঁরা সেনা শিবিরে পৌঁছেও যান। সেনা হাসপাতালে তড়িঘড়ি বিকাশের চিকিৎসা শুরু হয়। তবে চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও ওই তরুণকে শেষপর্যন্ত বাঁচাতে পারেননি।

ঠিক কী কারণে এদিন হাতিটি এমন আচরণ করল? পরিবেশবিদদের ধারণা, হালে জঙ্গলে মানুষের প্রবেশ যেভাবে বাড়ছে তাতে বন্যপ্রাণ নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে অনেকটাই সংকটে। সামনে কোনও মানুষকে পেলেই তাদের রাগ চরমে উঠছে। এদিনের ঘটনাও সেই রাগেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে।

ছাত্র পরিষদের স্মারকলিপি

খড়িবাড়ি, ২০ মার্চ : সাত দফা দাবিতে খড়িবাড়ি থানার ওসিকে স্মারকলিপি দিল তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন। বৃহস্পতিবার ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) খড়িবাড়ির নেতাকর্মীরা মিছিল করে থানার সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন রাজ্য ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি শিবাঙ্কর সরকার, সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ আলাউদ্দিন ও ব্লকের নেতারা। মূল সড়কে যানজট সমস্যার দ্রুত সমাধান ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় সংগঠনের তরফে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ৩০ জন নেতাকর্মী এদিনের কর্মসূচিতে যোগ দেন। যানজট সমস্যার জেরে কোনও পড়ুয়ার ভোগান্তি হলে প্রশাসনকেই ছেড়ে কথা বলবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

কন্যাশ্রীতে প্রচুর বেনিয়মের নথি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ মার্চ : কারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে, কারও কোলে সন্তান, কেউ বা ডিভোর্সি। তারাই স্কুল ছাত্রী হিসাবে কন্যাশ্রীর আবেদন করেছেন। আর এই অভিযোগ পেয়ে আবেদনপত্রের ফিল্ড ভেরিফিকেশনে হাতেনাতে নানা ফাঁকি ধরে ফেললেন হরিশ্চন্দ্রপুর দু নম্বর ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সোনাম ওয়াংদি লামা।

পাশাপাশি ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকের তদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। এলাকারই কোনও ব্যক্তি ব্লকের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে টাকার বিনিময়ে এইসব বিবাহিত স্কুল ছাত্রীদের কন্যাশ্রী পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। বুধবার বিকেলে তিনি কন্যাশ্রী প্রকল্পের একাধিক আবেদনপত্র হাতে নিয়ে তথ্য যাচাইয়ে যান মশালদহ অঞ্চলের তালগাছি ও করকরিয়া গ্রামে।

আবেদনকারী ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত উঠে আসল একাধিক ভুয়ো কন্যাশ্রীর তথ্য। এই ছাত্রীদের এলাকারই কয়েকটি স্কুল এবং মাদ্রাসায় নাম নথিভুক্ত রয়েছে। অভিযোগ, হাতেনাতে ধরা পড়তেই আবেদনপত্র বাতিল করেন জয়েন্ট বিডিও। দেখা যায় আবেদনে উল্লেখিত অনেকে ছাত্রীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কারও আবার সন্তান রয়েছে। কেউ ডিভোর্সি।

জয়েন্ট বিডিও সোনাম ওয়াংদি লামার বক্তব্য, 'অভিযোগ পেয়ে ফিল্ড ভেরিফিকেশন এসেছিলাম। তিনটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সর্দারের হাতে খুন বাগানে

প্রথম পাতার পর

আদতে আলিপুরদুয়ার জেলার হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা নীলাঞ্জন তরাই অঞ্চলে বিধাননগরের কাছে জয়ন্তিকা চা বাগানে প্রায় ৪ বছর কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার ওই বাগানের বাঁশলাইনে ১২ এবং ১৪ নম্বর সেকশনে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে দুপুর ২টো নাগাদ। চা বাগানের ১২ নম্বর সেকশনে তখন মহিলা শ্রমিকরা পাতা তুলছিলেন। যেখান থেকে ঘটনাস্থল ২০০ মিটারের বেশি দূরে নয়। তাছাড়া ৫০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে ১৪ নম্বর সেকশনে কীটনাশক স্প্রে করা চলছিল। বাগানের কাঁচা রাস্তা দিয়ে লাল রংয়ের মোটরবাইকে সেখানে তদারকি করতে যাচ্ছিলেন সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। চা বাগান কর্তৃপক্ষ হঠাৎই খবর পায়, নীলাঞ্জনের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

কাছাকাছি শ্রমিকরা কাজ করতে থাকলেও কেন কোনও চিৎকার বা অন্য আওয়াজ কেউ পেলেন না, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বাগান থেকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। নকশালবাড়ির এসডিপিও নেহা জৈন, সার্কেল ইনস্পেক্টর সৈকত ভদ্র এবং ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কাঁচা রাস্তার উপর চিত হয়ে পড়ে ছিল দেহটি। ঘাড়ের কাছে প্রায় তিন ইঞ্চি গভীর ক্ষত।

নকশালবাড়ির এসডিপিও নেহা জৈন শুধু বলছেন, 'একজনকে আটক করা হয়েছে।'

চা বাগানের কোয়ার্টারে থাকেন নিহতের স্ত্রী ও ছেলে শুভাশিস। তাঁরা কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে চাননি তাঁরা। তবে পুলিশি তদন্তের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনায় গোটা জয়ন্তিকা চা বাগানে আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়েছে।

পারিবারিক বিবাদে বড় ভাইয়ের মৃত্যু

চোপড়া, ২০ মার্চ : দুই ভাইয়ের বিবাদ থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল প্রৌঢ় বড় ভাইয়ের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া থানার সোনাপতিলা গ্রামে। ঘটনার জেরে গ্রামে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার কথা স্বীকার করেছে চোপড়া থানা। মৃতের নাম আবদুল লতিফ (৬২)। তবে এ ব্যাপারে এদিন রাত অবধি থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন বিকালে দুই ভাই মুজিবুল হক ও আবদুল মজিদের মধ্যে ভিটেবাড়ির রাস্তা নিয়ে বচসা বাধে। তাদের বড় ভাই আবদুল লতিফ প্রতিবাদ জানান। সন্ধ্যায় একপক্ষ লতিফের পরিবারের সঙ্গে ফের বচসায় জড়ায়।

এ প্রসঙ্গে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নজরুল ইসলাম বলেন, 'ভিটেবাড়ির রাস্তা নিয়ে দুই ভাইয়ের বিবাদের জেরে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় মজিবুল ইসলাম ও আবদুল লতিফ জখম হন। স্থানীয়রা তাদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান। সেখানে লতিফের মৃত্যু হয়।'

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, মজিবুল হক ও তাঁর পরিবারের লোকজন এদিন পরিকল্পিতভাবে তাঁদের বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা চালিয়ে বেধড়ক মারধর করায় এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশের কাছে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে।

চোপড়া থানার জানিয়েছে, পারিবারিক বিবাদে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। ঘটনায় এক প্রৌঢ়ের মৃত্যুর খবর মিলেছে।

ভুল নামের মণিমুক্তোয়

প্রথম পাতার পর

ডোনাল্ড ট্রাম্পও স্বামী বিবেকানন্দের নাম বলেছিলেন, বিবেকমুন্ডন। মোদি একবার লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ভুল বলে গিয়েছেন পরের প্রধানমন্ত্রী। রাহুল গান্ধি বিহার, কর্ণাটকে গিয়ে যাঁদের স্মরণে অনুষ্ঠান, তাঁদের নামেই ভুল বলেন। অমিত শা যেমন অনেকবার নাম গুলিয়েছেন। হয় কিসিংকে কম নেহি।

মমতার এ ধরনের ভুল আপকা। সত্যজিৎ সরণিকে ধরণী বলা, সিধো-কানহোর সঙ্গে ডহরকেও লোক বানিয়ে ফেলা, নেহরুর 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' বইকে স্টালিন 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট' বলা, রাকেশ শর্মাকে রাকেশ রোশন বলা—কত কী শুনেছি! মোদিরও 'মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধি' আমরা শুনেছি। শুভেন্দু একদা 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' এর মানেই পালটে দেন 'যো হামারে সাথ হাম উনকা সাথ' বলে।

এই তালিকা অনিঃশেষ। মুলায়ম সিং যাদব একবার সুভাষচন্দ্র বসুকে বললেন সুভাষচন্দ্র ভার্মা। নীতীশ কুমারের কীর্তি অজস্র! সেরা, জওহরলাল নেহরুকে জওহরলাল কুমার বানানো।

এই যে এত ভুলের মণিমুক্তোর মালা গাঁথা, নেতারা মোটেই অস্বস্তিতে পড়েন না। ভুল করলেও ভুল স্বীকারে নেই। ওইভাবেই যোগী আদিত্যনাথ কবীরকে বানিয়েছেন কবীর সিং। চন্দ্রবাবু নাইডু সিভি রমণকে বলেছেন সিভি রাও। স্ট্যালিনের কথায় চিদম্বরম পিল্লাই হয়ে গিয়েছেন চিদম্বরনাথ। বিজয়ন আবার নিজের পার্টির কৃষ্ণ পিল্লাইকে বলেছেন কৃষ্ণন।

বিদেশেও পাবেন এরকম ভুলভাল বলার প্রবণতা। ট্রাম্প, শি জিনপিং, পুতিন, এর্দোগান, নেতানিয়াহু, ম্যাক্রোঁ, ট্রুডো, জেলেনস্কি, শেহবাজ শরিফ, আলি খামেনেই—সবারই আছে এমন সম্পদ।

নেতারা অবশ্য জানেন, জনতা এতে অভ্যস্ত এখন। তারা বড়জোর ফেসবুকে দু'দিন খিল্লি করবে। সমমনোভাবাপন্ন লোকদের সঙ্গে কথোপকথনে মজা পাবে। তারপর চলে যাবে অন্য বিষয়ে। সাম্প্রতিক বাঙালির কূটকচালি বেশি রাজনীতি ও ধর্ম নিয়ে। ভিনরাজ্য বা বিদেশের খবরে মাথা ঘামায় না। ভাবনার ডালপালা বেশি ছড়ায় না নিরপেক্ষতা বা প্রতিবাদমনস্কতার অভাবে।

যা মনে করায় শিলিগুড়িকে।

এই যে ইদানীং প্রতি রাতে শিলিগুড়ির অনেকটা ঢেকে যাচ্ছে ধোঁয়ার আস্তরণে, প্রশাসনের মাথাব্যথা দেখছেন কোনও? প্রচুর প্রবীণ বা শিশু শ্বাসকষ্টে অস্থির, কুকুর-বিড়াল অসহায়, মেয়র গৌতম দেব ও তাঁর সঙ্গীরা কিছু স্থায়ী সমাধান ভেবেছেন? না। বিধায়ক শংকর ঘোষ রাজপথে লাগাতার প্রতিবাদে নেমেছেন? না। কোথায় সিপিএম-কংগ্রেস? ব্যাপারটা প্রসেনজিতের লিপে 'জ্যোতি' ছবিতে কিশোরকুমারের বিখ্যাত গানের মতো—'ধোঁয়া, ধোঁয়া, ধোঁয়া।'

বনের আগুন সামলানোয় এমনিতে বাংলা ভালো জায়গায়। উত্তরাখণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্রে পরিস্থিতি আরও খারাপ। বাংলা ভালো জায়গায় থাকলে শিলিগুড়ির দুর্দশা কেন? তিন বছর ধরে গোটা তিন ছেঁদো এক যুক্তি শুনে চলেছি। প্রশ্ন হল, এটা যখন নিয়মই, তবে চৈত্র-বৈশাখে শিলিগুড়ির প্রশাসকরা আগাম সতর্কতা নেন না কেন? দিন দুই আগে শুনলাম, ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরে ৮৮৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা খরচের এবং ১২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেন মেয়র গৌতম দেব। গতবার মার্টিন লুথার কিংয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করে বাজেট বক্তৃতা ছিল গৌতমের। 'Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.'

আলো-আঁধার, ঘৃণা-ভালোবাসার ধাঁধার মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়া ধোঁয়া। ২০২৪-'২৫-এ ৬১৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ পেশ হয়। ২০২৩-'২৪ এ বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫৯১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। ২০১৭-২০১৮ বছরে প্রস্তাবিত খরচ দেখছি ২৩৫ কোটি ৬৯ লক্ষ, ঘাটতি ২.২২ কোটি টাকার। মানে সাত বছরে শহরের বরাদ্দ টাকা প্রায় তিনগুণ। উত্তরবঙ্গ উপেক্ষিত, তা তো এখানে বলা যাবে না! শিলিগুড়ির রাজপথে ঘোরার ফাঁকে ভাবি, শহরে বাজেট বৃদ্ধির প্রতিফলন কোথায়? এখনও খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হয়, কী সুদূরপ্রসারী উন্নতি হল শিলিগুড়ির। যা নিয়ে কুড়ি বছর পরেও সশ্রদ্ধ বলাবলি করবে জনতা। তবু নেতাদের কথা কমে না। সেনাদের ট্রেন নিশ্চিন্তে সবার অজান্তেই লক্ষ্যের স্টেশনে পৌঁছে যায়। নেতাদের উচ্চকিত ট্রেন মাঝে মাঝেই মুখ থুবড়ে পড়ে, স্টেশন অধরা থেকে যায়।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

আইপিএলের অন্যতম সফল দল। কিন্তু গতবার রোহিত শর্মা বনাম হার্দিক পান্ডিয়া বিতর্কে সবার শেষে থামতে হয়েছিল। পরিস্থিতি বদল অনেকটাই হয়েছে। প্রশ্ন হল, ষষ্ঠ আইপিএল ট্রফি কি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে আসবে?

হাফডজনের হাতছানি

শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ। রঙিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে পারদ চড়ছে। লিগের দ্বিতীয় দিনে চিপক স্টেডিয়ামে চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এক ম্যাচ নির্বাসনের কারণে হার্দিক পান্ডিয়া নেই। নেই রিহ্যাবে থাকা জসপ্রীত বুমরাহ। জোড়া ডামাডোল নিয়েই হাফডজন আইপিএল খেতাবের লক্ষ্যে অভিযান শুরু করতে চলা টিম মুম্বইয়ের অন্দরমহলে ঢুঁ মারলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২৪-এ দশম স্থান

অধিনায়ক : হার্দিক পান্ডিয়া

হেড কোচ : মাহেলা জয়বর্ধনে **মেন্টর :** শচীন তেন্ডুলকার
বোলিং কোচ : লাসিথ মালিঙ্গা, পরস মামব্রে **ব্যাটিং কোচ :** কায়রন পোলার্ড
ঘরের মাঠ : ওয়াংখেড়ে ক্রিকেট স্টেডিয়াম
প্রথম ম্যাচ : ২৩ মার্চ, চেন্নাই সুপার কিংস
দামি ক্রিকেটার : জসপ্রীত বুমরাহ (১৮ কোটি)
সেরা পারফরমেন্স : ৫ বার চ্যাম্পিয়ন (২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০)

স্কোয়াড

রিটেইন
জসপ্রীত বুমরাহ (১৮ কোটি), সূর্যকুমার যাদব (১৬.৩৫ কোটি), হার্দিক পান্ডিয়া (১৬.৩৫ কোটি), রোহিত শর্মা (১৬.৩০ কোটি), তিলক ভার্মা (৮ কোটি)

নিলাম থেকে
ট্রেন্ট বোল্ট (১২.৫০ কোটি), নমন ধীর (৫.২৫ কোটি), দীপক চাহার (৯.২৫ কোটি), উইল জ্যাকস (৫.২৫ কোটি), মিচেল স্যান্টনার (২ কোটি)।

শক্তি

ব্যাটিং : রোহিত শর্মা, রায়ান রিকেলটন, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব, উইল জ্যাকস-ব্যাটিং অত্যন্ত শক্তিশালী। হার্দিক পান্ডিয়া, নমন ধীররাও ব্যাট হাতে বোলারদের রক্তচাপ বাড়াতে সক্ষম।

পেস ব্রিগেড : ট্রেন্ট বোল্ট-জসপ্রীত বুমরাহ জুটিকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছে মুম্বই শিবির। আছেন টি২০ স্পেশালিস্ট দীপক চাহার। আছেন হার্দিকও। চোটের জন্য শুরুতে কয়েকটা ম্যাচ বুমরাহকে না পাওয়াটুকু সরিয়ে রাখলে পেস অন্যতম অস্ত্র।

দুর্বলতা

স্পিন ব্রিগেড : মিচেল স্যান্টনার-মুজিব উর রহমান আছেন। কিন্তু দেশি-বিদেশি কম্বিনেশনে দুইজনকে একসঙ্গে খেলানো মুশকিল। বিকল্প বলতে ভারতীয় স্পিনার করণ শর্মা।

টিম বন্ডিং : হার্দিক বনাম রোহিত বিতর্কের ধাক্কায় গতবার লিগের লাস্টবয়। গত ১ বছরে পরিস্থিতি বদলালেও, টিমের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তোলায় মূল চ্যালেঞ্জ হেডকোচ মাহেলা জয়বর্ধনের।

এক্স ফ্যাক্টর

ট্রেন্ট বোল্ট : পুরোনো দলে প্রত্যাবর্তন। ২০২০, ২০২১, টানা দুই মরশুমে বুমরাহ-বোল্ট পেস জুটি সাফল্য এনে দিয়েছে মুম্বইকে। বিশেষত, বোল্টের পাওয়ার প্লে-তে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা যে কোনও অধিনায়কের সম্পদ।

সর্বোচ্চ স্কোর : ২৪৭/৯, দিল্লি ক্যাপিটালস, ২০২৪
সর্বনিম্ন স্কোর : ৮৭ কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব (২০১১) ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (২০১৮)
সর্বোচ্চ জয় : ১৪৬ রান, দিল্লিস ডেয়ারডেভিলস, ২০১৭

বর্তমান দলের সর্বাধিক উইকেট : ১৬৫, জসপ্রীত বুমরাহ
সর্বাধিক রান : ৫৪৫৮, রোহিত শর্মা

টিম অ্যানথেম : খেলেঙ্গে দিল খোলকে

সম্ভাব্য একাদশ : রোহিত শর্মা, রায়ান রিকেলটন/উইল জ্যাকস, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, নমন ধীর, মিচেল স্যান্টনার, দীপক চাহার, মুজিব উর রহমান, ট্রেন্ট বোল্ট ও জসপ্রীত বুমরাহ।

চমক এবার দ্বিতীয় নতুন বল

উঠল থুতু-নিষেধাজ্ঞা ■ পরিধি বাড়ছে ডিআরএসের

মুম্বই, ২০ মার্চ : প্রত্যাশামতোই আইপিএল থেকে উঠে গেল বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে দশ দলের অধিনায়কদের নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হল ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার সহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে।

উঠল থুতু-নিষেধাজ্ঞা

এবার সুইং পেতে বলে থুতু ব্যবহার করত পারবেন বোলাররা। করোনাকালে সংক্রমণের আশঙ্কায় বলে থুতু ব্যবহারের কৌশলে নিষেধাজ্ঞ জারি হয়েছিল। এদিন বৈঠকে বেশিরভাগ অধিনায়কই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পক্ষে মত দেন।

দ্বিতীয় নতুন বল

রাতের ম্যাচে শিশিরের প্রভাব কমাতে দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয় নতুন বল ব্যবহারের সুযোগ পাবে বোলিং শিবির। ১১ ওভারের পর নেওয়া যাবে এই নতুন বল। পরিস্থিতি বুঝে বল পরিবর্তনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন আম্পায়াররা।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। আগেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড জানিয়েছিল ২০২৭ পর্যন্ত প্রতিটি দল একজন ক্রিকেটার পরিবর্তন করতে পারবে।

ডিআরএস

আসন্ন আইপিএলে ডিসিশন রিভিউ সিস্টেমের (ডিআরএস) পরিধি আরও বাড়ল। এবার উচ্চতার জন্য ওয়াইড এবং অফ স্টাম্পের বাইরে ওয়াইডের ক্ষেত্রে ডিআরএস নেওয়া যাবে।

আইপিএলের ক্যাপ্টেনস মিটে ট্রফির সঙ্গে দশ দলের অধিনায়ক। মুম্বইয়ে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পুরস্কার ৫৮ কোটি

মুম্বই, ২০ মার্চ : বিসিসিআই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলের জন্য মোট ৫৮ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করল বৃহস্পতিবার। দলের ১৫ ক্রিকেটার এবং হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ৩ কোটি টাকা পাবেন। অন্য সাপোর্ট স্টাফরা পাবেন ৫০ লক্ষ টাকা। প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার পাবেন ৩০ লক্ষ এবং সহনির্বাচকদের জন্য থাকছে ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার। এছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাইজ মানির পুরোটাই (২০ কোটি) ভাগ করে দেওয়া হবে ক্রিকেটারদের মধ্যে।

প্রথম তিন ম্যাচে রাজস্থানের নেতৃত্বে রিয়ান

পাওয়ার প্লে-কে গুরুত্ব শুভমানের

জয়পুর, ২০ মার্চ : আঙুলে অস্ত্রোপচার হয়েছিল গত মাসে। সেই ধাক্কা সামলে আসন্ন আইপিএলের জন্য সোমবার রাজস্থান রয়্যালস শিবিরে যোগ দিয়েছেন অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু আঙুল পুরোপুরি ঠিক না হওয়ায় অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম তিন ম্যাচে উইকেটকিপিং করতে পারবেন না তিনি।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে মূলত ব্যাটার সঞ্জুকে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে রাজস্থান শিবিরের। যার ফলে প্রথম তিন ম্যাচে গোলাপি ব্রিগেডকে নেতৃত্বে দেবেন উঠতি তারকা রিয়ান পরাগ। বৃহস্পতিবার রাজস্থান শিবিরের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে।

মুম্বইয়ে এদিন ১০ দলের 'ক্যাপ্টেনস মিট'-এ ঋষভ পন্থ, রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের সঙ্গে খোশমেজাজে পাওয়া গিয়েছে সঞ্জুকে। তবে রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'সঞ্জু নন, প্রথম তিন ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেবেন রিয়ান পরাগ। ২৩ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথমবার রিয়ানকে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে টস করতে দেখা যাবে।' এর ফলে ২৩ বছরের অসমের অলরাউন্ডার রিয়ান আইপিএলে কনিষ্ঠতম অধিনায়কদের তালিকায় ঢুকে পড়লেন। যে তালিকায় সবার আগে রয়েছেন বিরাট কোহলি (২২ বছর, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু)।

অধিনায়ক রিয়ান প্রসঙ্গে সঞ্জু বলেছেন, 'আমার আঙুল এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। প্রথম তিন ম্যাচ রিয়ান দলকে নেতৃত্ব দেবে। অধিনায়ক হওয়ার সমস্ত গুণ ওর মধ্যে রয়েছে। আশা করি, দলের প্রত্যেকে রিয়ানকে সাহায্য করবে।'

সঞ্জু ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হলে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন ধ্রুব জুরেল। রাজস্থান শিবিরের যা কম্বিনেশন সেক্ষেত্রে অন্তত তিন ম্যাচে ১৩ বছরের বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশীকে প্রথম একাদশে দেখতে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

দলে টিম ইন্ডিয়ার তারকা ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল থাকলেও রিয়ানকে অধিনায়ক বাছার কারণ হিসেবে রাজস্থান শিবির জানিয়েছে, 'রিয়ান অতীতে ঘরোয়া ক্রিকেটে অসমকে নেতৃত্ব দিয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে রাজস্থান রয়্যালসেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রিয়ান। সবদিক বিবেচনা করেই রিয়ানকে অধিনায়ক বেছে নেওয়া হয়েছে।'

এদিকে, আসন্ন আইপিলে পাওয়ার প্লে-কে গুরুত্ব দিচ্ছেন গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান গিল। গত বছর শুভমান-বি সাই সুদর্শনের ওপেনিং জুটির ইনিংসের প্রথম ছয় ওভারে গড় রানরেট ছিল ৭.৭২। যা প্রভাব ফেলেছিল দলের পারফরমেন্সেও। দশ দলের লিগে আট নম্বরে শেষ করেছিল গুজরাট শিবির। এবার শুভমানের সঙ্গে ওপেনিংয়ে নামবেন ইংল্যান্ডের তারকা জস বাটলার। ফলে আসন্ন আইপিএলে পাওয়ার প্লে-র পরিসংখ্যানে উন্নতি চাইছেন শুভমান।

> আমার আঙুল এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। প্রথম তিন ম্যাচ রিয়ান দলকে নেতৃত্ব দেবে। অধিনায়ক হওয়ার সমস্ত গুণ ওর মধ্যে রয়েছে। আশা করি, দলের প্রত্যেকে রিয়ানকে সাহায্য করবে।
>
> **সঞ্জু স্যামসন**

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ দিয়ে এবারের আইপিএল শুরু করবে টাইটান্স শিবির। প্রস্তুতির ফাঁকে সাংবাদিক সম্মেলনে শুভমান বলেছেন, 'পাওয়ার প্লে-তে উইকেট হাতে রেখে যত বেশি সম্ভব রান তোলাই লক্ষ্য থাকবে আমাদের। গতবার পাওয়ার প্লে ও মাঝের ওভারে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাটিং করতে পারিনি আমরা। নিটফল, প্লে-অফে পৌঁছাতে ব্যর্থ হই। ওপেনার হিসেবে আমার দায়িত্ব দলকে ভালো শুরু দেওয়া। পাওয়ার প্লে-র ফায়দা তোলা। গতবার যা করতে পারিনি। আশা করি, এবার ভুল সংশোধন করতে পারব।'

বুধবার প্রাক্তন প্রোটিয়া তারকা এবি ডিভিলিয়ার্স জানিয়েছিলেন, এবারের আইপিলে তিনশোর স্কোর দেখা যাবে। একই সুর শুভমানের গলায়ও শোনা গিয়েছিল। যদিন শুভমান জানিয়েছেন, দল হিসেবে তারা তিনশো রান তোলার লক্ষ্য নিয়ে নামবেন না। গিলের কথায়, 'তিনশো তোলা আমাদের টার্গেট নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে চাই। ব্যাটিং সহায়ক পিচ হলে ২৫০-২৬০ রানও উঠতে পারে। আবার অনেক উইকেটে ১৫০ রানও জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়।'

ক্যাপ্টেনস মিটে সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে খুনশুটি ঋষভ পন্থের। বৃহস্পতিবার।

আইপিএলে থাকছে রোবট ডগ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মার্চ : অতীতে কখনও শোনা যায়নি, দেখা যায়নি। বিশ্ব ক্রিকেট তো বটেই এমনকি অন্য খেলাতেও ঘটেছে কিনা, মনে করা যাচ্ছে না। কিন্তু আসন্ন অষ্টাদশ আইপিএলেই অভিনব দৃশ্য দেখতে চলেছে ক্রিকেট সমাজ। এহেন চমকের নাম 'রোবট ডগ।'

কী এই 'রোবট ডগ'? মোদ্দা কথায়, রোবটের মতো দেখতে একটি কুকুর। যার মাথায় বসানো থাকবে ক্যামেরা। এই রোবট ডগ শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তো বটেই কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচেও থাকবে বলে বৃহস্পতিবার রাতের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে।

ইডেনে শনিবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বা ম্যাচেই শুধু নয়, এবারের আইপিএলের প্রতিটি ভেনুতেই রাখা হবে বিশেষ প্রযুক্তিতে বানানো এই রোবট ডগকে। জানা গিয়েছে, ম্যাচ চলাকালীন এই অভিনব রোবট ডগ বাউন্ডারি লাইনের ধার দিয়ে ঘোরাঘুরি করবে। এছাড়া ম্যাচের শুরুর আগে, ইনিংস বিরতিতে এবং খেলা শেষে ক্রিকেটারদের কাছেও চলে আসবে রোবট ডগ। পোষ্য কুকুরের মতো এই রোবট ডগকে ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাতে বা বিভিন্ন আওয়াজের মাধ্যমে কথা বলতে দেখলেও অবাক হওয়ার থাকবে না। এমনকি খেলা শুরুর আগে ম্যাচ বলও হয়তো এই রোবট ডগ আম্পায়ারদের হাতে তুলে দিতে পারে। সবমিলিয়ে এবারের মেগা লিগে এই অভিনব রোবট ডগ দর্শকদের যে আনন্দ দেবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বোলিং করতে পারবেন সাকিব

লন্ডন, ২০ মার্চ : বোলিংয়ের জন্য ছাড়পত্র পেলেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। গত বছর সারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলার সময় তাঁর বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন উঠে। ফলে লাফবোরো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বোলিং অ্যাকশন নিয়ে পরীক্ষা দেন। তবে পাশ করতে পারেননি।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে চেন্নাইতে আবারও পরীক্ষা দিয়েছিলেন সাকিব। সেবারও পাশ করতে পারেননি। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশ দলে জায়গা হয়নি এই তারকার। কয়েকদিন আগে তৃতীয়বারের জন্য লাফবোরো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন সাকিব। এবার তিনি পাশ করেছেন। ফলে বোলিং করতে কোনও অসুবিধা নেই সাকিবের।

ড্র ডায়মন্ডের

বাম্বোলিম, ২০ মার্চ : দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগে স্পোর্টিং গোয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল ডায়মন্ড হারবার এফসি। ম্যাচের ১১ মিনিটে গোয়ার দলটির আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় ডায়মন্ড। স্পোর্টিং গোয়া গোল শোধ করে ২৮ মিনিটে। ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ালেও লিগ শীর্ষেই রইল কিবু ভিকুনার দল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা চানমারির সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান দুই।

সুনীলকে লিস্টন

বল বাড়াতে পেরে গর্বিত

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মার্চ : তিন বছরের উপর জাতীয় দলে। কিন্তু কোথাও একটা খামতি ছিলই। অবশেষে এল প্রথম গোল!

ম্যাচ শেষে তাই সবথেকে বেশি উচ্ছ্বসিত লাগে লিস্টন কোলাসোকেই। বারবার চেষ্টা করেও নীল জার্সিতে গোল আসছিল না। অবশেষে বুধবার শুধু নিজে গোল করলেন না, অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর ফিরে আসা স্মরণীয় করতে তাঁর গোলের বলও বাড়ালেন। ম্যাচ শেষে তাই খুশি উপচে পড়ে লিস্টনের বক্তব্যে, 'গত তিন বছর ধরে দেশের জার্সিতে একটা গোল পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে মালদ্বীপের বিরুদ্ধে দল যেমন লম্বা ১৭ মাস বাদে জয়ে ফিরল তেমনি আমিও নিজের প্রথম গোলটা পেলাম। দেশের হয়ে গোল করার অনুভূতিই আলাদা।' এবার যে নিজের উপর আস্থা ছিল, সেকথাও বলছেন মোহনবাগানের এই উইঙ্গার, 'এই মরশুমে ক্লাবের হয়েও ভালো খেলেছি। তাই নিজের উপর বিশ্বাস ছিল। তাছাড়া মানোলোও আমাদের আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। অনেকটা সময় পাওয়া গেছে একসঙ্গে প্রস্তুতির। কোচ একটা বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছেন। জয়ে ফিরতে পেরে সত্যিই ভালো লাগছে। আমার পরিবার সবসময় আমার পাশে থেকেছে। তাই এই গোলটা আমি পরিবারকে উৎসর্গ করছি।' সুনীলের জন্য গোলের বল বাড়াতে পারায় তৃপ্তি বেড়েছে স্বাভাবিকভাবেই। হাসিখুশি লিস্টনের মন্তব্য, 'সুনীল ভাইয়ের ফিরে আসাটা দলের জন্য আশীর্বাদ। কারণ উনি প্রকৃতি অধিনায়ক। প্রত্যেককে আলাদা করে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। ওঁকে গোলের বল বাড়াতে পেরে গর্বিত বোধ করছি।' ম্যাচ সেরার আশা, এই জয় বাংলাদেশ ম্যাচে কাজে লাগবে।

এই ম্যাচে দলের ৩-০ গোলে জয়ে খুশি হলেও ম্যাচে চোট পেলেন ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ। যা নিয়ে চিন্তায় মানোলো। মার্কুয়েজ রোকা। এত চোট-আঘাতে যে দলের ক্ষতি হচ্ছে সেই কথা গোপন করেননি তিনি। বাংলাদেশের বিপক্ষে যে ব্র্যান্ডনকে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, সেই কথাও জানান মানোলো। আগেই

> গত তিন বছর ধরে দেশের জার্সিতে একটা গোল পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে মালদ্বীপের বিরুদ্ধে দল যেমন লম্বা ১৭ মাস বাদে জয়ে ফিরলো তেমনি আমিও নিজের প্রথম গোলটা পেলাম। দেশের হয়ে গোল করার অনুভূতিই আলাদা।
>
> **লিস্টন কোলাসো**

ছিটকে গিয়েছেন আনোয়ার আলি, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, আশিস রাই ও মনবীর সিং। পোলো গ্রাউন্ডের মাঠকে ঘুরিয়ে খানিকটা দায়ী করেন মানোলো। বলেছেন 'বাংলাদেশের বিপক্ষে ব্র্যান্ডনকে পাওয়া যাবে না, এটা প্রায় নিশ্চিত। নতুন করে কাউকে ডাকতে হবে দলে। মাঠ এদিন ঠিকই ছিল। কিন্তু আপনারা মনে করে দেখুন, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে বেঙ্গালুরু এফসি এবং মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচে বহু ফুটবলার পা পিছলে পড়ে গিয়েছে। এদিনও ম্যাচে ব্র্যান্ডনের চোটটা হল, নিজে থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে। এটাই বিপজ্জনক।'

সুনীলকে দলে ডাকা নিয়ে তিনি সমালোচিত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই খুশি মানোলো। তবে তাঁর থেকেও সুনীল নিজে বেশি খুশি হয়েছেন বলে জানান এই স্প্যানিশ কোচ, 'আমি তো খুশিই। তবে সুনীল আমার থেকেও বেশি খুশি। ওর কারও কাছে আর কিছুই প্রমাণ করার নেই।' মালদ্বীপ ম্যাচের এই উজ্জীবিত পারফরমেন্স এশিয়ান কাপ যোগ্যতার্জন পর্বে সুনীলরা ধরে রাখুন, এই প্রার্থনায় এখন ভারতের সব ফুটবলপ্রেমী।

দেশের জার্সিতে প্রথম গোল করার পর লিস্টন কোলাসো।

চাহাল-ধনশ্রী বিচ্ছেদে সিলমোহর

মুম্বই, ২০ মার্চ : যুযবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মার দাম্পত্যে ইতি। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের পারিবারিক আদালত তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদে সিলমোহর দিয়ে দিল।

২০২০ সালের ডিসেম্বরে সাতপাকে বাঁধা পড়েন যুজবেন্দ্র ও ধনশ্রী। তার ১৮ মাস পর থেকেই আলাদা থাকা শুরু। গত ফেব্রুয়ারিতে বিচ্ছেদের আবেদন দাখিল করেন দুইজনে। আইন অনুযায়ী বিচ্ছেদের আগে ৬ মাস কুলিং অফ বাধ্যতামূলক। তবে দুজনের কেউই ততদিন অপেক্ষা করতে রাজি হননি। বিশেষত চাহাল আইপিএল খেলতে চলে গিয়েছেন। তাঁর ব্যস্ততাকে গুরুত্ব দিয়েই তাৎক্ষণিক বিচ্ছেদের অনুমতি দেয় আদালত। খোরপোশ বাবদ ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা দাবি করেছেন ধনশ্রী। আদালতের নির্দেশে চাহাল তার অর্ধেকেরও বেশি অর্থ দিয়ে দিয়েছেন। সময় মতো বাকিটাও ধনশ্রীর কাছে পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন তারকা স্পিনার।

ডিভোর্সের শুনানির জন্য মুম্বইয়ে বান্দ্রা কোর্টে চলেছেন যুযবেন্দ্র চাহাল। বৃহস্পতিবার।

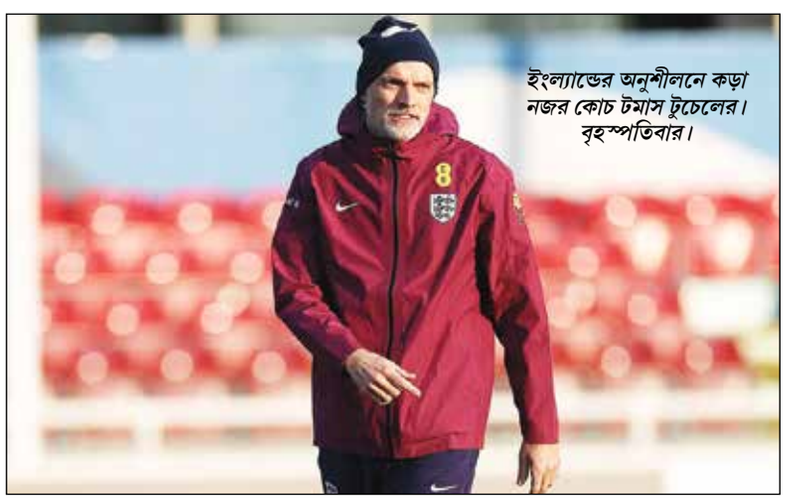

ইংল্যান্ডের অনুশীলনে কড়া নজর কোচ টমাস টুচেলের। বৃহস্পতিবার।

ইংল্যান্ডে টুচেল জমানা শুরু আজ

লন্ডন, ২০ মার্চ : ইংল্যান্ড ফুটবলের ইতিহাসে এমনটা যে আগে হয়নি, তা নয়। স্বেন গোরান এরিকসন ও ফ্যাবিও কাপেলো, একজন ২০০১ থেকে ২০০৬, আরেকজন ২০০৭ থেকে ২০১২ ইংল্যান্ড জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছেন। দুজনের কেউই সেই অর্থে সাফল্য এনে দিতে পারেননি। তাঁদের পর টমাস টুচেল ইংল্যান্ডের তৃতীয় বিদেশি হেডকোচ। শুক্রবার ওয়েম্বলিতে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়েই টুচেল জমানা শুরু হচ্ছে ইংলিশ ফুটবলে।

২০২৪ ইউরো ফাইনালে হারের পরই গ্যারেথ সাউথগেটের ভবিষ্যৎ লেখা হয়ে গিয়েছিল। পরের ম্যাচগুলিতে হ্যারি কেন, বুকায়ো সাকাদের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসাবে কাজ করেছেন লি কার্সলে। এদিকে, অক্টোবরে ঘোষণার পর জানুয়ারিতে সরকারিভাবে দায়িত্ব পান জার্মান কোচ। খরা কাটিয়ে খেতাব ঘরে আনাই তাঁর প্রথম এবং প্রধান চ্যালেঞ্জ। ফিফা বিশ্বকাপের আগে তাঁর হাতে সময় বছরখানেকের অল্প বেশি। এই সময়ের মধ্যে দলটাকে গড়েপিটে নিজের মতো তৈরি করে নিতে

> ইংল্যান্ড জাতীয় দলের ডাগআউটে থাকতে পারাটাই আমার কাছে গর্বের। জাতীয় সংগীত গাওয়ার অধিকার অর্জন করতে হবে।
>
> **টমাস টুচেল**

চান ৫১ বছরের জার্মান কোচ। তার প্রথম ধাপ হিসাবেই ফুটবলারদের আরও একাত্ম হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন টুচেল। তিনি চান, খেলার সময় ইংল্যান্ডের ফুটবলাররা নিজেদের মধ্যে আরও বেশি করে কথা বলুক। কঠিন পরিস্থিতিগুলোও মোকাবিলা করুক নিজেরাই। জার্মান কোচ নিজেও খুব তাড়াতাড়ি দলটার একজন হয়ে উঠতে চান।

এদিকে, আলবেনিয়া ম্যাচে ডাগআউটে থাকলেও ইংল্যান্ডের জাতীয় সংগীতে গলা মেলাবেন না বলে জানিয়েছেন টুচেল। বলেছেন, 'ইংল্যান্ড জাতীয় দলের ডাগআউটে থাকতে পারাটাই আমার কাছে গর্বের। জাতীয় সংগীত গাওয়ার অধিকার অর্জন করতে হবে।'

কেনদের একাত্ম হওয়ার পরামর্শ

কাল-পরশু বৃষ্টির পূর্বাভাস

‘বিরাট’ ঘোরে ডুব দেওয়া ইডেনে রাসেল তাণ্ডব

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মার্চ : ইডেন গার্ডেন্স নাকি এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম?

কলকাতা নাকি বেঙ্গালুরু?

সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে ঢুকলে এমন বিভ্রম ঘটতে বাধ্য। মনে হতে পারে, চোখের ভুল। কিন্তু একেবারেই কোনও ভুল নেই। নেই কোনও মায়াও। খুড়ি, একটু ভুল বলা হল। মায়া রয়েছে। সেই মায়ার নাম বিরাট কোহলি। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে পুনর্জন্ম হয়েছে বিরাটের। কিং কোহলি ফিরে পেয়েছেন তাঁর

প্রস্তুতি শুরুর আগে স্ট্রেচিংয়ে আন্দ্রে রাসেল। - ডি মণ্ডল

হারিয়ে যাওয়া ছন্দ। সেই ছন্দ নিয়েই তিনি হাজির কলকাতায়। গতকাল সন্ধ্যায় কলকাতায় নেমেছিলেন। বিমানবন্দরে বিরাটকে নিয়ে উন্মাদনা ছিল বাঁধনহারা। আজ সন্ধ্যায় নাইটদের ঘরের মাঠে কোহলি দর্শনের আবেগ ছিল লাগামছাড়া। বিরাটের উপস্থিতির প্রভাব এতটাই ছিল যে, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার পর রাতের ইডেনে নাইটদের অনুশীলন দর্শনের দিকে কারওর কোনও আগ্রহই ছিল না। কিন্তু তার জন্য শনিবারের অষ্টাদশ আইপিএল বোধনের আগে আজিঙ্কা রাহানেরা (ক্যাপ্টেনস মিটের জন্য রাহানে আজ অনুশীলনে ছিলেন না) পিছিয়ে পড়েছেন, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং ফিল সল্টদের দেখার পর সন্ধ্যার ইডেনে রাহানে, ভেঙ্কটেশ আইয়াররা যেন একটু বেশিই চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। সবচেয়ে বেশি চনমনে দেখাল দ্রে রাসকে। আগামীকাল ও পরশু কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বভাস রয়েছে। সেই ঝড় শুরুর আগেই রাতের ইডেনে কোহলিদের উলটো দিকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের নেটে ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন দ্রে রাস। সতীর্থ বৈভব অরোরা, হর্ষিত রানা, স্পেনসার জনসনদের বিরুদ্ধে তাঁর কুড়ির ক্রিকেটের রকমারি শটের জায়গা হল ইডেনের গ্যালারিতে। অন্তত আধ ঘণ্টা ধরে নেটে ব্যাটিং তাণ্ডব চালিয়ে রাসেল যখন থামলেন, তখন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু শিবিরের কেউ কেউ মুগ্ধের মতো দেখছিলেন তাঁর দিকে।

শনিবার থেকে শুরু হতে চলা আইপিএলের আসরে প্রতিবারের মতো রাসেল যদি কেকেআরের ভরসা হয়ে থাকেন, তাহলে নাইট সংসারে সাফল্যের নিউক্লিয়াস হলেন সুনীল নারায়ণ। নাইটদের অনুশীলন শুরুর অন্তত চল্লিশ মিনিট আগে ইডেনে হাজির হয়েছিলেন নারায়ণ। সঙ্গে দলের বোলিং পরামর্শদাতা কার্ল ক্রো। তাঁর সঙ্গে নেটে অন্তত আধ ঘণ্টার বোলিং সেশন আলাদাভাবে করে নিজের স্কিল একটু ঝালিয়ে নিলেন তিনি। হয়তো কোহলি, ফিল সল্ট, রজত পাতিদারদের আগাম হুঁশিয়ারি দেওয়ার কাজটাও করে রাখলেন তিনি। পাশাপাশি নাইট বোলারদের নিয়ে বোলিং কোচ ভরত অরুণ স্পট বোলিংয়ের মাধ্যমে ইয়র্কার দেওয়ার অনুশীলন করালেন। বেশিরভাগেরই ডেলিভারি ইয়র্কার লেংথে পড়ছিল না। জনসনদের লেংথ নিয়ে বারবার বোঝাচ্ছিলেন কেকেআরের বোলিং কোচ। হয়তো কোহলিকে শুরুতেই আউট করার মহড়াও দিয়ে রাখলেন আনরিচ নর্তজেরা। কোহলি শেষ পর্যন্ত ইয়র্কারে ঘায়েল হবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু নাইট বোলাররা কোহলি বধের নীল নাকশা প্রায় করে ফেলেছেন।

সল্ট শেষ গমরশুমে ছিলেন কেকেআরের ওপেনার। এবার তিনি আরসিবি-তে। কোহলির দলের ব্যাটিং কোচ দীনেশ কার্তিকও প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়ক। ফলে দুই শিবিরেই রয়েছে বন্ধুত্বের একাধিক ছবি। রাতের ইডেনে এমন অনেক ছবির কোলাজও দেখা গিয়েছে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে রয়েছে বন্ধুত্বের আবহে শত্রুতার পরিবেশও। যার মূলে সাফল্য। অতীত ভুলে ভালো শুরুর মাধ্যমে নয়া দৌড় চাইছে দুই দলই।

অনুশীলনে সংহারমূর্তিতে বিরাট কোহলি। ছবি : ডি মণ্ডল

তিন ব্যাটে মহড়া কোহলির

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২০ মার্চ : প্রতীক্ষায় ছিল সিটি অফ জয়।

তিনি এলেন, দেখলেন, প্রত্যাশামাফিক মাতিয়েও রাখলেন। বৃহস্পতিবার পড়ন্ত বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সে পা রাখতেই শব্দব্রহ্ম। কোহলিয়ানার মৌতাতে ঊর্ধ্বমুখী পারদ। লক্ষ্মীবারে যতক্ষণ থাকলেন তাঁরই দখলে নন্দনকানন। হোমটিম কলকাতা নাইট রাইডার্স আগেই প্র্যাকটিসে চলে এসেছে। গতানুগতিক অনুশীলন।

যদিও বরুণ চক্রবর্তী, আন্দ্রে রাসেলরা নয়, সবাই বিরাট কোহলির অপেক্ষায়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর মাঠে ফিরছেন। সাক্ষী থাকার উন্মাদনা শনিবাসরীয় দ্বৈরথ ঘিরে। এদিন যার বহিঃপ্রকাশ। ম্যাচে বিরাটকে ঘিরে গ্যালারি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পুর্বাভাস।

বিরাটের প্রতিটি পদক্ষেপকে মন ক্যামেরায় তুলে রাখার সুযোগ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন ভক্তেরা। ক্যামেরার ফোকাসও যথারীতি বিরাটে। অথচ, কিছুটা দূরেই কেকেআরের নেটে আন্দ্রে রাসেল বিগহিটে আগুন ঝরাচ্ছেন, সুনীল নারায়ণের ব্যাটে শটের ফুলঝুরি। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। নিজভূমে পরবাসে!

নির্ভেজাল বিরাট-ম্যানিয়া। সতীর্থরা মাঠে ঢোকার কিছুক্ষণ পর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বিরাটের প্রবেশ। হাতে গোটা তিন-চারেক ব্যাট। আরও একবার শব্দব্রহ্ম। সমস্বরে কখনও ‘বিরাট বিরাট’, কখনও ‘ভিকে ভিকে’। বাদ গেল না ‘চিকু’-ও (বিরাটের ডাকনাম)।

মেরেকেটে আধঘণ্টার মতো নিবিড় ব্যাটিং অনুশীলন। প্রথমে স্পিনারদের নেটে। ক্রুণাল পান্ডিয়া, লিয়াম লিভিংস্টোন, সুযশ শর্মাদের স্পিনে ব্যাট ঘোরালেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রান পেলেও অফস্টাম্প নিয়ে খচখচানি এখনও মাথা থেকে যায়নি, প্র্যাকটিসে পরিষ্কার। অফস্টাম্পের বাইরে বলে পা বাড়িয়ে ড্রাইভে তাই বাড়তি মনোযোগ।

জোশ হ্যাজেলউডের বিরুদ্ধে অবশ্য অন্য মেজাজে। বিগহিটে আইপিএল সতীর্থ জোশের হোঁশ ওড়ালেন। কেকেআরের বোলারদের জন্য দিয়ে রাখলেন বিরাট-বার্তা। তবে বিরাটের সামনে এদিন কিছুটা এলোমেলো লাগলেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জন্য স্বস্তি ম্যাচ ফিট অজি পেসার। ফুল রানআপে বোলিং করলেন যেভাবে, শনিবার রাসেল-আজিঙ্কা রাহানে-সুনীল নারায়ণদের রক্তচাপ বাড়তে পারে।

সঙ্গী ভুবনেশ্বর কুমার। নিজের সেরা সময় পেরিয়ে এলেও টি২০ ফরম্যাটে এখনও অনেক অঙ্ক বদলানোর ক্ষমতা রাখেন। নবাগত টিম ডেভিড, জেকব বেথেলরাও অনুশীলনে মনোযোগী ছাত্র। দ্রুত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বাড়তি তাগিদ। নতুন অধিনায়ক রজত পাতিদারও প্রত্যাশামাফিক বাড়তি সক্রিয়।

ঘুরেফিরে উন্মাদনার কেন্দ্রবিন্দুতে একজনই। নাম বলার জন্য কোনও পুরস্কার নেই। বিরাটও বিন্দাস মেজাজে। তিন ব্যাটেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যাটিং সারলেন। কখনও নেটের বাইরে শ্যাডো প্র্যাকটিস। কখনও বা থ্রো ডাউনে প্র্যাকটিস। বিরাটের স্পেশাল এনার্জির স্পর্শে প্রায় ফাঁকা ইডেনও চনমনে। যতক্ষণ মাঠে থাকলেন, ঠায় দাঁড়িয়ে বিরাট-ভক্তের দলও।

বেশ কয়েকবছর হল আরসিবি-র নেতৃত্ব ছেড়েছেন। যদিও দলের মূল মুখ বিরাটই। অষ্টাদশতম প্রচেষ্টা প্রথম ট্রফির স্বাদ পেতেও মূল ভরসা। দলের সিনিয়ার সদস্য হিসেবে বিরাটও জানেন নিজের দায়িত্ব। প্রস্তুতির মাঝেই নিলেন সতীর্থের ক্লাস। কখনও কোহলির ক্লাসে রজত পাতিদার তো, কখনও ক্রুণাল, ফিল সল্ট। শুধু টিপস নয়, শ্যাডো করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

হেডকোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের সঙ্গে ছোটখাটো বৈঠকও বাদ গেল না। কী বিষয়ে, দূর থেকে বোঝা মুশকিল। তবে লক্ষ্য যে শনিবার দ্বৈরথ, বলার অপেক্ষা রাখে না। বিরাটের ওপেনিং পার্টনার সল্টও লম্বা শটে ঝড় তোলার আভাস দিয়ে রাখলেন তাঁর প্রাক্তন আইপিএল হোম ইডেনে। আরসিবি-র জার্সিতে শনিবার নামবেন, নাইটদের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে।

দুই দলের প্র্যাকটিসের মাঝে ‘টিম ইংল্যান্ডের’ অন্যরকম ছবি। নাইট মইন আলির সঙ্গে মাঠের পাশেই চুটিয়ে আড্ডা সল্ট, লিভিংস্টোন, বেথেলদের। শনিবার ‘বন্ধুত্ব’ ভুলে পরস্পরকে নিশানা করা। বাইশ গজের যে টক্করে ইডেন বিরাটের নাকি রাসেলদের হয়, তারই প্রতীক্ষা।

জোকারদের বিদ্রোহে নেই আলকারাজ

মায়ামি, ২০ মার্চ : চার আন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে নোভাক জকোভিচের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক টেনিস খেলোয়াড়দের সংগঠন। তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

টেনিস সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে স্বার্থবিরোধিতার অভিযোগ এনেছেন জকোভিচরা। এদিকে মিয়ামি ওপেনে অভিযান শুরুর আগে আলকারাজ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, ‘আমি

কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া

সমাজমাধ্যম মারফত বিষয়টি জানতে পেরেছি। দেখে কিছুটা অবাকই হয়েছি। বিষয়টা যেহেতু আমার অজানা তাই এতে আমি সমর্থন জানাতে পারছি না। এটাও ঠিক, ওই চিঠিতে যা বলা হয়েছে তার কিছু বিষয়ের সঙ্গে আমি যেমন একমত, তেমন কিছু ক্ষেত্রে সহমত হতে পারছি না।’

মিয়ামি ওপেনে নেমে প্রায় আড়াই বছর পর জয়ের মুখ দেখলেন নিক কিরগিয়স। দীর্ঘদিন পর চোট সারিয়ে কোর্টে ফিরলেন। হারালেন ম্যাকেঞ্জি ম্যাকডোনাল্ডকে। ম্যাচের পর কিরগিয়স বলেছেন, ‘চিকিৎসকরা একটা সময় বলেছিলেন আমি কখনও খেলতে পারব না। তাই ম্যাচটা জেতার পর চোখে জল চলে আসে।’

রাজ্য পাওয়ার লিফটিং মে-তে

বেলাকোবা, ২০ মার্চ : রাজ্য পাওয়ার লিফটিং ৪ ও ৫ মে বেলাকোবাতে অনুষ্ঠিত হবে। জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার সচিব অভিজিৎ বসু জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় ২৫০-৩০০ প্রতিযোগী অংশ নেবেন। প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাদের জুনিয়ার, সাব-জুনিয়ার, সিনিয়ার, মাস্টার ইকিউপড অ্যান্ড আন ইকিউপড পাওয়ার লিফটিং, বেঞ্চ প্রেস এবং ডেড লিফট বিভাগ থাকবে। আয়োজকদের পক্ষে অশোক চক্রবর্তী বলেছেন, ‘বেলাকোবাতে ৩ ও ৪ মে পুরুষ ও মহিলাদের পাওয়ার লিফটিংয়ের বড় প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। যা খুবই আনন্দের বিষয়। প্রতিযোগিতায় ১০০ শতাংশ সাফল্য আশা করছেন অশোকবাবু।’

কলকাতা-লখনউ ম্যাচ গুয়াহাটিতে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মার্চ : দফায় দফায় বৈঠক। শেষ পর্যন্ত সব বৈঠকই নিষ্ফলা!

চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ৬ এপ্রিল ক্রিকেটের নন্দনকাননে নির্ধারিত রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টসের ম্যাচ। রামনবমী পড়ে যাওয়ার কারণে সেই ম্যাচ নিয়ে আগেই আপত্তি জানিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। বলা হয়েছিল, ৬ এপ্রিলের ম্যাচে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়।

কলকাতা পুলিশের অনড় মনোভাব বুঝে যাওয়ার পর বাংলার ক্রিকেট কর্তারা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বিসিসিআইও কলকাতায় ওই দিনই ম্যাচ আয়োজনে অনড় ছিল। কেকেআরের শীর্ষ কর্তারাও আজ বিকেলে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। তারপরও সমাধান পাওয়া যায়নি। রাতের দিকে বোর্ডের তরফে সিএবি-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ৬ এপ্রিলের ম্যাচ সরছে, এমন তথ্য সামনে এসেছে। কলকাতা থেকে সেই ম্যাচ সরে যাচ্ছে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে। এমন খবরে নাইট সমর্থকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে হতাশা। ঘরের মাঠে আজিঙ্কা রাহানেদের দেখতে না পাওয়ার যন্ত্রণা।

বাস্তবে কারও কিছুই করার নেই। ম্যাচ সরছেই কার্যত নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর গুয়াহাটিতে কেকেআর বনাম এলএসজি ম্যাচের আয়োজনের প্রাথমিক পর্বও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর। যদিও বিসিসিআইয়ের তরফে রাত পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

ট্রফি নিয়ে কচি ভেটেরান্সের ফুটবলাররা। ছবি : সুভাষচন্দ্র বসু

চ্যাম্পিয়ন কচি ভেটেরান্স

বেলাকোবা, ২০ মার্চ : কেডি অ্যাকাডেমি রংধালির ফুটবলে ভেটেরান্স বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি কচি ভেটেরান্স। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে বীরপাড়া ভেটেরান্স ক্লাবকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা শিলিগুড়ির গোলরক্ষক অনিন্দ্য কর। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র ছিল। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সদের ট্রফির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে ৩০ হাজার টাকা।

মোহনবাগানে নির্বাচনি কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মার্চ : মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনি কমিটি গঠিত হল। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে এই কমিটির বাকিরা হলেন কলকাতা হাইকোর্টের তিনজন আইনজীবী বিশ্বব্রত বসু মল্লিক, সৌভিক মিটার ও অভিষেক সিনহা এবং এছাড়াও আছেন অনুপকুমার কুণ্ডু। কমিটি গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাবে নির্বাচনি দামামাও বেজে উঠল। কার্যকরী কমিটির সভায় কমিটির সদস্যরা ছাড়াও সৃঞ্জয় বসুর নেতৃত্বাধীন বিরোধী গোষ্ঠীর উপস্থিতিও ছিল নজরে পড়ার মতো। মনে করা হচ্ছে, মে মাসে হতে পারে মোহনবাগানের এই নির্বাচন।

বৃহস্পতিবার রাতের বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে ঢেকে রাখা হয়েছে ইডেন গার্ডেন্সকে।

চোট দ্রুত সারবে, আশাবাদী মনবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মার্চ : চোট পেয়ে জাতীয় দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন মনবীর সিং। বৃহস্পতিবার তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মেডিকেল টিমের তত্ত্বাবধানে এদিনই তাঁর চোট পরীক্ষা করা হয়েছে।

এদিকে টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, মাঠে ফিরতে দিন দশেক হয়তো সময় লাগবে। যদিও মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট আসেনি। সেটা এলেই পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনবীর নিজেও আশা করছেন, দ্রুত মাঠে ফিরবেন। তবে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে তিনি খেলবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। বৃহস্পতিবার অনুশীলনে এলেও সারাক্ষণ মাঠের বাইরে বসে রইলেন মনবীর।

এদিন বল পায়ে অনুশীলন শুরু করলেন সাহাল আবদুল সামাদ। চোটের কারণে তিনি শেষ কয়েকটি ম্যাচে খেলেননি। তবে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে তাঁর খেলতে কোনও অসুবিধা নেই বলেই ধারণা বাগান ম্যানেজমেন্টের। দলের আরেক তারকা আশিস রাই অবশ্য সাইডলাইনে অনুশীলন করলেন। বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেনকেও দেখা গেল সাইডলাইনে ফিজিওর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করতে। এই অজি তারকাকে নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। গত দুইদিনের মতো এদিনও ফুটবলারদের ঘণ্টাদুয়েক কড়া অনুশীলন করিয়েছেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ। প্রথমে ফিজিকাল ট্রেনিং, তারপর নিজেদের মধ্যে পাসিং ফুটবল এবং সব শেষে ম্যাচ প্র্যাকটিস করেছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা।

হেরে র‍্যাকেট ছুঁড়লেন সিন্ধু

বাসেল, ২০ মার্চ : সময়টা ভালো যাচ্ছে না পিভি সিন্ধুর। কয়েকদিন আগে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি। এবার সুইস ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন এই তারকা।

প্রথম রাউন্ডে সিন্ধু হারলেন ডেনমার্কের জুলিয়ে ডাওয়াল জ্যাকবসেনের কাছে ১৭-২১, ১৯-২১ পয়েন্টে। হেরে যাওয়ার পর হতাশায় শূন্যে র‍্যাকেট ছোড়েন এই তারকা শাটলার। সিন্ধু ছাড়াও বিদায় নিয়েছেন অনুপমা উপ্যাধায়। দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় তিনি হারেন ইন্দোনেশিয়ার পুরতি কুসুমা ওয়াদানির কাছে ১৭-২১, ১৯-২১ পয়েন্টে। ঈশানি বড়ুয়া চিনের হান কিয়ানেস্কির কাছে ১৯-২১, ২১-১৮, ১৮-২১ পয়েন্টে পরাজিত হন। পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রিয়াংশু রাজাওয়াত ২১-১৫, ২১-১৭ পয়েন্টে ফ্রান্সের তোমা জুনিয়ার পোপোভের কাছে হারেন।

রুপো পঙ্কজ, আবিজুলের

ফালাকাটা, ২০ মার্চ : আন্তঃ কলেজ রাজ্য গেমসে রুপো জিতলেন ফালাকাটা কলেজের পঙ্কজ বর্মন ও আবিজুল ইসলাম। পঙ্কজ হাই জাম্পে ও আবিজুল ইসলাম শট পাটে দ্বিতীয় হন। ১৭ মার্চ কলকাতায় প্রতিযোগিতাটি হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সার্টিফিকেট ও পদক নিয়ে দুই পড়ুয়া কলেজে আসেন। তাদেরকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

এলিট ১২ জনকে বোলিং করিয়ে সমালোচিত

পিঙ্ক বলের ম্যাচে জয় এসআরটি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : প্রথম ইনিংসের রানে পিছিয়ে পড়েও পিঙ্ক বলের পাঁচদিনের ম্যাচে জয় পেল টিম এসআরটি। হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে চতুর্থ দিনেই তারা ৪ উইকেটে হারিয়ে দেয় ডিজে এলিটকে। এসআরটি (শচীন রমেশ তেন্ডুলকার) ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ম্যাচে গতকালের ২৬/০ থেকে শুরু করে এসআরটি বৃহস্পতিবার ৫৮.১ ওভারে ৬ উইকেটে ২৪৯ রান তুলে নেয়। হর্ষ আগরওয়াল অপরাজিত থাকেন ৬২ রানে। বিকাশ গোয়েল ৫৭ ও নিশান্ত আগরওয়াল ৩৫ রান করেন। যুবরাজ সিং ৪২ ও অমিত সারোগি ৫৭ রানে ২ উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসে এলিট ২৮২ রানে অল আউট হয়। জবাবে এসআরটি ২২৭ প্রথম ইনিংস শেষ করে। এরপর এলিট দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯০ রানে সব উইকেট হারায়।

এসআরটি-র প্রথম ইনিংসে এলিট ১২ জন বোলারকে ব্যবহার করায় মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মার সমালোচনার মুখে পড়েছে। তিনি বলেছেন, ‘এক ইনিংসে ১২ জনকে দিয়ে বোলিং! স্কোরবোর্ড দেখে বিষয়টি জানতে পারলাম। এভাবে তো শিলিগুড়ির ক্রিকেটকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে ওরা। ঋদ্ধিমান সাহা, রিচা ঘোষের শহরে ক্রিকেটকে নিয়ে ছেলেখেলা করা দেখে শিলিগুড়িবাসী হিসেবেই আমি লজ্জাবোধ করছি। একটি সংবাদপত্রে দেখলাম ওই টুর্নামেন্টে সিএবি-তে রেজিস্ট্রাড একজন আম্পায়ার ছিলেন। তিনি কী করে ১২ জনকে বোলিং করার অনুমতি দিলেন?’ তাঁর আরও জিজ্ঞাসা, ‘আমরা শিলিগুড়ির ক্রিকেটের উন্নতির চেষ্টা করে চলেছি। সেখানে এমন ঘটনা ঘটানোর আস্পর্ধা ওদের হয় কী করে?’

এসআরটি ফাউন্ডেশনের সভাপতি মণীশ টিব্রেওয়াল এজন্য তাদের তৈরি প্রতিযোগিতার নিয়মকে সামনে এনেছেন। বলেছেন, ‘আমরা এই ম্যাচে ১২ জনের দল তৈরির সুযোগ দিয়েছিলাম। যেখানে ব্যাটিং ১১ জন পেলেও ১২ জনের বল করার নিয়ম রাখা হয়। শিলিগুড়িতে প্রথমবার হওয়া পিঙ্ক বলের ম্যাচে আমরা চেয়েছিলাম যত বেশি সম্ভব ক্রিকেটারকে খেলার সুযোগ দিতে।’

পিঙ্ক বলের ক্রিকেটে জিতে উচ্ছ্বাস টিম এসআরটি-র খেলোয়াড়দের।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা মহাবির মুন্ডা - কে 10.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57J 51219 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আপনি আপনার চারপাশের মানুষজনকে কোটিপতি হওয়ার মাধ্যমে জীবনে বেড়ে উঠতে দেখবেন তখনই আপনিও আশা করবেন একই ঘটনা যেন আপনার সাথে ঘটে। যখন আমি আমার নিজের জন্য আশা করেছিলাম তখনই ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এটি বাস্তবায়ন করে এবং আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।